চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 103 Wednesday, 15 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা ❋ ৩০ ফাল্গুন, ১৪২৯, বুধবার, ১৫ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

স্যার হয় আমাকে ছেড়ে দিন মানিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ ফের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক আর্জি প্রাইমারি টেট দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের। মঙ্গলবার নিয়োগ কেলেঙ্কারি মামলার শুনানিতে প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি বলেন, ''মাই লর্ড আমার রিলিফ চাই। আমার কিছু বলার আছে।'' এরপরেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বড় বয়ান দেন মানিক ভট্টাচার্য। এদিন নিয়োগ দুর্নীতিই গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ''গোটা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাবে বিভক্ত। একটা প্রাথমিক একটা উচ্চ প্রাথমিক। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্য প্রাথমিক পর্ষদ নিজস্ব অ্যাক্ট অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের অন্তরভূক্ত। কমিশন নিজস্ব অ্যাক্ট অনুয়ায় তৈরি হয়েছে। এবং তারা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা নিয়ে থাকে। আমার বিরুদ্ধে ১০০০ পাতার যে চার্জশিট রয়েছে তাতে উল্লেখ রয়েছে যে সম্পূর্ণটাই নবম দশম অবং অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগের সঙ্গে জড়িত। তাহলে আমি কী করে এখানে এলাম? প্রাথমিক অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের কোনও উল্লেখ নেই। তাহলে আমি কী করে এই মামলায় যুক্ত হলাম? আমি তো কোনওভাবে এর সঙ্গে জড়িত নই! ইডির মতো প্রিমিয়ার তদন্তকারী সংস্থা। তাহলে তারা কী ভাবে আমাকে দায়ী করল?'' মানিক ভট্টাচার্য আরও বলেন, ''আমি যেদিন গ্রেফতার হই তদন্তকারী সংস্থা একটি চিঠি নিয়ে আসে। কিন্তু সেই চিঠিতে কারও সই ছিল না। মাইলর্ড যেখানে আইন বলছে সই ছাড়া চিঠির আইনি বৈধতা নেই। তাহলে কী করে এই চিঠির ভিত্তিতে আমাকে কাস্টোটিতে নেওয়া হল? চন্দন মণ্ডল বা অন্যরা চাকরি দিয়ে থাকলে আমি কী করব? এই চিঠিতে জনৈক চাকরি প্রার্থীর নাম উল্লেখ রয়েছে। যিনি উত্তর দিনাজপুরের। চিঠিটি অ্যাড্রেস করা ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই চিঠি দেখিয়ে কী করে আমাকে কাস্টোডিতে নেওয়া হল আমি বুঝতে পারছি না।''

'দুর্নীতির দায় নেবে না দল'

কুন্তল শান্তনুকে বহিস্কার তৃণমূলের! সাংবাদিক বৈঠকে বড় 'দাবি' শশী-ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার দুই নেতাকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রাইমারি টেট দুর্নীতিতে নাম ওঠা কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিল তৃণমূল। শশী পাঁজা এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানান, কেন্দ্রীয় সংস্থা, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। নানা ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। সম্মানের ক্ষতি হচ্ছে। নিয়োগ দূর্নীতিতে বহু রাজনৈতিক দল আছে। এরকম বহু নেতা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা বিধানসভার মধ্যেও হুমকি দিচ্ছেন। হাতে করে কিন্তু বিজেপি নেতাদের কেন ডাকবেন না? আমরা চাই তদন্ত দ্রুত শেষ হোক। একটা দলকে সামাজিক ভাবে অসম্মান করা হচ্ছে। এর ফলে মানুষ রাজনীতিতে আসতে ভয় পাবে। আমরা সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিচ্ছি। কুন্তল ও শান্তনুকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আমরা দলীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। যদিও আমাদেরকেই হেনস্থা করা হচ্ছে। শাসক দল হওয়াটা অপরাধ নাকি? বিধানসভা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারা ইডি-সিবিআই ব্যবহার করছে।'' ব্রাত্য বসু আরও বলেন, ''নির্বাচন আসলেই আমাদের দাগিয়ে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার এটা করছে।

টাকা নিতে দেখা গিয়েছে এমন নেতাও রয়েছেন সেই তালিকায়। যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্সি তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়নি। এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। কুন্তল ও শান্তনুকেও অপসারিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবি, তদন্ত নিরপেক্ষ ভাবে করতে হবে। তদন্তে গতি আনতে হবে। কোনও টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয়নি। এর দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। দল এর দায় নেবে না। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ''খাপ পঞ্চায়েত করা হচ্ছে। যা নিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল চলছে। এখন বলা হচ্ছে ১২০ কোটি টাকা সিজ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হয়তো আরও গ্রেফতার করবেন। তবে ভোট এবারও পাবেন না।'' একইসঙ্গে মাণিক ভট্টাচার্য ও অনুব্রত মণ্ডল নিয়ে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করে এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, ''মাণিক ভট্টাচার্য বিধায়ক, দলীয় পদে ছিলেন না তিনি। অনুব্রত মণ্ডল নিয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা দল জানাবে।'' যদিও শান্তনু ও কুন্তল প্রশ্নে ব্রাত্য বসু বলেন, ''এদের নাম উঠে এসেছে। তারা নির্দোষ হলে, বিচার প্রক্রিয়ায় হয়ে আসুন। আপাতত দল তাদের বহিস্কার করেছে।'' তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের ভূমিকাকে কটাক্ষ করে বলেন, ''ইডি বা সিবিআই কি কারও পৈতৃক সম্পত্তি নাকি? এটা পদ্ধতি নয়। প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সুপার এমারজেন্সি চলছে দেশজুড়ে।''

'ডিএ দিলে ভালবেসে দেব'

সুপ্রিম কোর্টে মামলা আর আন্দোলনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে নতুন স্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-র দাবির জবাবে এত দিন চড়া সুর শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। তবে মঙ্গলবার অন্য স্বর শোনা গেল। তিনি বললেন, ''ডিএ যদি ভালবেসে দিই, নিশ্চয়ই দেব।'' রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ক'দিন আগেই কর্মবিরতি এবং গত শুক্রবার ধর্মঘট পালন করেছে। সুপ্রিম কোর্টে বকেয়া ডিএ নিয়ে চলছে মামলাও। শুনানি আগামী ২১ মার্চ। তার মধ্যে মমতার মঙ্গলবারের বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। তবে কি মুখ্যমন্ত্রী এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে, দিতে হলে তিনি নিজের ইচ্ছায় দেবেন, কারও চাপে নয়? মঙ্গলবার আলিপুর জেলা আদালতের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ডিএ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''আমরা তো আইনজীবীদের উপর নির্ভর করি। বিচারপতিদের রায়কে সম্মান জানাই। আমি অধিকার কাড়ার পক্ষে নই। আমি অধিকার দেওয়ার পক্ষে। যেটা আইনত স্বীকৃত, সেই অধিকার।'' প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার একটা সময় পর্যন্ত ডিএ সরকারি কর্মচারীদের 'অধিকার নয়' বলে সওয়াল করেছিল। সেখান থেকে মঙ্গলবার মমতার স্বরের স্পষ্ট দূরত্ব অনেকটা। ডিএ প্রসঙ্গে মমতা টেনেছেন বাম আমলের কথাও। তিনি বলেন, ''যখন বিরোধী ছিলাম, তখন দেখতাম শিক্ষকেরা মাসের এক তারিখে মাইনে পান না। কখনও তিন মাস-ছ'মাস মাইনে হত না। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর অবস্থাও তা-ই। সময় মতো পেনশন হত না। আজ গর্ব করে বলতে পারি, এত ধার করে রেখে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা মাসের এক তারিখে মাইনে দিই। পেনশনটাও দিই। এই মানবিক সরকারকে নিয়ে এত ভাববেন না।'' এর পরেই মমতা বুঝিয়ে দেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ-র দাবি তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, ''আমরা ষষ্ঠ পে কমিশন অনুযায়ী টাকা দিয়েছি। কিন্তু আপনারা কাজ করবেন রাজ্য সরকারের হয়ে, আর বলবেন কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ দিতে, এটা তো হয় না।'' সেই প্রসঙ্গ ধরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আলাদা বেতন পান। রাজ্যের স্কুলের শিক্ষকরা আলাদা বেতন পান। কেন্দ্র এবং রাজ্যের পরিকাঠামো আলাদা। আমি যদি ভালবেসে দিই, নিশ্চয়ই দেব। ২০১৯ সালের পে কমিশনে পুরোটাই

আমাকে চড় মারুন, কিন্তু কারও চাকরি খাবেন না! চাকরি হারাদের হয়ে জোর সওয়াল মমতার

দিয়েছি। কিন্তু এক দিকে এতগুলো প্রকল্প চলছে, অন্য দিকে আর কত করতে পারে একটা সরকার!'' এমন ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প চালিয়ে যে বর্ধিত ডিএ দেওয়া সম্ভব নয় তা আগেও বলেছেন মমতা। তবে সেই বক্তব্য মঙ্গলবারের মতো ছিল না। রাজ্য বাজেট পেশের দিনই ৩ শতাংশ হারে ডিএ ঘোষণা করে সরকার। বলা হয়, মার্চ মাসের বেতন থেকে তা মিলবে। এর পরেও আন্দোলন চলায় মমতা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, ''আমি তো ম্যাজিশিয়ান নই। টাকাটাও জোগাড় করতে হবে। অনেকে বলে, এটা পেলাম, ওটা দাও, এটা পেলাম, ওটা দাও। আরে যেটা পেলে সেটাকে ধরে রাখতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সেটা কোথা থেকে জোগাড় হবে? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। বঞ্চনা করছে আর মিথ্যা কথা বলছে।'' এর পরে গত ৬ মার্চ মমতা বিধানসভাতেও ডিএ নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। সে দিন বলেছিলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো আলাদা রাজ্যের থেকে। আর কেন্দ্রের সরকার কত দিন ছুটি দেয়? আমরা দুর্গাপুজোয় দশ দিন ছুটি দিই। ছট পুজোয় ছুটি দিই।'' মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাম আমলের প্রসঙ্গও টেনেছেন। বলেন, ''সিপিএম আমলের ডিএ বাকি ছিল। ৩৪ বছরে পুরো ডিএ দেয়নি। ৯৯ শতাংশ ও ৬ শতাংশ মিলিয়ে আমরা ১০৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছি।'' এ সব এখন অতীত। মঙ্গলবার তিনি ভালবেসে দেওয়ার কথা বলতেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নতুন প্রশ্ন, তবে কি সত্যিই মুখ্যমন্ত্রীর ভালবাসা অচিরেই মিলতে পারে! এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুটা হতাশার সুরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অন্যায় করলে আমার গালে দুটো চড় মারলে কিছু মনে করব না। জেনেশুনে কোনওদিন কোনও অন্যায় করিনি। ক্ষমতায় আসার পর একটা সিপিএম ক্যাডারের চাকরি খাইনি, তোমরা কেন খাচ্ছ? এখন রোজ কথায় কথায় তিন, চার হাজার চাকরি বাদ যাচ্ছে। সবাই তো তৃণমূল, সরকারের ক্যাডার নয়।'' এর পরেই যাঁদের চাকরি যাচ্ছে তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি রায়ের উদাহরণও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, চাকরি সংক্রান্ত একটি মামলার রায়ে ভুল সংশোধনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি, কিন্তু চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সবাই তো তৃণমূল, সরকারের ক্যাডার নয়। কালকেও দু' জন সুইসাইড করেছে। যারা অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আমার তাদের জন্য কোনও দয়ামায়া নেই। কেউ ভুল করে থাকলে তার দায় তাঁরা নেবে কেন? কেউ হয়তো চাকরি করে সংসার করেছে, বাবা-মাকে দেখছে। হঠাৎ করে চাকরিটা চলে গেলে সে খাবে কী? কথায় কথায় চাকরি খাবেন না। দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিল মারার গোঁসাই হয়েছে কিছু পলিটিক্যাল লোক।'' কিছুটা আবেগমথিত হয়েই মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আইন অনুযায়ী চাকরিটা ফিরিয়ে দিন। ভুল করে থাকলে আইন অনুযায়ী সুযোগ দেওয়া হোক। দরকার হলে সে আবার পরীক্ষা দিক। বা আদালত যেটা বলবে সেই অনুযায়ী আমরা বন্দোবস্ত করব। কিন্তু কথায় কথায় চাকরিটা খাবেন না। আমাকে, আমার দল, সরকারকে পছন্দ না হতে পারে। দু' বেলা গালাগাল দিন, আমাকে মারুন। কিন্তু দয়া করে রাজ্যটার বদনাম করে ছাত্র-যৌবনের খাবার অধিকার কেড়ে নেবেন না।''

ধরনা মঞ্চে ঝুলছে ঝলসানো রুটি

৭৩০ দিনের মাথায় অভিনব প্রতিবাদ চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ ''ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'' সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার লাইনই যেন এখন আন্দোলনকারীদের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিচ্ছে। চোখের সামনে ঝুলছে রুটি। কিন্তু, পেটে খিদের জ্বালা। ধর্মতলায় ধরনাতলায় আজ ৭৩০ দিন ধরে চাকরির দাবিতে চলছে আন্দোলন। এদিন সেখানেই অভিনব প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেল এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের। হাত বাঁধা শিকলে। সামনে ঝুলছে ঝলসানো রুটি। দিকে দিকে প্রতিবাদী পোস্টার। চাকরিপ্রার্থীদের সাফ দাবি, সরকারের তরফে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি মিললেও দিনের শেষে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মেলেনি চাকরি। আর সে কারণেই আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হয়েছে তাঁরা। এদিন সরকাররে বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করে এক চাকরি প্রার্থী বলেন, ''আজ ২ বছর হতে চলল আমরা বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে রয়েছি। কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য সেটা বারবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও সরকার কোথাও একটা নিজের দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে। কেন এটা করছে বুঝতে পারছি না। সরকারের নির্লিজ্জ, অমানবিক দিকটা বারবার ফুটে উঠছে। আমাদের পেটে লাথি

মারা হয়েছে। শেষবেলায় এখন আমাদের কাছে এই ঝলসানো রুটিটুকুই যেন সম্বল ক্ষুধা মেটানোর জন্য। আমরা যোগ্যপ্রার্থী হওয়ার পরেও কার্যত যেন আমাদের শিকলে বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে কারণেই আমাদের এই প্রতিবাদ।'' ক্ষোভ প্রকাশ করেন আর এক চাকরিপ্রার্থীও। তাঁরও গলায় একই সুর। সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, ''আমরা বারবার আশ্বাস পেয়েছি, প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু, কোনওটাই পূরণ হয়নি। আমারা চাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের যোগ্য স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। আশ্বাস যা দেওয়া হচ্ছে তা বাস্তাবে পরিণত করা হয়। আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখাতেই ঝলসানো রুটি নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ।''

অভিষেককে কটাক্ষ করে ফের 'তারিখ' তোপ শুভেন্দুর!

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৪ মার্চঃ তারিখ পে তারিখ। ফের অভিষেককে নিয়ে শুভেন্দুর 'ডেটলাইন'! এর আগেও শুভেন্দু ডেটলাইন দিয়েছিলেন। মেলেনি তাঁর সেই সব তারিখ। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। দলের অন্দরেও তারিখ হুঁশিয়ারি নিয়ে কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। ফের নন্দীগ্রাম দিবসে 'অভিষেক' ইস্যুতে 'ডেটলাইন' শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। ''আগামী বছর ২০২৪ এর ১৪ই মার্চ দেখা হবে। সেদিন অভিষেক ভেতরে থাকবে''। নন্দীগ্রামে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য-রাজনীতিতে তারিখের কথা বলে চমকে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শুভেন্দু অধিকারী তিনটি তারিখ দিয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক জানিয়েছিলেন, ১২, ১৪ এবং ২১ ডিসেম্বরের কথা। এই তিনটে তারিখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখতে থাকুন। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচের কথাও বলেছিলেন শুভেন্দু। এরপর শুভেন্দুর ডেটলাইন ছিল ১৩ জানুয়ারি। হাজরার সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ''ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়বে। ১২ ডিসেম্বরটা ১৩ জানুয়ারি হবে। কিন্তু ১৪ ফেব্রুয়ারি হবে না।'' কিন্তু এই ডেটলাইনও অতিক্রান্ত। বঙ্গ রাজনীতিতে সেরকম কোনও 'ধামাকা' নজরে আসেনি। এবার শুভেন্দু অধিকারীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ফের ডেটলাইন জল্পনা। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম দিবসের শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে গোকুলনগর শহিদ বেদীতে মাল্যদান পর্ব শেষ করে বক্তব্য রাখার সময় নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, মমতা-অভিষেককে নিশানা করে এও বলেন, ''আগামী বছর ১৪ই মার্চ ২০২৪ আবার এখানে দেখা হবে।''

অ্যাডিনো মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত

বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে দিতে হবে রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ অ্যাডিনো ভাইরাসের মোকাবিলায় চেষ্টা চললেও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কপালে ভাঁজ ফেলেছে বিশেষজ্ঞদের। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও বহু শিশু ভর্তি হয়েছে গত কয়েকদিনে। কোন পথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তা বুঝে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এবার বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে অ্যাডিনো নিয়ে আলোচনায় বসল স্বাস্থ্য কমিশন। বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামিদিনের পরিস্থিতি নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে মঙ্গলবার। কমিশনের চেয়ারম্যান অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বসেছিলেন এদিন। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের অন্যান্য কর্তারাও। ১৫ মার্চ পর্যন্ত কতজন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, মৃতের হার কত, তা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে বলা হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে। ২৫ মার্চের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামিদিনে অ্যাডিনো মোকাবিলায় হেল্পলাইন নম্বর চালুর পাশাপাশি একটি ওয়েব পোর্টাল চালুর ভাবনাও রয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের। এই পোর্টালের মাধ্যমে কোন হাসপাতালে কতগুলি শয্যা খালি আছে, তা জানা যাবে। কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, মূলত ২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন। আক্রান্তের সংখ্যা, মর্টালিটি রেট নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আগামিদিনে এই ধরনের ভাইরাস হামলা করলে বা কোনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি হলে, তা মোকাবিলা করতে হাসপাতালগুলি কতটা তৈরি আছে, কী কী পরিকাঠামো আছে, কোনটার অভাব আছে, তা রিপোর্ট আকারে জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম, শিক্ষা স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে নবান্ন। শিশুদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগের মোকাবিলায় মোট ৭ দাওয়াই দিয়েছে টাস্ক ফোর্স। যার মধ্যে অন্যতম হল, অ্যাডিনো-সহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগ রোধে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারপরই এই বৈঠক বসল মঙ্গলবার দুপুরে। এত ব্যবস্থার পর কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে? সেটাই দেখার।

মরে গেলে আর বিচার করে কী হবে?

ফোলা পা দেখিয়ে বিচারককে কাতর আর্জি পার্থর

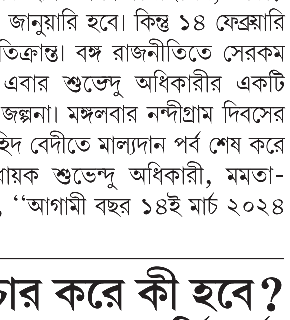

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ 'মরে গেলে আর বিচার করে কী হবে?' নিজের ফোলা পা দেখিয়ে বিচারকের সামনে এমনই আক্ষেপ করতে শোনা গেল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যাযকে। বিচারককে কাতর স্বরে পার্থর আর্জি, ক্রমশই তাঁর শরীর আরও খারাপ হচ্ছে। পার্থর কাতর আর্জিতেও অবশ্য তাঁকে খুব একটা আশার আলো দেখাতে পারেননি বিচারক। শুধু আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, দ্রুত তদন্ত শেষ করার জন্য ইডি-কে বলা হয়েছে। এতেই অবশ্য খানিক আশ্বস্ত হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এ দিন ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে। শুনানির শুরু থেকেই এ দিন পার্থর শারীরিক সমস্যার উপরে জোর দেন তাঁর আইনজীবী। ইডি গ্রেফতারের আগে থেকেই যে পার্থর নানাবিধ শারীরিক সমস্যা ছিল, সেকথাও বিচারককে মনে করিয়ে দেন পার্থর আইনজীবী। পার্থর পা ফুলে গিয়েছে বলেও আদালতে জানান তিনি। প্রেসিডেন্সি জেলের চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে দিয়ে পার্থকে পরীক্ষা করানোর আর্জিও জানান তিনি। শুনানির মাঝেই বিচারকের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''পা ফুলে ঢোল, যদি মরেই যাই তাহলে বিচার করে কি লাভ? মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে, আমি অনেক কিছু বলতে চাই। মনে হচ্ছে আগের জন্মে আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আট মাসে কি হলো? আর কতদিন আটকে রাখবে?'' পার্থর আর্জি শুনে বিচারক বলেন, ''তদন্ত শেষ করার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া যায় না। কিন্তু দ্রুত তা শেষ করতে বলা হয়েছে।' এ কথা শুনে পার্থ বলেন, ''ধন্যবাদ স্যর, ভাল থাকবেন।'' এ দিন বিচারকের সামনে কাতর আর্জি জানান অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও। বিচারকের উদ্দেশ্যে অর্পিতা বলেন, তাঁরও শরীর খারাপ। এই মামলার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। অহেতুক এ ভাবে আটকে রেখে ইডি একজন মহিলার সম্মানহানি করছে বলেও অভিযোগ করেন অর্পিতা। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা রয়েছেন, সেকথাও মনে করিয়ে দেন অর্পিতা। বিচারক অবশ্য অর্পিতাকে জামিনের আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেন। যদিও এ দিন অর্পিতার আইনজীবী সেই আবেদন করেননি।

'এই পার্থদাকে আমি চিনতাম না', আক্ষেপ ফিরহাদের!

আয়নার সামনে দাঁড়ান, কটাক্ষ বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতারির পরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বহিস্কার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেন দলের নেতারাও। পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে যেভাবে কোটি কোটি নগদ উদ্ধার হযেছে, তা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছিল বলে যুক্তি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। এবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যেই দাবি করলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যা করেছেন তা সবার কাছে লজ্জার। এই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি চিনতেন না। একই সঙ্গে ফিরহাদ দাবি করেছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে ঠকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো নিচু তলার নেতাদের সঙ্গে পার্থর যোগের ইঙ্গিত পেয়েছে ইডি। আদালতে সেকথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ফিরহাদ বলেন, ''কী হয়েছে আমি জানি না। তবে যেটা হয়েছে কাম্য না। কোর্টে প্রমাণ হয়নি, তবু সত্যিই সত্যিই টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়াটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে লজ্জার। এই পার্থদাকে আমি চিনতাম না। এই পার্থদা আমার কাছে নতুন। পার্থদার

সঙ্গে বহু বছর একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কেউ টাকা নিয়ে চাকরি দেবেন। কারও অধিকার হরণ করে অন্য কাউকে চাকরি দেওয়া হয়ে থাকলে সেটা পাপ, অন্যায়।'' দুর্নীতি কাণ্ডে যত তৃণমূল নেতাদের নাম জড়াচ্ছে, ততই বিরোধীরা দুর্নীতি ইস্যুতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করছে। যদিও বিরোধীদের পাল্টা জবাব দিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বাস করে ঠকেছেন তিনি। চাঁদে দাগ থাকতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে দাগ থাকতে পারে না। তিনি কোনও অন্যায় করতে পারেন না। কাউকে বিশ্বাস করাটা তো অপরাধ নয়। এত বড় সংগঠনে বিশ্বাস রাখতেই হবে।'' যদিও ফিরহাদ হাকিমের এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''ফিরহাদ হাকিমকে বলব একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখুন। কী ছিলেন আর কী হয়েছেন। কাউকে বিশ্বাস করাটা অপরাধ নয়, কিন্তু বিশ্বাস করে ভাগ নেওয়াটা অপরাধ।'' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাও বলেন, ''যখন ফিরহাদ হাকিম নারদার টাকা হজম করেছিলেন তখন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? তাহলে ধরে নিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবটা জানতেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর নাকের ডগায় বসে যদি কেউ এত বড় দুর্নীতি করেন, আর সেটা উনি জানতে না পারেন, তাহলে ব্যর্থতার দায় নিয়ে অবিলম্বে সরে দাঁড়ানো উচিত।''

আদানি ইস্যুতে উত্তাল সংসদ, সরকারের কৌশল নিয়ে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃসংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় দিনও উত্তাল হয়েছে সংসদ। এই পরিস্থিতিতে সরকারের কৌশল ঠিক করতে মঙ্গলবার সকালে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি বাজেট অধিবেশনে সরকারের কৌশল নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, অনুরাগ সিং ঠাকুর, কিরেণ রিজিজু, পীযূষ গোয়েল, নরেন্দ্র সং তোমর, নীতীন গড়কড়ি প্রমুখ।এদিকে, আদানি ইস্যুতে জেপিসি-র দাবিতে আরও একজোট ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বিরোধীরা। আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরতে আরও রণং দেহি বিরোধীরা। মঙ্গলবার সকালে আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি আদানি ইস্যুতে জেপিসি-র দাবি জানিয়ে এদিন সকালেই সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আম আদমি পার্টি ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির সাংসদরা। আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানান সকলে। কংগ্রেসও একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

বিদেশে ভারতীয় গণতন্ত্রকে অপমান করেছেন রাহুল গান্ধীঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে অপমান করছেন। এই ধরনের নেতাদের বিরুদ্ধে লোকসভা স্পিকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি প্রতিমন্ত্রী গিরিরাজ সিং।সোমবার ভিডিও প্রকাশ করে গিরিরাজ সিং বলেন, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী দেশের বাইরে লন্ডনে গিয়ে ভারতকে অপমান করেছেন। ভারতের গণতন্ত্রকে অপমান করেছে, ভারতীয় সংসদকে অপমান করেছে। লোকসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে, হাউসে ক্ষমা চাওয়া উচিত।তিনি আরও বলেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে লোকসভা স্পিকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি সংসদে ৫২ মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন, গালিগালাজ করেছেন, হতাশা থেকে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। বিদেশে গিয়ে সেই ব্যক্তি কী ক্ষমতায় ভারতের গণতন্ত্র, সংসদ, দেশকে অপমান করছেন? গিরিরাজ সিং বলেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হওয়া উচিত। রাহুল গান্ধীর চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণ দেশবিরোধীর থেকে কম নয়। বিদেশী শক্তিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীর অভিপ্রায়কে আমরা সবাই অস্বীকার করি। এ জন্য রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মেয়রের, প্রশ্নের মুখেও পড়লেন ফিরহাদ

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার চেতলা গার্লস স্কুলের সামনে মঙ্গলবার সকালে পরীক্ষার্থীদের তিনি শুভেচ্ছা জানান। পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন, জলের বোতল তুলে দেন মেয়র।এদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার চেতলায় নিজের পাড়ায় ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি স্কুলে পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে যান রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ। সেই সময়েই তাঁকে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ এবং পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। জবাবে মন্ত্রী বলেন, ' জানি না ঠিক কী হয়েছে! সত্যি সত্যিই যদি টাকা নিয়ে চাকরি হয়, তা হলে এটা আমাদের কাছে লজ্জার।''মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সহকর্মী তথা রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আক্ষেপ ধরা পড়ে ফিরহাদের কণ্ঠে। পার্থ গ্রেফতার হওয়ার পরে বিস্মিত ফিরহাদ বলেছিলেন, ' পার্থ'দাকে আমি চিনতাম না!'' মঙ্গলবার তিনি আবার বলেন, ' সত্যিই এই পার্থ'দাকে আমি চিনি না। এই পার্থ'দা আমার কাছে নতুন। বহু বছর আমি আর পার্থ'দা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। এটা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, কেউ টাকা নিয়ে চাকরি দিতে পারে!''

উপাচার্য-বিষয়ক মামলার রায় রাজ্যের কাছে লজ্জা- পবিত্র সরকার

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ উপাচার্য-বিষয়ক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাংলার মাথা হেঁট হল। রায়দানের পর এই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার।মঙ্গলবার তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, এই রায় রাজ্যের কাছে লজ্জা। শিক্ষার গোড়া থেকে উচ্চতম ধাপের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় শাসকদের চরম ব্যর্থতার প্রমাণ। তারা সংখ্যার দিক থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে গেছে। কিন্তু আইন মোতাবেক উপাচার্য নিয়োগের পথে হাঁটেনি। কিভাবে এগুলো চলবে সামগ্রিক ভাবনাচিন্তা করেনি। হয় তারা দিশেহারা, অথবা পরিকল্পিতভাবে এরকম করেছে।পবিত্র সরকারের মতে, এই ঘটনা আরও একবার দেখিয়ে দিল অগ্রাধিকারের তালিকায় শিক্ষার অবস্থান এ রাজ্যে কত নিচের দিকে।

ফের ডিএ বাড়াচ্ছে কেন্দ্র, সপ্তাহেই হতে পারে ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। একলাফে ৩ শতাংশ বাড়তে চলেছে মহার্ঘ ভাতা। ১৫ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পরই ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে। আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পান। এবার সরকারি কর্মচারীদের ডিএ ৩ শতাংশ বেড়ে তা ৪১ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। এতে স্বাভাবিকভাবে খুশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা।ডিএ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ শতাংশ হলে যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মাসিক বেতন ১৮,০০০ টাকা, তাঁরা প্রতি মাসে ডিএ বাবদ ৭,৩৮০ টাকা পাবেন। তাঁরা বছরে ১০,৮০০ টাকা বেশি বেতন পাবেন। আর যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেসিক বেতন ৫৬,৯০০ টাকা, তাঁরা প্রতি মাসে ডিএ বাবদ ২৩,৩২৯ টাকা পাবেন। প্রতি বছরে ওই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বছরে ২০,৪৮৪ টাকা বেশি বেতন পাবেন।

নন্দীগ্রাম দিবসে শহীদদের শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ মঙ্গলবার সকালে নিজের ফেসবুক পেজে জমি রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানো মানুষদের স্মরণ করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, ' পারি নিজের নাম, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রাম দিবসে সিপিআইএমের হার্মাদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ফলে নিহত সকল শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম'উল্লেখ্য, বাম জমানায় পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৪ জন গ্রামবাসী। ২০০৭ সালে ১৪ মার্চ সেই ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। পরের বছর ২০০৮ সাল থেকেই এই দিনটিকে নন্দীগ্রাম দিবস হিসেবে পালন করে ভুমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। রাজ্যে পালাবদলের পরেও জমি আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতিতে প্রতিবছর ১৪ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস শহিদ দিবস উদযাপন করে। মঙ্গলবারও নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার মাঝে এদিন সকালে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

কাছাড় জেলায় ৪৩৪টি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ, বিধানসভায় মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ মার্চ ঃ কাছাড় জেলায় জলজীবন মিশনের অধীনে মোট ৪৩৪টি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই তথ্য দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া।সোনাইয়ের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর কাছাড়ে জলজীবন মিশন প্রকল্প সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া বিধানসভায় এই তথ্য তুলে ধরেছেন। মন্ত্রী বরুয়া জানান, কাছাড় জেলায় জলজীবন মিশনের অধীনে মোট ৪৩৪টি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ৪৭৮টির কাজ চলছে।বিধায়ক করিম উদ্দিনের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল জানান, ১০ নম্বর সোনাই বিধানসভা এলাকায় ৫১টি জলজীবন প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৩৩টির কাজ চলছে।এছাড়া বিধায়ক বড়ভুইয়াঁ মন্ত্রীর কাছে জানতে চান, তাঁর বিভাগ কর্তৃক সোনাই শহরের জন্য কোনও প্রকল্প গ্রহণ করেছে কিনা? যদি করে থাকে, তা-হলে ওই প্রকল্পের কাজ কবে শুরু হবে? উত্তরে মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া তাঁকে জানান, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ শহরাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ নয়।

ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজত লালা ঘনিষ্ঠ রত্নেশ ভার্মার

আসানসোল, ১৪ মার্চ ঃ কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচে থাকা অনুপ মাঝি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠ রত্নেশ ভার্মার আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজত হল। সোমবার তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজত শেষে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আনা হয়। কিন্তু এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তার আইনজীবীর তরফে জামিনের আবেদন করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী রত্নেশকে আরও ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ২৭ মার্চ আবার তাকে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারক।এর আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী ছুটিতে থাকায় তাকে পেশ করা হয়েছিল এডিজে (১) মনোজ প্রসাদের এজলাসে। ওইদিনও রত্নেশ ভার্মার তরফে জামিনের আবেদন করা হয়নি। সেদিন রত্নেশকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। এদিন রত্নেশের আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ বলেন, ' জামিনের আবেদন করা হয়নি। বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তাকে আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' শুনানির সময় সিবিআইয়ের তরফে এদিন রত্নেশকে জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

'যুব সংবাদ-ইন্ডিয়া'র জন্য আবেদন আহ্বান করিমগঞ্জের নেহরু যুবকেন্দ্রের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মার্চ ঃ দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশ আজাদি কা অমৃত মহোসব উদযাপনের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও কৃতিত্বের গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করছে। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পঞ্চপ্রাণের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সংস্থা নেহরু যুবকেন্দ্র সংগঠন ১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত্য সারা দেশের সমস্ত জেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাগুলির (সিবিও) মাধ্যমে ' সংবাদ-ইন্ডিয়া২০৪৭' প্রোগ্রামের আয়োজন করছে।জেলার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থার সহযোগিতায় জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে যারা পঞ্চপ্রাণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বক্তৃতা তৈরি করতে নেহরু যুব কেন্দ্রকে সহায়তা করবে। এই অনুষ্ঠানে পঞ্চপ্রাণ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় ৫০০ জন যুবক-যুবতীর অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে। আয়োজক সিবিওগুলিকে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করা হবে।সিবিও যাঁরা আবেদন করতে ইচ্ছুক তাঁরা অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ হতে হবে এবং যুব সংবাদ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি থাকতে হবে। সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা থাকতে পারবে না। অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রতি জেলায় তিনটি সিবিও নির্বাচন করা হবে। আগ্রহী সিবিওগুলিকে

"২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য অর্জনে এ বছরের বাজেটকে পূণ্য সূচনা হিসেবে দেশ প্রত্যক্ষ করছে"

নয়াদিল্লি,১৪ মার্চঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের অর্থনৈতিক সশক্তিকরণের বিষয় নিয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন। ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত উদ্যোগের সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে মতামত এবং পরামর্শ চেয়ে সরকার আয়োজিত বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের এটি একাদশতম। প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ২০৪৭-এর মধ্যে ' বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনে দেশ এ বছরের বাজেটকে এক পূণ্য সূচনা হিসেবে দেখছে। ভবিষ্য অমৃতকালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবারের বাজেট পরীক্ষিত। এটি দেশের পক্ষে এক শুভ লক্ষণ যে দেশের মানুষেরা আগামী ২৫ বছরকে তাঁদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করছেন বলে শ্রী মোদী জানান।প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, বিগত ৯ বছর ধরে মহিলা-চালিত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে দেশ এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, এই প্রয়াসকে ভারত বিশ্বস্তরে নিয়ে গেছে এবং জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্বে এটা এক উল্লেখযোগ্য জায়গা পেয়েছে। মহিলা-চালিত উন্নয়নের প্রয়াসের ক্ষেত্রে এ বছরের বাজেট এক নতুন গতিশক্তি সঞ্চার করবে বলে তিনি জানান।শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে নারীশক্তির দৃঢ়তা, তার কল্পনা, তার ইচ্ছাশক্তি, লক্ষ্য অর্জনে তার সক্ষমতা এবং কঠিন প্রয়াস মাতৃশক্তির প্রতিফলন। তিনি বলেন, এই সমস্ত গুণবত্তা এই শতাব্দীতে দেশের অগ্রগতিসাধন গতি এবং শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলা সশক্তিকরণের প্রয়াসের ফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এবং দেশের সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা অনুভব করছি। তিনি বলেন, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ৯-১০ বছরে হাইস্কুল ও তার পরবর্তী শিক্ষাক্রমে পাঠরত ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি এবং গণিতশাস্ত্রে মেয়েদের যুক্ত হওয়ার সংখ্যা আজ প্রায় ৪৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং জার্মানির তুলনায় এই সংখ্যা বেশি। চিকিৎসা, ক্রীড়া, ব্যবসা অথবা রাজনীতির মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছেই তা নয়, তাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭০ শতাংশ ' ঋণের সুবিধাভোগী হলেন মহিলারা এবং ' অধীন বন্ধকবিহীন ঋণ প্রকল্পে মহিলারা সুবিধা লাভ করছেন। এছাড়াও, পশুপালন, মস্যচাষ, গ্রামীণ শিল্প, এফপিও এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে।শ্রী মোদী বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের সাহায্য নিয়ে দেশ কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং মহিলাশক্তির সক্ষমতার প্রসার কিভাবে ঘ্টানো যায়, এবারের বাজেটে তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ' সম্মান সঞ্চয় সার্টিফিকেট' প্রকল্পে মেয়েরা ৭.৫ শতাংশ সুদ পায়। ' আবাস যোজনা'র ৮০ হাজার কোটি টাকা মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ৩ কোটি আবাসনের সংখ্যাগরিষ্ঠই মহিলাদের নামে। এক্ষেত্রে ' আবাস যোজনা'য় সশক্তিকরণের বিশেষত্বের দিকটির ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথাগতভাবে মহিলাদের নামে আগে কোনও সম্পত্তি থাকতা না। তিনি বলেন, গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ' আবাস' মহিলাদেরকে নতুন কন্ঠ দিয়েছে।শ্রী মোদী বলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সরকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য হল এদের মধ্যে নতুন ইউনিকর্ন গড়ে তোলা। তিনি বলেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সশক্তিকরণে দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এতে ধরা পা।ছে। আজ দেশের পাঁচটি অ-কৃষি ব্যবসা মহিলা দ্বারা চালিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। গত ৯ বছরে ৭ কোটিরও বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন। তাদের মূলধনী চাহিদার ক্ষেত্রে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ৬ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ যে এক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যশৃঙ্খল তৈরি করেছে তা বোঝা যায়।প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ছোট উদ্যোগপতি হিসেবে মহিলারা যে অবদান রাখছেন তাই নয়, সক্ষম আর্থিক ব্যক্তি হিসেবেও তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলছেন। ' ব্যাঙ্ক সখী', ' কৃষি সখী', ' পশু সখী' কর্মসূচিগুলি গ্রামীণ বিকাশে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায় ক্ষেত্রগুলির রূপান্তর ঘটেছে এবং এই ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকারও রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। ২ লক্ষেরও বেশি বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, মস্য সমবায় আগামীদিনে তৈরি করতে হবে। প্রাকৃতিক চাষবাসের সঙ্গে ১ কোটি কৃষককে যুক্ত করার একটি লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মহিলা কৃষক এবং উৎপাদক গোষ্ঠী এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে তিনি জানান।শ্রী অন্ন-র প্রসারের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, শ্রী অন্ন-র ক্ষেত্রে ১ কোটিরও বেশি আদিবাসী মহিলার প্রথাগত অভিজ্ঞতা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অঙ্গ। শ্রী অন্ন-কে প্রক্রিয়াজাত খাবারে রূপান্তরিত করে তার বিপণনের সম্ভাবনার দিকগুলিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। বহুক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারে নিয়ে আসছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে এবং আমাদের আরও বৃহত্তরে স্তরে একে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি জানান।দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই বাজেটে ' প্রকল্পের যে কথা বলা হয়েছে তা মহিলা সশক্তিকরণে নতুন সম্ভাবনার এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। অনুরূপভাবে, জিইএম এবং ই-কমার্স মহিলাদের ব্যবসার সুযোগকে ক্রমেই সম্প্রসারিত করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান।প্রধানমন্ত্রী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, দেশ ' সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস' - এই ভাবধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, দেশের কন্যাদের জাতীয় সুরক্ষায় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। রাফায়েল যুদ্ধবিমান ওড়াচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা নিজেরা যখন উদ্যোগপতি হয়ে উঠবেন এবং ঝুঁকি ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তখন তাঁদেরকে নিয়ে চিন্তারও পরিবর্তন ঘটবে। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে নাগাল্যান্ডে এই প্রথমবার দুই মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের একজন মন্ত্রী পদে শপথও নিয়েছেন। মহিলাদের প্রতি সম্মান এবং সমতার বোধের উত্তোরণ ঘটানোর মধ্য দিয়েই দেশ এগিয়ে যেতে পারবে। আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, মহিলা, ভগিনী এবং কন্যাদের চলার পথে যে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতাকে উপাটিত করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলুন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শেষ করেন। রাষ্ট্রপতি লিখেছেন - অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা আমাদের ওপর নির্ভর করছে। এর ফলে আজ আমি আপনাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের পরিবারে, এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনার কাজে আপনারা যুক্ত হন। এমন পরিবর্তন যা একটি মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথকে মসৃণ করবে। এটি একটি অনুরোধ, আমি আগেও যা বলছি, হৃদয় থেকে উৎসারিত।

আদানি ইস্যুতে একজোট বিরোধীরা, সংসদ চত্বরে জেপিসি-র দাবিতে তৃণমূল ও আপ-সহ অন্যান্য দলের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ আদানি ইস্যুতে জেপিসি-র দাবিতে আরও একজোট ও ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরতে আরও রণং দেহি বিরোধীরা। মঙ্গলবার সকালে আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান।পাশাপাশি আদানি ইস্যুতে জেপিসি-র দাবি জানিয়ে এদিন সকালেই সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আম আদমি পার্টি ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির সাংসদরা। আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানান সকলে। কংগ্রেসও একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরও বিরোধী সাংসদরা আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাই লোকসভার অধিবেশন দুপুর দু''টো অবধি মুলতুবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা।

ভারতীয় কলাকুশলীদের দক্ষতা ও কৃতিত্ব আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসা পেয়েছেঃজগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ রাজ্যসভার সদস্যরা অস্কার জেতার জন্য 'আরআরআর' এবং 'এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স'-এর সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজেপি থেকে কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি থেকে এনসিপি-সভায় দলমত নির্বিশেষে পুরস্কার জয়ীদের প্রশংসা করেন।মঙ্গলবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেন, কলাকুশলীদের দক্ষতা এবং কৃতিত্ব আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসা পেয়েছে। পরে রাজ্যসভাতে আদানি ইস্যুতে তুমুল হইহট্টগোল করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। তাই বেলা ২-টো পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।

গত তিন বছরে দেশে শিশুশ্রমের ১৮৬১টি মামলার মধ্যে তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক শীর্ষে

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ গত তিন বছরে দেশে শিশু ও কিশোর শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬-এর অধীনে গত তিন বছরে ১৮৬১টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৯ সালে ৭৭২টি, ২০২০ সালে ৪৭৬টি এবং ২০২১ সালে ৬১৩টি মামলা রয়েছে।বিজেপি সাংসদ বিজয় বাঘেল এবং উপেন্দ্র সিং রাওয়াতের দেশে নথিভুক্ত শিশুশ্রমের মামলার সংখ্যা নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে সোমবার শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন।রামেশ্বর তেলি জানান, তেলেঙ্গানায় ২০১৯ সালে ৩১৪টি, ২০২০ সালে ১৪৭টি এবং ২০২১ সালে ২২৪টি মোট ৬৮৫টি মামলার সাথে সর্বাধিক সংখ্যক মামলা রিপোর্ট করা হয়েছে। যেখানে কর্ণাটক ২০১৯ সালে ৮৩টি মামলা, ২০২০ সালে ৫৪টি এবং ২০২১ সালে ৫৮টি মোট ১৯৫টি মামলা নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল।অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরায় সবচেয়ে.কম মামলা হয়েছে। এর পরে ছত্তিশগড়, মেঘালয় এবং দমন এবং দিউ এবং অন্যান্যগুলিতে ২টি করে মামলা হয়েছে।

বাড়ছে মুরগির মাংসের দাম

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ একেই মধ্যবিত্তের হেঁসেলে আগুন । ক্রমাগত দাম বাড়ছে সবজির । মিলছে না সঠিক ভাবে আলু । এরই মাঝে মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ দিয়ে আবর বাড়ছে মুরগির মাংসের দাম । কিছুদিন আগেই ডিমের দাম তো বেড়েছিল । কিন্তু এবার হাতের কাছে সহজ প্রোটিন পুষ্টিও ক্রমশ চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে।মঙ্গলবার গড়িয়াহাট বাজারে কাটা মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ২৮০ টাকায় । কলকাতায় গোটা মুরগির পাইকারি দর ১৬০ টাকা । গত একমাসে প্রায় ৪০-৪৫ টাকা বেড়েছে মুরগির মাংসের দাম । জোগান কম থাকায় দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা । গত ডিসেম্বরেও বাড়ে মুরগির মাংসের দাম । সেই সময় ২২০-২৩০ টাকায় পৌঁছয় মুরগির দাম । গোটা মুরগি পাইকারি বাজারে তখন দাম বেড়ে হয় ১২৮ টাকা । তিন মাসের মাথায় আবারও বাড়ল দাম । শুধু মুরগির মাংস নয়, ডিমের দামও বেড়েছে ।

দিল্লিতে মাদক সরবরাহের অভিযোগে গ্রেফতার নাইজেরিয়ান নাগরিক

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ গত সোমবার দিল্লি পুলিশ একজন নাইজেরিয়ান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ আন্তর্জাতিক বাজারে কোটি টাকা মূল্যের ১০৫০গ্রাম মেথাকোলোন (মাদক) উদ্ধার করেছে।অভিযুক্ত ওলুবুবে দামাইন (২৯) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত নাইজেরিয়ার ইমো রাজ্যের ওওয়েরির বাসিন্দা। ২০১৯ সালে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।পুলিশ আরও জানায়, ওলুবুবে দামাইনে রাখা পলিথিন ব্যাগ তল্লাশি করে ভেতরে কিছু হালকা হলুদ রঙের মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। পুলিশ মাদক বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

দৈনিক সংক্রমণ ৪০০-র উর্ধ্বেই, ভারতে ৪-হাজার ছুঁইছুঁই সক্রিয় রোগীর, করোনায় মৃত্যু দু''জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,৯০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪০২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯০৩-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৪০২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৯১,৩৩৮ জন। দু''জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৮৪-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৬,৬৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৩৯৫ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,৬৩,২৩৬। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯৯,৬১৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫ মার্চ ঃবুধবার, ৩০ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩০ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৩৮-শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪২ মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন ।

রাশিফল

মেষ রাশিঃএই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প।।

বৃষভ রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভদিন

মিথুন রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। বিবাহের যোগ হবেই আজ

কর্কট রাশিঃ আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন

সিংহ রাশিঃটাকাপয়সার অবস্থা এবং আর্থিক সমস্যা যেমন করেই হোক এক উত্তেজনার উৎস ।

কন্যা রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। ।

তুলা রাশিঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই। সন্তান হতে পারে আজ

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আজ আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন কারণ আপনি একটি খুব কৌশলপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন।।

ধনু রাশিঃ এমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন।

মকর রাশিঃ অর্থ সঞ্চয় হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবেই।

কুম্ভ রাশিঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান

মীন রাশিঃ আপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। টাকা তৎক্ষণাত ফিরে আসবে।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শনিবার অতিরিক্ত মেট্রো চালাবে মেট্রো রেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শনিবার অতিরিক্ত অতিরিক্ত মেট্রো চালাবে মেট্রো রেল। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ১৮ মার্চ শনিবার ও ২৫ মার্চ শনিবার ৮ টি বিশেষ মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মধ্যে এই মেট্রো চলাচল করবে। সাধারণত শনিবার অন্যান্য দিনের তুলনায় মেট্রোর সংখ্যা কম থাকে। যেহেতু বহু পরীক্ষার্থী এই মেট্রোতে যাতায়াত করেন, সে কথা মাথায় রেখেই বাড়ানো হয়েছে ট্রেনের সংখ্যা। এই ট্রেনগুলি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২ টা এবং বেলা ৩টে থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে চলবে। সকাল ১০ টা থেকে ১২ টার মধ্যে চলবে চারটি ট্রেন , প্রথমটি ছাড়বে ৯ টা ৫০ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে মেট্রো। যাবে কবি সুভাষ। এরপর আবার ১১টা ৬ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাবে মেট্রো। অন্যদিকে সকাল ১০টায় কবি সুভাষ থেকে ছাড়বে মেট্রো। যাবে দক্ষিণেশ্বর। এরপর ফের ১০টা ৫৫- য় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো ছাড়বে। এরপর ফের বেলা ৩টে ১০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো ছাড়বে। ৪ টে ১২ মিনিটে ছাড়বে এই রুটের আরও একটি অতিরিক্ত মেট্রো। অন্যদিকে, বেলা ৩টে ৪ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে মেট্রো। যাবে কবি সুভাষ। এই রুটে এরপর ৪ টে ১৫ মিনিটেও একটি মেট্রো থাকবে। শনিবার এমনিতে ২৩৪ টি মেট্রো আপ ও ডাউনে চলাচল করে। সেগুলি তো থাকছেই। সঙ্গে আরও এই ৪ জোড়া মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

দমকা হাওয়া-সহ ঝড়-বৃষ্টির দাপট একাধিক জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ চরছে তাপমাত্রার পারদ, মার্চের মাঝামাঝিতেই কলকাতার তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মাঝেমধ্যেই আকাশ ঢাকছে কালো মেঘে। তার উপর গরম। এই অস্থির আবহাওয়াই ঝড়ের অনুকূল। গত বছর মার্চে কালবৈশাখীর দেখা না মিললেও চলতি বছরে ঝড়ের সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলোতে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহে রাজ্যে কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে। কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বুধবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পক্ষে থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। একই রকম আবহাওয়া থাকবে সপ্তাহের শেষের দিকেও। বিশেষত বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আংশিক মেঘলা আকাশ, আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। বুধবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলোতে। দমকা ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিল পরীক্ষার্থী, মানবিকরূপ সিভিক ভলেন্টিয়ারদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষায় বসে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থীকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেই সেই ছাত্র। আজ থেকে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই পথ দুর্ঘটনার শিকার ছাত্র। আলিনগর ইয়াসিন মন্ডল শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র সন্দীপ মাঝির সিট পড়েছে পুইনান হাই স্কুলে। বাবা অমর মাঝির বাইকে চেপে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পরে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী সন্দীপ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় সন্দীপ। সেখানে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা তড়িঘড়ি গাড়ি করে সন্দীপকে নিয়ে যায় পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালে। বাকিরা সেরকম চোট না পেলেও সন্দীপ গুরুতর ভাবে আহত হয়। গ্রামীণ হাসপাতালে সন্দীপের প্রাথমিক চিকিৎসার পড়ে মাথায় আটটা সেলাই পরে। চিকিৎসার পর আবার সন্দীপকে তার পরীক্ষা কেন্দ্র পুইনান হাই স্কুলে পৌঁছে দেয় সিভিক ভলান্টিয়াররা। পরীক্ষায় বসে খাতা খুলতে না খুলেই আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়ে সন্দীপ। মাটিতে পড়ে গিয়ে তার মাথায় আবার চোট লাগে। তড়িঘড়ি পুইনান স্কুলের প্রধান শিক্ষক অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে ছাত্রকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে দেখার পর বলেন মাথায় চোট লেগেছে স্ক্যান করাতে হবে এবং স্ক্যান করানোর পরে সন্দীপের অবস্থা কিছুটা ভালো হলে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সন্দীপের। পুইনান স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান ছাত্র টিকে বাড়তি সময় দেওয়া হবে। কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা জানান তারা ডিউটি করছিলেন সে সময় আচমকাই অন্য একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে সন্দীপের বাবার বাইকটি। দুর্ঘটনায় অন্যদের সামান্য আঘাত লাগলেও গুরুতর আহত হয় সন্দীপ। এরপর তাঁকে পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

আগথোরি স্টেশনে নতুন পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন

মালিগাঁও, ১৪ মার্চ ঃ পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য পরিচালনার জন্য আরও কিছু স্টেশন খোলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২৩- এ আরও কিছু রেলওয়ে স্টেশন পণ্য চলাচলের খোলা হয়েছে, যার ফলে উপভোক্তারা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সহজেই পরিবহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন সহ পরিবহণ ব্যবসায়ীরা বিশালভাবে লাভান্বিত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে এবং পণ্য পরিবহণ আরও বৃদ্ধি করতে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত মির্জা স্টেশনটি কয়লা, পিওএল, পশুসম্পদ, বিস্ফোরক ও ক্রেন চালান ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অন্তর্মুখী পণ্য ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়াও, এই স্টেশনটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখ থেকে পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন পরিচালনার জন্যও খোলা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত হারমুতি স্টেশনে অন্তর্মুখী স্টিল পাইপ চালান পরিচালনার অনুমতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখ থেকে আরও ০৬ মাস সময়ের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে ২৭ জুলাই, ২২ থেকে ০৬ মাস সময়ের জন্য এই স্টেশনটি অন্তর্মুখী স্টিল পাইপ চালান পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছিল। তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত নামরূপ স্টেশনটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখ থেকে বহির্মুখী বালু ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছিল। এছাড়াও, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখ থেকে কয়লা ট্র্যাফিক লোডিঙের জন্য আরও ০৬ মাস অনুমতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে, ১০ অক্টোবর ২২ তারিখ থেকে ০৩ মাস সময়ের জন্য বহির্মুখী কয়লা ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য এটি খোলা হয়েছিল। পার্সেল বুকিং সিস্টেম আধুনিক করে তুলতে এবং ব্যবহারকারীর অনুকূল সংযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত আগথোরি রেলওয়ে স্টেশনে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখে একটি পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উন্নত এই পদ্ধতির অধীনে পার্সেল অফিসে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে পার্সেল বুকিং করা হচ্ছে। ট্রেডার্স ও বিজেনেসমেনেরা এখন দ্রুত, বিশ্বস্ত ও পরিবেশ অনুকূল পদ্ধতিতে নিজেদের পণ্য সামগ্রী পরিবহণের জন্য এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের চালান ট্র্যাকও করতে পারবেন।

চন্দননগরে প্রোমোটিং ব্যবসায় মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ শান্তনুর, মিলল হদিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ প্রোমোটিং ব্যবসায় টাকা লাগিয়েছেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চন্দননগরে মিলল তার হদিশ। চন্দননগরের সত্যপীরতলায় জিটি রোডের পাশে ৬ কাঠা জায়গার উপর তৈরি হবে বহুতল। এভাবেই একের পর এক কন্সট্রাকশন কোম্পানিতে টাকা খাটছে শান্তনুর। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেফতারের পরই জানা যাচ্ছে শান্তনুর বিপুল সম্পত্তির কথা। নামে- বেনামে একাধিক জমি, বাড়ি রয়েছে শান্তনুর। শুধু নিজের নামেই নয়।

তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও রয়েছে একাধিক বিনিয়োগ। চুঁচুড়ার পর এবার চন্দননগরের এক আবাসন তৈরির ক্ষেত্রে নির্মাণকারী সংস্থার শরিক হিসাবে নাম রয়েছে শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার। জানা গিয়েছে, চন্দননগরের সত্য পীরতলা এলাকায় একটি জমি কিনে তার উপর ঐশানী অ্যাপার্টমেন্ট নামক একটি আবাসন তৈরি হবে। তাতে রয়েছেন তিন জন শরিক। ইন্দ্রনীল চৌধুরী, দিবাকর মুখোপাধ্যায় এবং শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা। নির্মাণকারী সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে এই শরিক ৩ জনেরই নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে- ডি. আই. পি। এই বিষয়ে ইন্দ্রনীল চৌধুরী বলেন, 'দিবাকর মুখোপাধ্যায় এবং আমি একসাথে পার্টনারশিপে প্রোমোটারি ব্যবসা করি। ২০২০ সালে পরিচয় হয় শান্তনুর সাথে। শান্তনু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে একদিন জানান, তারা আমাদের সাথে পার্টনারশিপে প্রোমোটারি ব্যবসায় যুক্ত হতে চান। সেই মত আমরা তিনজন পার্টনারশিপে ওই আবাসন তৈরির সিদ্ধান্ত নিই।' হাওড়ার মুন্সিরহাটে আরও একটি বহুতল নির্মাণ হয়েছে। সেখানেও টাকা ঢেলেছেন শান্তনু ।

ভুয়ো কল সেন্টার কাণ্ডে গ্রেফতার অ্যাকাউন্ট প্রোভাইডার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ টেকনিক্যাল সাপোর্টের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশি নাগরিকদের প্রতারণা। ভুয়ো কল সেন্টার কাণ্ডে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রোভাইডারকে গ্রেফতার করলো বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। এর আগে কল সেন্টারে হানা দিয়ে সংস্থার কর্ণধার সহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। উদ্ধার হয়েছে নগদ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, ব্যাংক ডিটেলস, মোবাইল, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ এবং কাস্টমার কলিংয়ের স্ক্রিপ্ট। পুলিস সূত্রে খবর, ১৬ ফেব্রুয়ারি সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ডিএন ব্লকে 'উই কেয়ার সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দেয় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। সেখান থেকে সংস্থার কর্ণধার সুমিত মাঝি, হাফিজুর রহমান সর্দার সহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এই চক্র মূলতঃ ভুয়ো কল সেন্টারের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল মারফত যোগাযোগ করতো। সেখানে তাদের অ্যামাজন, মাইক্রোসফট সংস্থার কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত এরা। এই ভাবে বিদেশি মুদ্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা করতো এই সংস্থা। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিস জানতে পারে বিদেশি নাগরিকদের থেকে প্রতারণা করা টাকা এসে পৌঁছাত বাগুইহাটি এলাকার বাসিন্দা বিনয় কুমার সাহুর অ্যাকাউন্টে। এরপরই সোমবার রাতে বাগুইহাটির জ্যাংরা এলাকায় হানা দিয়ে বিনয়কে গ্রেফতার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। এর কাছ থেকে বিনয় কুমার সাহু নামের একটি আধার কার্ড, এটিএম কার্ড, বিবেক কুমার সাহু নামের একটি ব্যাংক ডিটেলস, বিনয়ের স্ত্রীযের নামের একটি ব্যাংক ডিটেলস, মোবাইল, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ, কাস্টমার কলিংয়ের স্ক্রিপ্ট এবং নগদ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিস। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয়। পুলিস তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিস সূত্রের খবর। এই চক্রের সঙ্গে আর কাদের যোগ রয়েছে তদন্ত করে দেখছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।

ভিসি নিয়োগ মামলার রায়দান প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের, বড় ধাক্কা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ মামলার রায় দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এতে বড় ধাক্কা রাজ্যের। মামলাকারীর আবেদন গৃহীত হয়েছে। যে সব উপাচার্যকে সচিবের চিঠিতে নিয়োগ করা হয়েছিলো, তাঁদের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। যাঁদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে রাজ্য নিয়োগ দিয়েছিল, তাঁদের নিয়োগও বাতিল হল। যাঁদের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলো না আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের কোন এক্তিয়ার নেই উপাচার্য নিয়োগের। অর্থাৎ, উপাচার্য নিয়োগ করার কোনও ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। পাশাপাশি, রাজ্যের নিয়োগ করা সকল উপাচার্যকে পদ থেকে খারিজ করার নির্দেশও দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। অন্য কথায়, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগ বা পুনঃর্নিয়োগের ক্ষমতা নেই রাজ্যের। রায় ঘোষণা করে জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই রায় দিয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্যদের একমাত্র নিয়োগ করতে পারবেন আচার্য। ২০২১-এর ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর রাজ্যের ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন। রাজ্যপালের দেওয়া তালিকায় গৌড়বঙ্গ, আলিপুরদুয়ার, বর্ধমানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও ছিল। এর পর কলকাতা, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতী-সহ রাজ্যের ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মবহির্ভূত ভাবে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি দায়ের করেন অনুপম বেরা। এই রায়ের ফলে সম্প্রতি আচার্য তথা রাজ্যপাল উপাচার্যদের অন্তর্বর্তীকালীন যে নিয়োগ করেছিলেন, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষামহলের একাংশের দাবি, সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে আচার্য তথা রাজ্যপাল একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে তিন মাসের জন্য পুনর্নিয়োগ করেছিলেন। যা 'বৈধ'। আদালত বলেছে, উপাচার্যদের নিয়োগ করতে পারবেন আচার্য (রাজ্যপাল)। ফলে এই রায়ের প্রভাব সেই উপাচার্যদের উপর পড়বে না। আবার অন্য একটি ব্যাখ্যা হল, আচার্য যে নিয়োগ করেছিলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন'। 'পাকাপাকি' নয়। ফলে আদালতের এই রায়ের ফলে সেটি নিয়েও নতুন করে জটিলতা তৈরি হতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক, পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে ফ্রি টোটো'র ব্যবস্থা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক। হাওড়ায় যুব তৃণমূলের উদ্যোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি টোটো'র ব্যবস্থা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন হাওড়ার বেলুড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক। তৃণমূল যুব সভাপতি কৈলাস মিশ্র বলেন, পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা প্রতিবছরই বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। এই বছরেও ঠান্ডা পানীয় জল এবং হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন স্টেশনে টোটো স্ট্যান্ড থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি টোটো সার্ভিস এর ব্যবস্থা করেছি। এতে সকল পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। আমাদের যুব কর্মীরা প্রস্তুত আছে যদি কোনও ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসে কোনরকম অসুবিধেয় পড়েন। তার পাশে আমরা দাঁড়াবো। পুলিশ প্রশাসন, ট্রাফিক সকলেই এগিয়ে এসেছেন। ট্রাফিক জ্যাম যাতে না হয় সমস্ত দিক পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বালির বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি বলেন,

আমরা প্রতিবছরই এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। এ বছরেও তার অন্যথা হয়নি। পরীক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সব ব্যবস্থা যাতে ঠিকঠাক থাকে তাই দেখতে এসেছি। আমাদের কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন। মহিলা কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন। যদি কেউ বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড ফেলে আসেন বা কোনওরকম পরীক্ষা দিতে এসে অসুবিধা পড়েন আমরা সব সময় তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। এদিন আমরা সকল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালাম।

জাল ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে, কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় ছিল এনারও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ নিয়োগকাণ্ডে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে টলিউডের যোগসাজসের জাল ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় ছিল এনা সাহারও। কাজও করেছেন। সেই সময় অবশ্য কুন্তল ছিলেন নব্য প্রযোজক। কী ভাবে যোগাযোগ হল এনা-কুন্তলের? কবে থেকেই বা পরিচিত তাঁরা একে অপরের? মঙ্গলবার কবুল করলেন সাংবাদিকের কাছে। উঠে আসছে টলিউডের আরও চার অভিনেত্রীর নাম। এই মুহূর্তে জেলবন্দি নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ। তাঁর সঙ্গেই নাকি ঘনিষ্ঠতা টলিপাড়ার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। এনা বলেন, ''হ্যাঁ কুন্তলকে চিনি। কাজ করেছি ওঁর ইউটিউব চ্যানেল নবকথা ইনিশিয়েটিভের জন্য, একটি মিউজিক ভিডিয়োতেও কাজ করি। প্রায় চার বছর আগের কথা।'' এই মিউজিক ভিডিয়োতে এনার সঙ্গে দেখা গিয়েছে অভিনেতা প্রসূন গায়েনকে। কুন্তলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রসূনই, জানান অভিনেত্রী। এনার কথায়, ''এই ভিডিয়োর জন্য যে টাকা চেয়েছিলাম, তাই পেয়েছিলাম। সেই কারণেই রাজি হই।''

সারদা! দ্বিতীয় পর্যায়ে নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ বেআইনি আর্থিক লগ্নি সংস্থা সারদা গোষ্ঠীর সম্পত্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া -সেবি ওই সংস্থা বন্ধ হওয়ার এক দশকে পর সংস্থার হাতে থাকা মোট ৬৬ টি সম্পত্তি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নোটিশ জারি করেছে। যার মধ্যে অধিকাংশই ভূসম্পত্তি বলে জানা গিয়েছে। ওই সম্পত্তির বাজার মূল্য আনুমানিক ৩২ কোটি টাকা। গত বছর জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্ট ওই আর্থিক সংস্থায় লগ্নিকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেবিকে সারদা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নিলামের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেয়। এরপরেই এই নিলামের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ১১ এপ্রিল নিলামের দিন ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং ওড়িশায় সক্রিয় সারদা গোষ্ঠী নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রায় ১১ লক্ষ লগ্নিকারির কাছ থেকে ৪০০০ কোটি টাকার বেশি তুলেছিল। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ওই সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

কয়লাখনি প্রকল্পে নয়া অ্যাপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার বীরভূমের দেউচা, পাচামি, দিওয়ানগঞ্জ -এর কয়লাখনি প্রকল্প এলাকায় যারা জমি দিয়েছেন সেই জমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিজিটালি রেকর্ড রাখার জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। বীক্ষন নামে ওয়েব নির্ভর এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে জমি সম্পর্কিত সব তথ্য ছাড়াও ক্ষতিপূরন, জমির পরিবর্তে চাকরি, পুনর্বাসন সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মঙ্গলবার বিধাননগরে এই অ্যাপ্লিকেশনটির উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য সাড়ে তিন হাজার একর এলাকা নিয়ে গঠিত এই প্রকল্পটি রাজ্য সরকার গ্রহন করেছে।

লকেটের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অবশেষে মানহানির মামলা করলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। জানা গেল কয়েকদিন আগে সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য মঙ্গলবার চুঁচুড়ার আদালতে বিধায়ক মামলা করলেন। বিধায়ক অসিত মজুমদারের বক্তব্য অনেক সহ্য করেছি আর না। হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে যাতা কথা বলছিলেন। তার চরিত্র নিয়ে তিনি নাকি চাকরি কেনাবেচায় যুক্ত আছেন এটা সমাজে তার পক্ষে অপমানজনক তার আত্মীয়-স্বজন আছে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে পাড়ার লোকজন আছে তাদের কাছে কি জবাব দেব তার হাতে যদি প্রমাণ থাকে প্রমাণ দিক তার মান-সম্মান নষ্ট হয়েছে। সবাই তাকে এটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কি জবাব দেব তাদের কাছে অতএব তাই বাধ্য হয়ে মানহানির মামলা করতে হলো। বিচারকের কাছে আমার আস্থা আছে, আজকে চুঁচুড়ায় শান্তি আছে আমার জন্য মেয়েরা এখানে নিরাপদ লকেটের কুকথা বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে লকেট চ্যাটার্জির বক্তব্য, আমিও মানহানির মামলা করব আমাকে উল্টোপাল্টা কথা বলেছে বিধায়ক। জনগণ এর বিচার করবে আমার কাছে হার সেটা সহ্য করতে পারছে না। অসিত মজুমদারের অ্যাডভোকেট জানালেন ৫০৪ ধারায় মামলা করা হয়েছে।

মূক-বধির এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফেরালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মার্চ ঃ কলকাতায় বেকবাগানে দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে হারিয়ে যাওয়া মূক-বধির এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলো হাওড়া শিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পথ হারিয়ে ভুল করে কলকাতা শহরের গণ্ডি টপকে হাওড়ায় চলে এসেছিলেন ওই ব্যক্তি। মূক ও বধির হওয়ায় বাড়ির খোঁজ দিতে পারছিলেন না। দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো ওই ব্যক্তিকে দেখতে পান শিবপুর থানার অফিসার শেখ আবদুল্লা। ওই ব্যক্তিকে তাঁর নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করে কোনও তথ্য না মেলায় থানার অফিসার শেখ আবদুল্লা থানা এলাকার স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের খোঁজ শুরু করেন। শিবপুর থানা এলাকার স্থানীয়রা বিভিন্ন হোয়াটস্যাপ গ্রুপে ওই ব্যক্তির ছবি শেয়ার করেন এবং তার মাধ্যমে খবর পেয়ে মঙ্গলবার কলকাতার বেকবাগান এলাকা থেকে ওই ব্যক্তির আত্মীয়রা আসেন ও ওনাকে সনাক্ত করেন। জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম ইজাজ আলম, রোহতাশ, বিহারের বাসিন্দা। তিনি কলকাতায় তাঁর দিদির বাড়ি বেকবাগানে এসেছিলেন এবং পথ ভুলে হারিয়ে গিয়েছিলেন। শিবপুর থানার অফিসার শেখ আবদুল্লার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মূক ও বধির ইজাজ আলমকে হাওড়ার শিবপুর থানার পুলিশ সুস্থ শরীরে তাঁর বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা, পেন ও চকোলেট দেওয়া হল

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। সকাল ৯ টার মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হন সঙ্গে অভিভাবকরা । এদিন উত্তরপাড়া

পৌরসভার উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা, পেন, চকোলেট তুলে দেওয়া হল পরীক্ষার্থীরা এগুলো পেয়ে খুব খুশি। উত্তরপাড়া পৌরসভা এলাকায় মোট পাঁচটি পরীক্ষা সেন্টার পড়েছিল। জানা গেল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০০। উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সকালে প্রথমে মাখলা দেবীশ্বরী স্কুলে এসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পত্র, চকোলেট ও পেন তুলে দিলেন। এরপর তিনি উত্তরপাড়া এলাকার বাদবাকি পরীক্ষার সেন্টারগুলিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলেন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা, চকোলেট ও কলম তাদের হাতে তুলে দেন। মাখলা দেবীশ্বরী স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিত ঘোষ তিনি পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন শুভেচ্ছা বার্তা, পেন, চকোলেট ও কেক। তিনি জানালেন উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে উৎসাহ দিতে এসব জিনিস আমরা তুলে দিলাম। তারা ভালোভাবে পরীক্ষা দিক সমাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে আসুক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। এখানে উপস্থিত ছিলেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি ও উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি উপলাদিত্য ব্যানার্জি তিনি জানালেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এসেছেন তাদের উৎসাহ দিচ্ছি আমরা পৌরসভার উদ্যোগে তাদের শুভেচ্ছা বার্তা, পেন, চকোলেট দেওয়া হল তাদের হাতে তারা উত্তরপাড়ার মুখ উজ্জ্বল করুক। উত্তরপাড়া এলাকায় পাঁচটি সেন্টার পরীক্ষার। মোট ১৫০০ পরীক্ষার্থী এখানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সন্দীপ দাস মৌসুমী বিশ্বাস কাউন্সিলর মার্শাল উত্তরপাড়া টাউন মহিলা তৃণমূল সভা নেত্রী পম্পা দাস টাউন যুব তৃণমূল সভাপতি শুভদীপ মুখার্জি সহ তৃণমূল কর্মীরা অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলেন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা জেলা মহিলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ডলি ঘোষ যাদব সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে আমরা শুভেচ্ছা বার্তা, পেন ও চকলেট তুলে দিলাম তারা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দেয় সেই উৎসাহ দেওয়া হলো তারা উত্তরপাড়ার মুখ উজ্জ্বল করুক। উত্তরপাড়ার পাঁচটি পরীক্ষার কেন্দ্র যুব তৃণমূল কর্মীরা পরীক্ষার্থীদের হাতে পানীয় জলের বোতল তুলে দিলেন উত্তরপাড়ার পরীক্ষা কেন্দ্রে অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে।

হরিপালে রাস্তা তৈরির শুভ সূচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তরের মাধ্যমে হুগলি জেলা আরএমসি এর অর্থানুকুল্যে হরিপাল বিধানসভার শ্রীপতিপুর ইলাহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অভ্র মুখার্জির বাড়ি থেকে সাইফান ধার, ধর্মতলা থেকে সানার ধার, এবং ডিভিসি বাঁধ থেকে রতন রুইদাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাগুলির শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এই রাস্তাটির চাহিদা ছিল অনেক দিনের কৃষি বিপণন দপ্তরের মাধ্যমে হুগলি জেলা আরএমসির অর্থাআনুকল্লে এই রাস্তার কাজ শুরু হলো আজ। তিনি বলেন আগের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাস্তার শিলান্যাস হত, ভোট মিটে গেলেও সে রাস্তা হত না। কিন্তু আমরা যেদিনই শিলান্যাস করছি সেই দিন থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় লক্ষীর ভান্ডার খাদ্য সাথী সবুজ সাথী মানবিক সহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়েছে, সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে আরো কিছু রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান হরিপাল ব্লকের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সবথেকে বেশি রাস্তা হয়েছে এই শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রামপঞ্চায়েতে। তিনি এই রাস্তা তৈরির প্রয়োজনে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। মন্ত্রী আরো বলেন হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর উত্তর গ্রাম থেকে শিমুল পুকুর হয়ে বাসুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শুভ সূচনা হবে দুই একদিনের মধ্যেই। এর ফলে হরিপাল ব্লক থেকে সিঙ্গুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের সহজেই যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে এলাকার কিছু মহিলা এই এলাকায় পাইপ লাইনে জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার জন্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, মন্ত্রী এই ব্যাপারে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বাবলু গায়েন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অলক সাঁতরা, নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা কোলে, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বিজয় ব্যানার্জি, শ্রীপতিপুর ইলিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ধারা প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নিতাই মোহন মুখার্জি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১০৩ সংখ্যা, বুধবার, ৩০ ফাগুন, ১৪২৯

হার মানলো বিবিসি

সম্পাদকীয়

অবশেষে হার মানলো বিবিসি। চাপের মুখে নতি স্বীকার করলো বিবিসি কর্তৃ পক্ষ। 'ম্যাচ অব দ্য ডে' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক হিসাবে ফিরে এলেন ব্রিটিশ ফুটবলার গ্যারি লিনেকার। বিবিসি'র ডিরেক্টর জেনারেল টিম ডেভি বলেছেন যে গ্যারি লিনেকার হচ্ছেন বিবিসির সম্পদ। তাঁকে বাদ দিয়ে বিবিসি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে না। কিছু সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল। তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জন রোষ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল। বিবিসির অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষেরা। বিবিসির সিদ্ধান্তে বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করেছিল সেখানকার ফুটবল মহল। ক্রীড়া জগতের কেউ বিবিসির অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইছিল না। তার ফলে বিবিসিকে লিনেকার বর্জন নীতি থেকে সরে আসতে হয়েছিল বাধ্য হল। ডিরেক্টর জেনারেল টিম ডেভি বলেছেন য়ে লিনেকার বিবিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাকে বাদ দিয়ে বিবিসি ক্রীড়া অনুষ্ঠান করার কথা ভাবতে পারে না। বহু দর্শকেরা 'ম্যাচ অব দ্য ডে' দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে দর্শকেরা। লিনেকারের বহু গুণমুগ্ধরা সিসিবি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে ছিল। তারা বলতে শুরু করেছিল লিনেকার না থাকলে এই অনুষ্ঠানকে বর্জন করবে। বিবিসির কোনও চ্যানেল খুলবে না। তার ফলে বিবিসিকে বাধ্য হয়ে লিনেকারকে আবার উপস্থাপক হিসাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। লিনেকার এদিকে বলেছেন, তিনি শরনার্থী প্রশ্নে যে জাযগায় দঁড়িয়ে রয়েছেন সেখানেই আছেন। তিনি শরনার্থীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার পক্ষপতি। তিনি চান সবার বাঁচার অধিকার রয়েছে। যারা আজকে ঘর ছাড়া এবং ভূমি ছাড়া হয়ে যেতে শুরু করেছে তারা বাঁচার আশায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। তাদের জীবনকে রক্ষা করা মানুষের প্রধান কর্তব্য। ব্রিটেন সরকার শরনার্থীদের ব্যাপারে নতুন বিল নিয়ে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে শরনার্থীদের ব্রিটেনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু লিনেকার সরকারের এই আইন বিরুদ্ধ কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি শরনার্থীদের সমর্থন করেছেন এবং নিজেও বেশ কয়েকজন শরনার্থীদের তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ হয়েছিল। সরকারের আইনের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করার ফলে উপস্থাপক লিনেকারকে সিবিসির অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লিনেকারকে বাদ দেওয়ার ফলে সিবিসির এই অনুষ্ঠানে অন্য কোনও উপস্থাপক আর অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তার ফলে সিবিসির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে উঠল। এদিকে বিবিসির চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর জেনারেল চিম ডেভির পদত্যাগ চাইতে শুরু করেছিল ব্রিটেনবাসীরা। তারা বলতে শুরু করেছিল বর্তমান বিবিসি কর্তৃপক্ষ দিয়ে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করানো একেবারে অসম্ভব। এদেরকে পদত্যাগ করিয়ে নতুন করে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করতে হবে। বিবিসির আন্তর্জাতিক সুনামের দিকে তাকিয়ে এদের অতি অবশ্যই পদত্যাগ করা উচিত। বিবিসির এই বিষয়টা রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে ব্রিটেনের মন্ত্রী সভার আলোচ্য বিষয় হয়ে গিয়েছিল। বিবিসির এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীও পর্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এটা বিবিসির অভ্যন্তরীন বিষয়। এর সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। সরকার এ ব্যাপরে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। বিবিসির কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বিবিসির পক্ষে এখন আর হাওয়া নেই।

লাদাখে চিন

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে পূর্ব লাদাখে ভারত চিনের স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। সেখ্যানে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে চলছে ভারত ও চিনের মধ্যে প্রতিষেধক নিয়ে লড়াই। প্রতিষেধক যুদ্ধে সামিল হয়েছে এই দুটো দেশ। ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এখন চলছে করোনা প্রতিষেধক উত্তেজনা। হৈহৈ করে মহাযোগাযোগ প্রকল্প ওবর-এর সূচনা করা হয়েছিল চিনের পক্ষ থেকে। কিন্তু গোটা ২০২০ সালে তা থমকে গিয়েছিল। আবার নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে চিন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তারা। এদিকে ওবর সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে চিন। সেখানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিক নির্দেশ করেছে চিন সরকার। শুধু মাত্র কোভিড নয়, শ্রীলঙ্কা সহ বেশ কিছু রাষ্ট্রে সঙ্গে তিক্ততা রয়েছে চিন সরকারের। সেই দেশগুলোর বক্তব্য চিনা ঋণের ফাঁদে পড়ে গিয়েছে তারা। তাই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এবার সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে সিং চিনফিং সরকার। জানতে পারা গিয়েছে যে আটটি পর্বে বিভক্ত এই ধরনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত শ্বেতপত্র আর আগে আর কোনও দিন প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে চিন সরকার বেশ চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে কীভাবে কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলে কীভাবে মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে ২০৩০ সাল মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জে উন্নয়ন কর্মসূচিতে চিন বড় মাপের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু চিনের ওপরে কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। চিনের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি থেকে নিজেকেফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। সেই কারণে এখন মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করতে পারলে সেটা চিনের লাভ পরিস্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে চিন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ, শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না।

ভারতে কি আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন?

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতে কি আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে বিদেশ মন্ত্রকে। এদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফরে আসছেন সেটা নিশ্চিত। রুশ বিদেশ নীতির পরিবর্তন হয়েছে। তারা এখন ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে। এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে চায় রাশিয়া। একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে চিনও। তার ফলে আগামি দিনে রুশ এবং চিন এশিয়া মহাদেশের ওপরে আদিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে। ইউরোপের সঙ্গে কূটনীতির সম্পর্ক ছেদ না করে শুধু মাত্র সাময়িক সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী। তিনি নয়াদিল্লিতে এসে সেই বার্তা দিয়ে গেলেন। তিনি বলেছেন, চিন এবং ভারত তাদের সেরা বন্ধু। এই দুই বন্ধুর মধ্যে যে সীমান্ত বিবাদ রয়েছে তা মিটিয়ে ফেলতে বলা হবে। রাশিয়া এ ব্যাপারে তৎপর হবে। রাশিয়ার তৎপরতায় কি চিন ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়ে গভীর জল্পনা করতে শুরু করেছে বিদেশ মন্ত্রক। এদিকে আমেরিকা আবার রুশ চিন মৈত্রীটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে নিতে পারছে না। তারা মনে করছে রুশ চিন মৈত্রী আমেরিকার বিরোধী আস্ত্রে পরিণত হবে। কোরিয়া, চিন, রাশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের বেশ কিছু মার্কিন বিরোধী দেশ এখন জোট করার চেষ্টা করছে। তাতে ভারতকে সামিল করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু ভারত তাতে রাজি হচ্ছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানকে নিয়ে চিন এই জোট করা পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে ভারত ক্রমশ পিছু হটতে চেষ্টা করছে। চিনকে বিশ্বাস করতে পারছে না ভারত। তার কারণ দোলনা রাজনীতি ব্যর্থ করে দিয়েছে চিন সরকার। দোলনা কূটনীতিতে ভারত চিন সীমান্ত সমস্যা সমাধানের কথা উঠেছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলা হবে দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পিকিং ফিরে গিয়েই লাদাখে চিন সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। লাল ফৌজ বা পিপলস আর্মি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সীমান্ত এলাকায়। শি জিনপিং এখন গালওয়ান নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করেছেন। তিনি লাদাখকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন। ভারতের সঙ্গে যাদের চিরকালীন বিরোধী রয়েছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পথ তৈরি করতে শুরু করেছে চিন। সেই কারণে পাকিস্তান এখন চিনের সেরা বন্ধু। পাকিস্তানের বিদেশ নীতি কাশ্মীরকে সমর্থন করতে শুরু করেছে চিন সরকার। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তবে তারা বলতে শুরু করেছে ভারত থেকে কোনও রকম সাহায্য গ্রহণ করবে না। এদিকে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো কাশ্মীর নিয়ে তৎপর হওয়ার কথা বলেছেন। এর সঙ্গে চিন সরকারের সহমত রয়েছে। ফলে চিন এবং পাকিস্তান উভয়েই ভারত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। তার ফলে এখন ভারতকে অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সঙ্গে অটুট মৈত্রী বজার রেখে চলতে হচ্ছে। আগামি মাসের কোনও একটি দিনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হবেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানেজ ভারত সফর করে গিয়েছেন। তার আগে জার্মান দেশের চ্যান্সেলর এবং বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফর করেছেন। অস্ট্রেলিয়া কোয়াড কমিটির অন্যতম সদস্য। কোয়াড তৈরি হয়েছে চারটি দেশকে নিয়ে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং জাপান। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে ভারত সফর করে গেলেন তাতে সবাই নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর শেষ করেই তিনি আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। তার ফলে সবাই মনে করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতে সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তা বাইডেনকে তিনি জ্ঞাত করবেন। বাইডেন খুব সম্ভবত ভারতের আগামি লোকসভার নির্বাচনের পর ভারতে আসতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রীর দায়ত্ব গ্রহণ করার পর আমেরিকা ভারতের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনকে একেবারে বিশ্বাস করতে পারছেন না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। চিন যেভাবে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে তাতে মনে করা হচ্ছে ২০২৪ সালটা কুবই গুরত্বপূর্ণ সাল হিসাবে গণ্য হবে। কারণ তাইওয়ান দখল করাই হচ্ছে চিনের আসল লক্ষ্য। চিনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংকে গদিতে টিঁকে থাকলে হলে কোনও কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তার ফলে প্রেসিডেন্ট শি লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সেনার প্রভাব বিস্তার হতে থাকবে এবং হংকং নীতিকে আরও কঠোর করতে থাকবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এখন ঘর ছড়া গরুতে পরিণত হয়েছেন। তিনি এখন কারোর কথাকে একেবারে আমল দিতে চাইছেন না। তিনি এখন যুদ্ধবাজে পরিণত হয়েছেন। তাঁর একটি মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কিভ দখল করা এবং ইউক্রেনকে রাশিয়ার অধীনে চলতে বাধ্য করা। ইউক্রেনকে ভাগ করা চলবে না এবং সেখান রুশ আধিপত্য বিস্তার করা থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে দেখা করেননি পুতিন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পোপের ইচ্ছা ছিল মস্কোতে উপস্থিত হয়ে পুতিনের সঙ্গে দেখা করে ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান করা। কিন্তু পুতিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন কিভ দখল না করা পর্যন্ত তিনি কোনও স্থানে থামবেন না এবং কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না। তার ফলে যুদ্ধ এখনও চলছে। রাশিয়ার সেনারা আর তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত খুবই ফাঁপড়ে পড়ে গিয়েছে। যদিও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন মোদি। কিন্তু বিদেশি উস্কানি বন্ধ করতে পারেনি মোদি। চিন এবং পাকিস্তান মিলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। সীমান্ত উত্তেজনা এংব রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে কাশ্মীরে। তার ওপরে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো আবার নতুন করে কাশ্মীর ইস্যু তৈরি করতে শুরু করেছে। তার ফলে ভারতকে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হচ্ছে। জি-২০ সম্মেলন করে এর সমাধান করা সম্ভব হয়নি। চিন থেকে কাশ্মীর ব্যাপারে কোন বক্তব্য উত্থাপন করেনি। তার ফলে ভারত কাশ্মীর নিয়ে খুবই চিন্তিত।

তাইওয়ান দখল করা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে চিন

এদিকে চিন আবার তাইওয়ানের সীমান্তে ইন্টারনেট পরিষেবার তার কেটে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাইওয়ান যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করতে পারে তার জন্য চিন অপকৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাওয়ান দাবি করতে শুরু করেছে যে তাদের ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন সরকার। সেনা মহড়া এবং যুদ্ধ বিমান পাঠানোর পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে তলায় বিছানো ইন্টারনেটের তার কাটতে শুরু করেছে চিন সরকার। তাদের মূল লক্ষ্য হল তাইওয়ান যে আগামি দিনে বিশ্বের সঙ্গে কোন যোগাযোগ গড়ে তুলতে না পারে। তাইওয়ানের মাৎসু দ্বীপপুঞ্জে দখল নিয়ে চিন এবং তাইওয়ানের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। সেখানে চিন নৌ জাহাজ পাঠিয়ে সেখানকার সমুদ্রের তলায় বিছানো তাইওয়ানের ইন্টারনেট সংযোগ কেটে দিয়েছে চিন সেনারা। তাইওয়ানের তথ্য দফতর থেকে বলা হয়েছে য়ে মাৎসু দ্বীপের তলায় যে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে তা চিন সরকার তাইওয়ানের অনুমতি ছাড়া কেটে দিয়েছে। তার ফলে তাইওয়ানকে আবার নতুন করে ইন্টারনেট সংযোগ তৈরি করতে হচ্ছে। তাওওয়ান জলসীমায় চিনা জাহাজ প্রবেশ করলে তাকে তাড়া করেছিল তাইওয়ানের নৌ বাহিনীর জাহাজ। তখন চিন নৌ বাহিনীর জহাজটি চিন সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করে যায়। তার আগেই তারা কৌশল করে তাইওয়ানের ইন্টারনেটের তার কেটে দিয়ে গিয়েছিল। ইন্টারনেট পরিষেবা বিপুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন মাইক্রোয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। তবে এই দিয়ে মোবাইল পরিষেবা ব্যাহত হতে শুরু করেছে। মোবাইল ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। চিন সরকার যেভাবে তাইওয়ানের ইন্টারনেট পরিষেবাকে ব্যাহত করতে তার কাটতে শুরু করেছে তার ফলে তাইওান এখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকা শক্তিশালী মাইক্রোয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটার পাঠিয়েছে বটে। তবে তা দিয়ে সামযিক বিভাগের কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে। সমাজ মাধ্যমের কাজ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শুধু সামরিক যোগোযাগ ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে এই ট্রান্সমিটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র।

আপাতত এই সব ইন্টারনেটের কেটে ফেলা তারগুলিকে আবার নতুন করে সংযোগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাইওয়ান সরকার এংব তার সঙ্গে চিনের ওই ধরনের আচরণকে কীভাবে প্রতিহত করা যেতে পারে তা নিয়ে সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করেছে তাইওয়ান। তাইওয়ান চিনের এই ধরনের আচরণের মেকাবিলা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাইওয়ান সরকার মনে করছে এটা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মতলবেই এই কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সেনারা। চিন সেনারা এখন সরাসরি যুদ্ধ করছে না। তারা এখন অন্য দিক দিয়ে তাইওয়ানের ক্ষতি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাইওয়ান যাতে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি না করতে পারে তার জন্য চিন সমুদ্রে ব্যারিকেট তৈরি করার চেষ্টা করছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাইওয়ানের সব রকমের যোগাযোগের ওপরে চিন সরকার নজর রাখতে শুরু করেছে। ফলে তাইওয়ান এখন সার্বভৌম রক্ষায় ভুগতে শুরু করেছে। তাইওয়ানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করেনি চিন। তারা এখনও তাইওয়ানকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করে চিন মানচিত্রে দেখানো রয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে তাইওয়ান তাদের অংশ। সেখানে একটি স্বয়ং শাসিত সরকার চলছে যা চিনের দ্বারা পরিচালিত। চিন সরকার এখনও এই দেশকে সরাসরি গ্রহণ করেনি বটে। তবে যেদিন সময় হবে সেইদিন তাইওয়ানকে দখল নিতে চিন সরকার কারোর তোয়াক্কা কাছে মাথা নত করবে না। সর্ব শক্তি দিয়ে তাইওয়ান দখল করে নিয়ে চিনের মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। তবে সেটা সময় সাপেক্ষ। এখন তাইওয়ানকে চিনের মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ার সময় আসে নি। আমেরিকা এবং ইউরোপের শক্তিগুলি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। চিন এখন তাকিয়ে রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব করে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক থেকে শুরু করে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে। ইরাক, ইরান, আরব, আফগান, রাশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ. নেপাল শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া থাইল্যাণ্ড সহ বেশ কিছু দেশের সঙ্গে চিন জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এতে ভারতকে সামিল হতে বলেছে। কিন্তু ভারত তাতে সায় দেয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনের আসল মতলবটা পরিস্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

বর্ধমানের ভয়াবহ বন্যার সময় ভয়ঙ্কর দমোদর নদ পেরিয়ে ওপারে যায় এবং ফিরেও আসে শ্রীশচন্দ্র এবং চুনিলাল

শ্রীশ চন্দ্র এর কাজ করার সময়েই ১৯১৩ সালের ৯ আগস্ট তারিখে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত বর্ধমানের ভয়াবহ বন্যার সংবাদ। কাগজে সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ সমিতির কর্ণধারেরা বন্যা ত্রাণে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল। প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন হরিশ্চন্দ্র সিকদার। তিনি দলটি নিয়ে তারকেশ্বরে চলে গেলেন। শ্রীশচন্দ্র এবং চুনীলাল মিত্র ওই দলে যোগ দিয়েছিলেন। কাজে যাবার জন্য অফিস থেকে ছুটি পেতে অসুবিধা হয়নি। আবার সেই কাজে গিয়েও প্রকাশ পাওয়া গেল তাঁর বেপরোয়া দুঃসাহসিক উন্মাদনা। দামোদরের ওপরে কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল বিপন্নদের উদ্ধার করতে। নদীর প্রচণ্ড স্রোতের দিকে না তাকিয়ে কারোর সাহস হয়নি ওপারের নেতাদের খবর নেওয়ার। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র এবং চুনিলাল দামোদর নদীর প্রচণ্ড স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে চলে যায়। সেখান থেকে খবর নিয়ে আবার এপারে ফিরে আসে। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন-''দামোদরের বন্যার সময় হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদের এক নূতন রকম সেবা ধর্মে হাত খড়ি হইল।''

বন্যার কাজ করে ফিরে এসেই শ্রীশচন্দ্র মিত্র আবার কোম্পানির কাজে যোগ দিলেন। কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দুই এক মাসের মধ্যে 'জেটি ক্লিয়ারিং ক্লার্ক'-এর পদে উন্নতি লাভ করলেন। কাজের আন্তরিকতা এবং কর্মপটুতার জন্যে তাঁর ওপরে সাহেবদের নেকনজর গিয়ে পড়ল। ১৯১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্টের আগে পর্যন্ত কম পক্ষে চল্লিশবার কোম্পানির মাল খালাস করেছিলেন বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে। এই কথাটা প্রকাশ পায় কোম্পানির বড় সাহেব মিস্টার প্রিকের মুখ থেকে চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটে সামনে ১০ অক্টোবর ১৯১৪ সালে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে। (এই সাক্ষ্যটি প্রকাশ পেয়েছিল অমৃত বাজার পত্রিকাতে ২১ আগস্ট ১৯১৪ সালের তারিখের সংখ্যায়)।

দৈহিক দিক দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু একদিন কাস্টটমস হাউসের এক সাহেবের সঙ্গে মাল খালাসের ব্যাপারে বচসা শুরু হয়ে যায়। তারই পরিণতিতে সেই সাহেবকে উত্তম মধ্যম কসিয়ে দিয়ে সেদিন গুরুদেব অনুকূল মুখ র্জি এবং বিপিন গাঙ্গুলির কাছে এসে উপস্থিত হয়ে ওই সাহেবকে একেবারে ইহজগত থেকে সরিয়ে দেওয়ার আদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হাবুর এই সিদ্ধান্তে তাঁরা মত দিতে পারেননি। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী বলেছিলেন, শক্তি সংগ্রহ করবার জন্য নানাভাবে শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে হয়, সেটাও রাজনীতি। শিশু বিপ্লবী দল প্রকৃত শক্তি সঞ্চয়ের আগেই যদি বল প্রয়োগ করতে যায়, তা'হলে দুর্দান্ত ইংরেজ শক্তি সব ভেঙে ছারখার করে দেবে, আসল কাজ হবে না। (স্বাধীনতার পুজারি শ্রীশচন্দ্র মিত্র- পৃষ্ঠা ১০)। সাহেবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে যেতে হবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল হাবুকে। ফলে সে আর কথা না বাড়িয়ে নেতাদের নির্দেশ মতো মনটাকে নরম করে কাজ করতে শুরু করে। মাথা গরম করলে সব কাজটা ভুণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর সেটা তাকে বোঝানো হয়। এটা বোঝানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। ফলে সে সাহেবদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। তাঁর ব্যবহারে প্রীত হয়ে গিয়েছিলেন কোম্পানির বড় সাহেব। ২৬ আগস্ট পর্যত প্রিক সাহেবের কোনও সন্দেহ ছিল না হাবুর ওপরে-'' হি এন্টারটেন্ড নো সাসপিশন এগেনস্ট শ্রীশ অন টোয়েন্টি সিক্সথ আগষ্ট।'' (১৯.১১. ১৯১৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা)।

শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে একদিন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সমিতির কয়েকটি বাছা বাছা তরুণকে নিয়ে লালদীঘি (বর্তমানে বিনয় বাদল দীনেশ বাগ) অঞ্চলে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তাদের প্রিয় হাবু টোটাভরা বাক্স নিজের কাঁধে চাপিয়ে বেপরোয়াভাবে তাঁদের দরজায় হাজির হয়েছিলেন। যথা সময়ে ওই বাক্স চন্দননগরে পাঠিয়ে দেওয়া হল ১৯১৪-১৫ সালে বিপ্লব ঘোষণা কালে কাজে লাগাবার জন্য। তবে অধিনায়ক তাঁকে বলেছিলেন - '' পিস্তল ছাড়া শুধু টোটায় কি হবে?'' (স্বাধীনতার পুজারি শ্রীশচন্দ্র মিত্র- পৃষ্টা ১১ এবং ১২)।

১৯১৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত তখন ঘোরালো হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সারবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রেয়া-হাঙ্গেরীর যুদ্ধ ঘোষণা হল ২৮ জুলাই। মশার পিস্তল সেই সময়ে তৈরি হতো একমাত্র জার্মানীতে। যুদ্ধের ভবিষ্যত গুরুত্বের কথা ভেবে ইংরেজতার তখন ওই জাতীয় কিছু অস্ত্র ভারতে আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাঁর ওপর হুকুম হয়েছিল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং ছেচল্লিশ হাজার টোটার এক ফরমাইস পাঠাবার জন্যে বিলেতে। এই কথাটি প্রকাশ পেয়েছিল সাহেব প্রিকের কথা থেকে। সীমান্ত রক্ষার জন্যে ওই অংশ থেকে পঁত্রিশটি পাঠাবার কথা ছিল তিব্বতের কমান্ডার-ইন-চিফ'কে আর বাকিগুলো থাকার কথা কাজের জন্য।

এদিকে এই যুদ্ধের সুযোগে রাসবিহারী, যতীন মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবী মহানায়কেরা ভারতবর্ষে একটা বড় রকমের অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে শুরু করলো। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী এবং অনুকূল মুখার্জি সহ আরও অনেকে সেই দলে ছিলেন। পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার কথাও চিন্তা করা হয়েছিল। ''জার্মানীর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্যের আশা ছিল। ১৪,০০০ রাইফেল, লক্ষ লক্ষ টোটা এসে পৌঁছাবার কথা ক্যানিং সহর থেকে ৬০-৭০ মাইল দূরে সুন্দরবনের কোণে। আবার ২২,০০০ মশার পিস্তলের সঙ্গে আশি লক্ষ (৮ মিলিয়ন) টোটা পাবার আশাও বিপ্লবীদের মনের কোণে একটা ঝলক মেরে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছিল দূরে। যে কারণেই হোক সেই আশা সফল হয়নি। এই সব খবর বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছিল নিকসন সাহেবের ১৯১৭ সালের গুপ্তনথিতে (পৃষ্টা-৮১-৮২)। অপরদিকে বিপ্লবীদের অস্ত্রের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে নীরবে আর একটি ব্যবস্থা চলছিল অনুকূল মুখার্জি, বিপিনবিহারী প্রভৃতি অল্প কয়েকজনের মধ্যে সেটাই এখন তলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়।'' (মলঙ্গার হাবু ও রডা- কোম্পানী অস্ত্র লুঠ, পৃষ্টা-১২)।

ফরমাইস পাঠান মাত্র শ্রীশচন্দ্র (হাবু) অফিস থেকে ফেরবার পথে সন্ধ্যার সময়ে সোজা চলে গেলেন ৩৯ নম্বর মলঙ্গা লেনের দরজায়। খবর পাওয়া মাত্র অনুকূল মুখার্জি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৪-৩ নম্বর মলঙ্গা লেনের বাড়িতে গিরীন্দ্রনাথের কাছে। পরের দিন সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হল হরিশ্চন্দ্র, বিপিনবিহারী, প্রভাসচন্দ্র দে (অধ্যাপক) প্রমুখ তিন চার জনের কানে।

চলন্ত স্কুটিতে চিতার হামলায় প্রাণ গেল ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১৪ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানে চলন্ত স্কুটিতে চিতাবাঘের হামলায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত ব্যাক্তির নাম সফিকুল ইসলাম ৫০)। বাড়ি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার শালবাড়িতে। জানা গিয়েছে সফিকুল ইসলাম মিস্ত্রির কাজ করতেন। সোমবারও তিনি আইভিল চা বাগানে মিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। রতে স্কুটি চালিয়ে আইভিল চাবাগান থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আইভিল চা বাগানের বাংলো লাইনে আচমকাই চলন্ত স্কুটির উপর একটি চিতাবাঘ লাফ দেয়। চিতাবাঘের আক্রমণে সফিকুল স্কুটি থেকে পড়ে যান। এরপর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পরে চিতাবাঘটি। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। তাঁর চিৎকারে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রাই গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, আইভিল চা বাগানে চলন্ত স্কুটির উপর চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যাক্তির। মৃতের পরিবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপুরণ পাবে।

জনসংযোগে জোর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনসংযোগে আরও জোর দিল তৃণমূল। দিদির সুরক্ষা কবচ, দিদির দূত-এর পাশাপাশি এবার 'অঞ্চলে একদিন' কর্মসূচি শুরু হল। মঙ্গলবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'অঞ্চলে একদিন' কর্মসূচিতে শামিল হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী। এদিন সকালে আলিনগর দোলাইচন্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন মৃদুলবাবু। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়, ছিলেন তৃণমূল নেতা হৃষিকেশ দাস, সমরেশ পাল, দেবজিত পাল প্রমুখ। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ গুলি শুনেন পাশাপাশি স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি।

পরীক্ষার্থীর পাশে

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ মার্চ ঃ মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু প্রথম দিনেই বিপাকে পড়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ালেন সিভিক ভলেন্টিয়ার। সিভিক ভলেন্টিয়ার যদি পাশে না দাঁড়াতেন তাহলে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসা সম্ভব হতো না। ঘটনাটি ঘটে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের পারুলডাঙ্গা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সমুদ্রগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অরূপ সিং আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসে এই স্কুলে। কিন্তু আসল অ্যাডমিট না নিয়ে ভুল করে জেরক্স নিয়ে চলে আসে। জেরক্স অ্যাডমিটে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না শুনেই সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নাদনঘাট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার আরিফ খান। নিজের বাইকে চাপিয়ে ছাত্রটিকে বাড়ি থেকে আসল অ্যাডমিট কার্ড আনিয়ে পরীক্ষায় বসে ওই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র চষলেন জেলাশাসক

হাসপাতালের অবহেলায় প্রশ্ন পেতে বিলম্ব এক পরীক্ষার্থীর

তনুজ জৈন, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা পর প্রশ্নপত্র হাতে পেল এক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এনিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ওই পরীক্ষার্থীর পরিবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখ বন্ধ রাখলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আফসার হোসেন সরকার সাফ জানিয়েছেন, আমরা প্রস্তুত ছিলাম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্যই ওই পরীক্ষার্থীর প্রশ্ন পেতে দেরি হয়েছে। পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, ওই পরীক্ষার্থীর নাম সুমি পারভিন। সে চাঁচলের দরিয়াপুর ইমামপুর বরাম্বল হাইস্কুলের ছাত্রী। উচ্চ মাধ্যমিকের আসন হয়েছে কলিগ্রাম হাইস্কুলে। তীব্র প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে দুদিন আগে সুমিকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পরিবারের তরফে জানানো হয়, সুমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রয়োজনে হাসপাতালেই যেন তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লিখিত আবেদন করা হয় পরিবারের তরফে। অভিযোগ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেকথা জেলা শিক্ষা দফতরে জানায়নি। এমনকি সুমি যে পরীক্ষা দেওয়ার জায়গায় রয়েছে, সেটাও কাউকে জানানো হয়নি। এই ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও বক্তব্য না দিতে চাইলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা জেলার আধিকারিক আফসার হোসেন সরকার সাফ জানিয়ে দেন, রোগীর পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝিতে এই ঘটনা ঘটেছে। সকালে আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। পরীক্ষা শুরুর পরও প্রশ্নপত্র পায়নি ওই পরীক্ষার্থী। খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে ছুটে আসি। শেষ পর্যন্ত ওই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্যই মেয়েটির পরীক্ষা দিতে দেরি হয়েছে। এদিকে ওই ঘটনার খবর শুনতে পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় মালদা জেলাপরিষদের সভাধিপতি রফিকুল হোসেন। সভাধিপতির আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। সভাধিপতি বলেন,সময় ব্যয় হওয়ার জন্য বাড়তি সময় দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে পর্ষদের কাছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক যেন হাসপাতালে পরীক্ষা দিতে পারে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়েছে। যদিও এটনা নিয়ে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার সাংবাদিকদের ক্যামেরায় মুখ খুলততে চাননি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমি খাতুনের দাদা বাটুল শেখের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্যই বোনের পরীক্ষায় ডামাডোল হল। এদিকে শহর থেকে গ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর দিনে ছুটে বেড়ালেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। মঙ্গলবার সকাল থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটে সেই জন্য বিভিন্ন এলাকায় তদারকি চালালেন জেলাশাসক। তার সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। শহরের একাধিক স্কুলের যেখানে পরীক্ষার সিট পড়েছে, সেই সব স্কুল প্রাঙ্গনে গিয়েও নানান পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন জেলাশাসক। খতিয়ে দেখেন বিভিন্ন পরিকাঠামো।

বহরমপুরে গঙ্গার পাড় থেকে উদ্ধার হল ৬টি সকেট বোমা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৪ মার্চ ঃ আবার বোমা উদ্ধার হল বহরমপুর থেকে। মঙ্গলবার বহরমপুরের গোরা বাজারে কুমার হোস্টেলের কাছে গঙ্গার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল ৬টি সকেট বোমা। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। সদ্য নওদার ঘটনা এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। তার মধ্যেই কেমন করে গঙ্গার ধারে এই পরিত্যক্ত এলাকায় বোমা এল তা ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। এমনকী ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ৬টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধারে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। মঙ্গলবার দুপুরে বহরমপুর শহরের গোরাবাজার কুমার হোস্টেলের পিছনে গঙ্গার ধারে এই সকেট বোমাগুলি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। আর খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে। সাগরদিঘি উপনির্বাচনের পর থেকেই এই জেলায় বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হতে শুরু করে। নওদায় বোমা মেরে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে খুন করা হয়। এছাড়া এই জেলায় শুটআউট থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ব্যাপক হারে। পুলিশ সক্রিয় থাকায় এখনও বড় কোনও বিপদের মুখে পড়েননি গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ধার হচ্ছে বোমা এবং বোমা তৈরির মশলা। সঙ্গে মিলছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে আগেও উদ্ধার হয়েছে একাধিক বোমা। এবার গঙ্গার জলের পাড়ে পাওয়া গেল ছটি তাজা সকেট বোমা। যা সবাইকে চিন্তায় ফেলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বোমা দেখে মনে হচ্ছে বোমাগুলি দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গার জলের ধারে রাখা ছিল। এখনও পর্যন্ত ৬টি সকেট বোমা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় পর্ব শুরু করে। তবে কে বা কারা বোমা রেখেছিল সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রামবাসী ও চাষিদের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখানে নিত্য যাতায়াত করেন। তাই তাঁরা যদি কোনও তথ্য দিতে পারেন।

শুভেচ্ছায় তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ শুরু হল এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। জলপাইগুড়ির জেলার সদর ব্লক, রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোপা, ধুপগুড়ি সহ বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে দেখা গেল অভিভাবকদের ভিড়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম ও পানীয় জলের বোতল তুলে দিলেন তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মঙ্গলবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ির সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন পানীয় জলের বোতল ও কলম। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে এদিন সকাল থেকে এই চিত্র দেখা গেল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অভিজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য ছাত্র নেতারা কলম ও পানীয় জলের বোতল তুলে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। পরীক্ষা শুরুর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বাড়াতেই শুভেচ্ছা বার্তা দেন তারা। সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ সিনহা বলেন, প্রতি বছরই এই কর্মসূচি পালন করছি আমরা। এদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা। তার এক ঘন্টা আগে থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে পরীক্ষার্থীদের ভিড় দেখা যায়। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে বইয়ের পাতায় চোখ বোলাতে দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধের জন্য এবার সব জায়গাতেই অতিরিক্ত বাস চালানোর ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো। জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় চালানো হচ্ছে বাসগুলো।

চা শ্রমিকদের দাবী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ ন্যূনতম মজুরি, জমির পাট্টা প্রদান ও সমস্ত চা শ্রমিকদের জন্য ৩৫ কেজি চালের দাবি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে গেট মিটিং করলেন শ্রমিকরা। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগান সহ বিভিন্ন বাগানে গেট সভা করতে দেখা যায় শ্রমিকদের। গেট মিটিংয়ের পর বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে। ফোরামের নেতা প্রফুল্ল লাকড়া বলেন, সরকার ও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করতে চাইছেন না। একবছর আগে কোনও আলোচনা ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী একতরফা মজুরি বৃদ্ধি করেন। আগামীদিনে মজুরির কি হবে শ্রমিকদের সামনে একটা প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। এজন্য ন্যূনতম মজুরি, জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন দাবিতে আজকের গেট সভা করা হয়েছে। ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের সিনিয়র জোনাল অফিসার আশিসকুমার সাহা বলেন, জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে দাবিপত্র পেয়েছি। বিষয়গুলো নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। বলেন, বাগানে জল সঙ্কট রয়েছে। তা নিরসনে মালিক কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জেলা পরিষদের কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার পরেও জেলা পরিষদ কোনোরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এখানে জলের প্রকল্প করার জন্য যে এনওসি দরকার তা দিতে প্রস্তুত মালিক কর্তৃপক্ষ।

নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন প্রথম দিনের পরীক্ষা

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৪ মার্চ ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। জেলার পাশাপাশি কান্দির বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে ছিল কড়া নিরাপত্তা। মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা বাংলা। কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তি মহলন্দী জিসিএস হাইস্কুলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সুস্থভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা বাংলা। প্রসঙ্গত এ বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সেই সমস্ত পরীক্ষার্থী কোভিড মহামারীর জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। যার প্রভাব দেখা গেল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। জীবনের বড়ো পরীক্ষা দিতে এসে অনেকেই দেখা গেল অসচেতনতার চিত্র, কেউ দেরি করে পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে কেউবা ২ মাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করছে। কান্দিতে এমই একাধিক চিত্র দেখা গেল। ২ মাসের শিশু কোলে নিয়ে সিজগ্রাম এইচএমটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল রুবিনা খাতুন। অন্যদিকে কান্দির নবপল্লী জেসিএস হাইস্কুলের ছাত্রী সারিদা খাতুন ২ মাসের শিশু সঙ্গে নিয়ে মহলন্দী জিসিএস হাইস্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র আসে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি থাকার কথা কিন্তু অনেকেরই সেই প্রস্তুতি ছিল না। যদিও পরীক্ষার শেষে অনেকেই ভালো পরীক্ষা হয়েছে বলে জানিয়েছে। ২০২৩ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেখা গেল স্কুল ছুটের সংখ্যা। কারণ হিসাবে পড়ার প্রতি অনীহা, কাজের সূত্রে অনেক ছাত্র পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বাইরে চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন শিক্ষকেরা। যদিও ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল পরীক্ষায়। জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুজ্জুহা বিশ্বাস বলেন, একাদশ শ্রেণিতে ৩৯২ জন শিক্ষার্থী থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিকে ১৬৭ মেয়ে নিয়ে মোট পরীক্ষা দিচ্ছে ২৬৪ জন। যদিও ট্যাবের টাকা থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন সুবিধা দিতে ফোন করে অনেককেই বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে কান্দির নবপল্লী জেসিএস হাইস্কুলে একাদশে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৫২ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কান্দি মহকুমার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিল কড়া নিরাপত্তা। কান্দি পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রথম পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পক্ষ থেকে খোলা হয়েছিল হেল্প ডেস্ক।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অধরা থাকায় উঠছে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ দুর্ঘটনার পাঁচ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্ত গাড়ি চালক তথা তৃণমূল নেতা। পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে নিহতের পরিবারে লোকেরা প্রশ্ন তুলেন, অভিযুক্ত গাড়িচালক তৃণমূল নেতা বলেই কি এখনও পুলিশের হাতে অধরা, নাকি পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে ওই নেতাকে গ্রেফতার করছে না। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি নিহতের পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষনপুর গ্রামের বাসিন্দা শাহ আলম গত ৮ মার্চ রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ শ্বশুর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রাম থেকে বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কুশিদাগামী রাজ্য সড়কে খোসালপুর ব্রিজের নিকটে এক মারুতি গাড়ি বেপরোয়া গতিতে ছুটে এসে ওই বাইকটির পেছনে ধাক্কা মারে। বাইক চালক মিলন আক্তার ও বাইক আরোহী শাহ আলম প্রায় ১০ হাত দূরে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা ছুটে এসে আহত দু'জনকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। শাহ আলমের বেগতিক অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। ঘন্টা তিনেক পরে শাহ আলম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত গাড়ি চালক বিক্রম রায় শাসক দলের ছত্রছায়ায় রয়েছে বলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না। পুলিশ শুধু তাদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করছে না। স্থানীয়দের অভিযোগ গাড়িচালক বিক্রম রায় সেদিন মদ্যপান করে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল বলেই এই দুর্ঘটনায় একজনের প্রাণ গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার রাতেই ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ি চালক পলাতক রয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের জানান, নিহত পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত গাড়ি চালককে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ছুটিতে রয়েছেন। তাই একটু দেরি হচ্ছে। অভিযুক্ত কোন মতেই ছাড় পাবেন না।

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তপ্ত বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ মার্চ ঃ ক্লাসে উপস্থিতির হার কম ষাট শতাংশের অনেক কম, তাই ৩০জন পরীক্ষার্থীকে বসতে দেওয়া হলো না মঙ্গলবার বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনে বিএড, এমএডের প্রথম সেমিস্টারে পরীক্ষায়। এর ফলে উত্তপ্ত হলো বিশ্বভারতী। প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনে। অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ায় বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীরা। দৃষ্টিহীন এক ছাত্রকেও ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গতঃ পরীক্ষার দিন ছাত্র-ছাত্রীরা ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেয়। এরপরই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। এরপরেই বিনয় ভবনের ক্লাসে তালা ঝুলিয়ে সমস্ত পরীক্ষা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীর নিরাপত্তা কর্মীরা সেই তালা ভাঙতে গেলে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে চূড়ান্ত ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এর ফলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিনয় ভবন চত্বরে। ভবন চত্বরে বিশ্বভারতীর বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা কর্মী। সেই সময় বিশেষভাবে সক্ষম এক পড়ুয়াকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বিএডের ১০ জন এবং এমএডের ২০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে এই তালিকায়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, আগে তো কোন ভাবেই জানানো হয় নি। প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে জানতে পারি পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। এর পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, অধ্যাপকরাই নিয়মিত ক্লাসে আসতেন না। হোয়াটস্যাপে উপস্থিতি নিত। এতে আমাদের কি করার আছে। সবমিলিয়ে এদিন পরীক্ষা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, ৬০ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে ক্লাসে। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করছে, তাঁদের উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম।

প্রাণঘাতী হামলা সরকারি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ মার্চ ঃ অবৈধ উপায়ে বালি ও মাটি পাচার রুখতে গিয়ে বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানার আলিনগরে বালি ও মাটি পাচারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ফালাকাটার রাজস্ব আধিকারিক জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে একদল ভূমি দপ্তরের কর্মচারীরা। গ্রামের মেঠো রাস্তায় ঢুকতেই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি হয় বালি মাফিয়াদের একটি ট্র্যাক্টর। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই ট্র্যাক্টরটি সরকারি আধিকারিক বোঝাই গাড়িটিকে দুমড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় গাড়ির কাঁচ। কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচেন আধিকারিকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জটেশ্বর পুলিশ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় রীতিমতো সন্ত্রস্ত সরকারি আধিকারিকরা। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ। আহত দুই পক্ষের কমপক্ষে ছয় জন। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের ঝলঝলিয়া ডিআরএম বিল্ডিং চত্বর এলাকায়। জানা গেছে এই ঘটনায় উত্তর মালদার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অসীম সরকার এবং বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এই বিষয়ে যুব মোর্চার সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটির অভিযোগ, তারা ডিআরএম বিল্ডিংয়ে কথা বলতে যাওয়ার সময় আচমকাই স্থানীয় কাউন্সিলরের তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী তাদের উপর হামলা করে। ঘটনায় আহত তারা দু'জন। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর গৌতম দাসের অভিযোগ, গ্রাম থেকে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এসে তারা তাদের উপর হামলা করেছে। এই ঘটনায় তাদের চার কর্মী আহত।

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৪ অফ ২০২৩, তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.ঃ ১, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] টেন্ডার মূল্যঃ ৭৫,৯১,৩৫৫.৯৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৫১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ২, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] টেন্ডার মূল্যঃ ৬৪,৫৯,২৮৩.২৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,২৯,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় দুপুর ৩টে এবং খোলা ১০-০৪-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৪-২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টে পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক্স), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No. Plant/125/2023, Pant/126/2023, Pant/ 127/2023, Pant/128/2023, Pant/129/2023 Dated 15/03/2023. Last Date of Submission of Bid 22/03/2023 upto 11 AM. For more information please visit : https://www.wbtenders.gov.in

"বিজ্ঞপ্তি"
সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত
পো ঃ সিরকাবাদ, আড়ষা, পুরুলিয়া (প.ব.)
সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের **TAX COLLECTOR** পদের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭.০৩.২০২৩ বিকাল ৫টা। বিশদে জানতে সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কার্য্য দিবসে যোগাযোগ করুন।
প্রধান
সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE PRADHAN MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: MANKIARY, PO: THAKURSIMA, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NIT-07/2022-2023 dt. 15/03/1023
NIT Memo No.: MGP/NIT-08/2022-2023 dt. 15/03/2023
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Upa-Pradhan-in- Charge, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/ Sale: from **15/03/2023 10am to 21/03/2023 4pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 15/03/2023 10am to 21/03/2023 5:30 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **24/03/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 2116/EO, Singur, Dated:- 14.03.2023,** for Construction of 1 No. "Community Toilet with running water arrangement" within Singur Panchayat Samity" Hooghly. Last date for the online Bid submission is **21/03/2023 up to 06:00 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2023_ZPHD_492335_1).**
Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

ABRIDGED TENDER NOTICE
NIT. NO.-157 Memo No.- 166 Dated 13/03/2023 the B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders for one no supply installation & Commissioning of LED mini Mast Light at Kalir Bazar, Four no Construction of Guard Wall at haldia panchayat samity At different location under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of BEUP . Details may be accessed and dully responded through http://www.wbtenders.gov.in from 13th March,2023 (Monday) at 17.00 Hours. to 20th March,2023(Monday) 12.00 Hours.
Sd.
B.D.O & Executive Officer,
Haldia Panchayat Samiti

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-1002/WS/SD, Dated-10/03/2023
E-Tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. 2nd Call **WBMAD/C/HCM/WS/NIT2/3e/23 and Tender ID No-2023_MAD_492320_1 to 3** for Supply of pipes, strainer & etc. for sinking of deep tube well at different places under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is **03/04/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- CHAIRMAN
HOOGHLY CHINSURAH MUNICIPALITY

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
166/ GPW/ WBFDC/ 2022-23	Creation of avenue plantation along Ambedkar setu to Bantala additional work under Kolkata Municipal Corporation (KMC) during the year 2022-23	15.03.2023 (10.00 AM)	22.03.2023 (05.00 PM)
167/ GPW/ WBFDC/ 2022-23	Three Years Maintenance of avenue plantation along Ambedkar setu to Bantala additional work under Kolkata Municipal Corporation(KMC)	15.03.2023 (10.00 AM)	22.03.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Office of The Jamalpur-I Gram Panchayat
Jamalpur::Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:-
NIT-169/JAM-1/15th FC & SBM/2022-23, Date:- 14-03-2023
Electronic Tender are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 5(Five) nos. similar nature of works. Work completion period: 2 Months. Documents download stat date from **14/03/2023 at 5.00 PM up to 24/03/2023 at 5.00 PM.** Bid Submission date from **14/03/2023 at 4.00 PM up to 24/03/2023 at 5.00 PM.** Bid Opening Date: **27/03/2023 at 11.00 A.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Jamalpur-I Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Chanditala-II Panchayat Samiti
Chanditala, Hooghly
E-Tender (2nd Call) are invited by the Executive Officer Chanditala-II, Chanditala , Hooghly from reputed and resourceful contractors for 5 Nos. of work. **NIT no-502, dt. 14.03.2023, E-Tender Id- (1) 2023_ZPHD_492678_1, (2) 2023_ZPHD_492689_1, (3) 2023_ZPHD_492694_1, (4) 2023_ZPHD_492696_1 & (5) 2023_ZPHD_492700_1.** Tender Amount Rs. (1) 3035526.00, (2) 1902686.00, (3) 1658799.00 (4) 1039207.00 and (5) 4236268.00 respectively. Publish Date-**15.03.2023 at 10.00 AM;** Last Date of Online Submission of technical & Financial BID **up to 22.03.2023 at 10.00 AM,** Date of Open- **24.03.2023 , 11.00 AM.** Completion Time-30 days. Fund – Rastashree. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

হাওড়া পৌর নিগম
বিল্ডিং বিভাগ (ও প্রকল্প)
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন : ০৩৩ ২৬৩৮-৩৯১১/১২/১৩, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৬৪১ ৩৬৮০
ওয়েবসাইট- www.myhmc.in, ইমেইল- bldg.hmc@gmail.com
নং.- ২৮৬১/এ.ই. / বিল্ডিং / ২২-২৩ তারিখ ১৩.০৩.২০২৩
আবেদনপত্র
প্রাঙ্গণ নং-১৮/১/২, কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, ওয়ার্ড -৩৪, থানা-চ্যাটার্জিহাট, হাওড়া-৭১১১০৪।
[illegible]
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
বিল্ডিং বিভাগ (উত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং)
হাওড়া পৌর নিগম
৩৬২(১)/২২-২৩ ১৪.০৩.২০২৩

ANCHURI GRAM PANCHAYAT
BADULARA*WEST SANABANDH*BANKURA
NOTICE INVITING e-Tender
e Tenders are invited from Contractors for **(1) NIT No-20/2022-23, Sl No 1 & 2, Memo No- 320/AGP, Dated 13/03/2023 (2) NIT No-21/2022-23, Sl No 1, Memo No- 321/AGP, Dated 13/03/2023, (3) NIT No-22/2022-23, Sl No 1, Memo No- 322/AGP, Dated 13/03/2023. For NIT 20/2022-23 to 22/2022-23,** Last Date of Submission of Technical and Financial Bid is **20/03/2023, up to 2:00 PM,** Date of opening Technical bid is on **22/03/2023 at 2:00 PM. (4) NIT No-23/2022-23 Sl No 1, Memo No-323/AGP, dated 13/03/2023,** Last date of Submission of Technical and Financial Bid is **21/03/2023 up to 2:00 PM.** Date of opening Technical bid is on **23/03/2023 at 2.00 PM.** For details visit Anchuri GP, Documents can be downloaded from the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Anchuri Gram Panchayat

উত্তর মধ্য রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং.-প্রয়াগরাজ-সিগ-০৩৭-২০২২-২৩
ই-টেন্ডার নোটিস
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগনাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/কোঅর্ডিনেশন / উত্তর মধ্য রেলওয়ে / প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লেখিত কাজগুলির জন্য উল্লেখ্য যে ই-টেন্ডার খোলার দিন বেলা ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নরূপ :-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য কাজের	বায়না মূল্য
১	০৩৭	এস ও টি কাজ ২লেন আরওবি নির্মানের সঙ্গে সংযুক্ত পরিবর্তে এলসি নং ৫টি কেএম ৮৩৮/৭-৯ বিএমইউ-এমআরই মধ্যে এবং কেএম ৮৪১/৩১-৮৪৭/১০০১ এলসি নং ৫টি নিকট মানুরি-সাইদ সারওয়ান মধ্যবর্তী প্রয়াগরাজ-সিওকাবি সেকশনে প্রয়াগরাজ ডিভিশনে।	৭৩৩০৬৯৫.৫৫	১৪৬৬০০/-

টেন্ডার নথির মূল্য : ০.০০
সম্পাদনের মেয়াদ : ১২ মাস
টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.০৪.২০২৩
২. টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে : টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে- **www.ireps.gov.in** [illegible]
374/23(K)
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway CPRONCR

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০ টি শহরের ৩৯ টিই ভারতের

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশগুলির তালিকায় ভারত রয়েছে অষ্টম স্থানে। গত বছরের তুলনায় দূষণের মাত্রা কমলেও এখনও তা হু-র বেঁধে দেওয়া মাত্রা থেকে ১০ গুণেরও বেশি। কেবল তাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০টি শহরের মধ্যে ৩৯ টিই ভারতের। তালিকায় উপরের সারিতেই রয়েছে কলকাতা। সুইস সংস্থা আইকিউএয়ার এই তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতের পিএম ২.৫ মাত্রা ৫৩.৩ মাইক্রোগ্রামস ঘন মিটার। ভারত রয়েছে অষ্টম স্থানে। তালিকার শীর্ষে আফ্রিকার চাদ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রয়েছে যথাক্রমে ৩ ও ৫ নম্বরে। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর পাকিস্তানের লাহোর ও চিনের হোটান। এরপর তিন নম্বরেই রাজস্থানের ভিওয়াড়ি। চারে দিল্লি। সবচেয়ে দূষিত ১০ শহরের ৬ টিই ভারতের। প্রথম ২০ টির মধ্যে ১৪ টি ভারতের। প্রথম ৫০ টি শহরে ৩৯ টিই ভারতীয় শহর। দেশের সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে রয়েছে ৬ টি মেট্রো শহর। অবশ্যই সেই তালিকার শীর্ষে দিল্লি। এরপরই কলকাতা। তবে বঙ্গের রাজধানী শহরের অবস্থান ৯৯ (যেখানে দিল্লির ৪)। কলকাতার দূষণের মাত্রা দিল্লির তুলনায় অনেক কম হলেও সেটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দিল্লির পিএম ২.৫ মাত্রা যেখানে ৯২.৬, সেখানে কলকাতার ৫০.২ পিএম ২.৫ মাত্রা।

একই ইঁদুর ছানার দুই বাবা! অসাধ্য সাধন করেছেন, দাবি বিজ্ঞানীদের

একটি শিশুর দু'জন বাবা! এমনটা কি হতে পারে। বিজ্ঞান কি বলছে জানেন, বিজ্ঞান বলছে পারে। তবে সেজন্য এখনও পেরোতে হবে লম্বা পথ। কিন্তু বিষয়টা অসম্ভব নয়। পথ দেখাচ্ছে ইঁদুররা। জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা দাবি করেছেন, গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। একটি শীর্ষস্থানীয় জার্নালে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি। লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে পঠিত হয়েছে সেটি। তাঁদের দাবি, পুরুষের দু'টি এক্স-ওয়াই ক্রোমোজোম মিশিয়ে তাকে স্ত্রী ইঁদুরের এক্স-এক্স ক্রোমোজোমে যুক্ত করা হয়েছে।

দেখা গিয়েছে, এরপর ওয়াই ক্রোমোজোমগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছে এক্স ক্রোমোজোম। এর ফলে এক্স ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেট তৈরি হচ্ছে। আর এই পরীক্ষাতেই এসেছে সাফল্য। জন্ম নিয়েছে সাতটি ইঁদুর ছানা। যা মানুষের ক্ষেত্রেও করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবি, খুব বেশিদিন নয়। ঠিকমতো গবেষণার সুযোগ পেলে বছর দশেকের মধ্যেই মানুষের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটানো সম্ভব। অর্থাৎ একটি ভ্রূণের ভিতরে দুই পুরুষের ক্রোমোজোম থাকতে পারে। সারোগেসির সাহায্যে অনায়াসেই সেই সন্তানের জন্ম দেওয়া যেতে পারে। সত্যিই বিজ্ঞানীদের দাবি মিলে গেলে অচিরেই সমকামী পুরুষরা একই সন্তানের জৈব পিতা হতে পারবেন।

নোয়াপাড়া-বারাসত মেট্রো রুটে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হয়ে উঠবে যশোর রোড স্টেশন

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ ইয়েলো লাইনের যশোর রোড স্টেশন অর্থাৎ নোয়াপাড়া- বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প এই করিডোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হতে চলেছে। এই প্রকল্পের নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর অংশে পুরোদমে কাজ চলছে এবং প্রথম পর্যায়ে মেট্রো চারটি স্টেশন সহ ৬.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশে চলবে। যশোর রোড স্টেশনই হবে একমাত্র স্টেশন যা এই স্ট্রেচের উপরিভাগে নির্মিত হচ্ছে।

নোয়াপাড়া এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনগুলি ভায়াডাক্টের উপর নির্মিত হয়েছে এবং বিমানবন্দর স্টেশনটি একটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন হবে। নোয়াপাড়া হবে ব্লু লাইন এবং ইয়ো লাইনের সংযোগকারী স্টেশন। অনুমান করা হয় যে ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪৬,০০০ জন যাত্রী প্রতিদিন যশোর রোড স্টেশন ব্যবহার করবেন। নাগেরবাজার, কৈখালী মোড় এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অফ ইন্ডিয়ার কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা এই স্টেশনটি ব্যবহার করে শহরের যে কোনও অংশে যেতে খুব সুবিধাজনক মনে করবে। নবনির্মিত যশোর রোড স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই স্টেশনে ৪ টি এসকেলেটর, ২টি লিফট থাকবে। এগুলি ছাড়াও প্ল্যাটফর্মগুলিকে সাবওয়ে সাথে সংযুক্ত করার জন্য ৪টি সিঁড়িও থাকবে। এই সাবওয়ে ইউপি এবং ডিএন প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রীদের সহজে চলাচলের সুবিধা দেবে। যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে এই স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক AFC-PC গেট বসানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতিও বসানো হবে। যশোর রোড স্টেশনে যাত্রীদের সহজে প্রবেশবিচ্যুতি নিশ্চিত করতে দুটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, মহিলাদের জন্য শৌচাগার, ভদ্রমহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থাকবে।

ছাঁটাই হচ্ছেন ফেসবুক- ইনস্টাগ্রামের আরও কর্মী

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান মেটা নিজেদের আরও কয়েক হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ে পরিকল্পনা করছে। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, এ সপ্তাহেই চাকরি হারাবেন হাজার হাজার কর্মী। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ। গত নভেম্বরেই ১১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেন মেটার সিইও মার্ক জুকারবার্গ। ওই ঘটনার চার মাস পেরুতেই আবারও বিশ্বের সবচেযে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটিতে চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। নভেম্বরে ১১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ে পর মেটা জানিয়েছিল, নিজেদের আরও শক্ত অবস্থানে নিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েযে তারা। ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছিল, মেটা তাদের পরিধি কমানোয় কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাদের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব এবং যেসব দল 'অপ্রয়োজনীয়' সেসব দলকে ছেঁটে ফেলার পরিকল্পনা করছে। যদিও এই বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। নাম গোপন রাখার শর্তে মেটার এক কর্মকর্তা

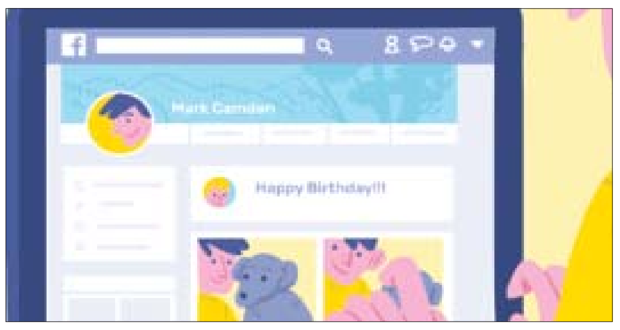

জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যারা চাকরি হারাতে যাচ্ছেন তাদের বিষয়টি 'পরিধি কমানোর' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এ ছাঁটাইটি পুরোপুরি আর্থিক বিষয়ক। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমে গেছে মেটার। এরপরই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালক ও সহসভাপতিদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলে আসছে। যে তালিকা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে। নতুন ছাঁটাইয়ে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছেন, কয়েকদিন পর পিতৃত্বাকালীন ছুটিতে যাবেন সিইও মার্ক জুকারবার্গ। আর তিনি ছুটিতে যাওয়ার আগেই ছাঁটাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। মানে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত ঘোষণা আসবে। নভেম্বরে যখন মেটা কর্মী ছাঁটাইয়ে ঘোষণা দেয়, তখন বিষয়টি সবার কাছে বিস্ময়ে মতো ছিল। তবে এরপর আরেক দফায় যে কর্মী ছাঁটাই করা হবে, সে বিষয়টি বেশিরভাগ মানুষের কাছে প্রত্যাশিতই ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক মেটার মেনলো পার্কের কর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা কাজ করছে। ছাঁটাই আতঙ্কে বর্তমানে তাদের মনোবল তলানিতে রয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, যদি আগামী কযেদিনের মধ্যেই ছাঁটাই করা হয় তাহলে হযত মার্চ মাসে বোনাস দেওযার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সেই বোনাসও তারা পাবেন না।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে মালদা বিভাগ সম্প্রতি রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা অ্যালার্ম চেইন পুলিং, চলমান ট্রেনে পাথর ছোঁড়া, রেললাইনের অননুমোদিত অনুপ্রবেশ এবং রেলওয়ে হেল্পলাইন ১৩৯ ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করেছে।

সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার বন্ধ হওয়ার জের ! বিশ্বব্যাপী ব্যাংক শেয়ারে ধস

ওয়াশিংটন, ১৪ মার্চ ঃ মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার বন্ধ হয়ে গেছে। এ ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গ্রাহকদের আশ্বাস দিলেও বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলোর শেয়ারে দরপতন হয়েছে। সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার ব্যাংকের ধসের পরও মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিরাপদ- এই আশ্বাস দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি জানান, ব্যাংকে গচ্ছিত গ্রাহকদের অর্থ পুরোপুরি নিরাপদ। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের পরও বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলোর শেয়ারে দরপতন হয়েছ। বিনিয়োগকারীদের মনে ভয় ঢুকেছে অন্যান্য ব্যাংকগুলোও হয়ত বর্তমান সংকটে ধাক্কা খাবে। আর এ শঙ্কায় ব্যাংকের শেয়ারে দরপতন হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার দিনের শুরুতে স্পেনের সানতানদার এবং জার্মানির কমার্জব্যাংকের শেয়ার একটা সময় ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। ইউরোপের ব্যাংকগুলোর চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ব্যাংকগুলোর ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি ছিল। যদিও সোমবার মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে এ সংকট সহজেই মোকাবিলা সম্ভব। দেশে কোনো তারল্য সংকট নেই। এমন পরিস্থিতিতে শোনা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত করবে। উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মার্কিন ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা অব্যাহতভাবে সুদ হার বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পতন হওয়ার পর প্রায় সব গ্রাহকের অর্থ আটকে যায়। যেহেতু এ ব্যাংকটির সঙ্গে স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন বেশি ছিল, ফলে ব্যাংকে টালমাটাল পরিস্থিতি ও অর্থ আটকে যাওয়ার পর ওই কোম্পানিগুলোর কর্মীদের বেতন আটকে যায়। এর আগে বাইডেন বলেন, এফডিআইসি যদি ব্যাংক নিয়ে নেয়, যারা ব্যাংক পরিচালনা করে, তারা আর করবে না। ব্যাংকে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ নন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, তারা জেনেশুনে ঝুঁকি নেন। যখন তা শোধ হয় না, তখন বিনিয়োগকারীরা অর্থ হারান। পুঁজিবাদ এভাবেই কাজ করে।

১৫ মার্চ থেকে বিদেশীদের সমস্ত ক্যাটাগরির ভিসা দেওয়া হবে ঃ চিন

বেজিং, ১৪ মার্চ ঃ তিন বছরের নিষেধাজ্ঞার পর আগামী ১৫ মার্চ থেকে বিদেশীদের সমস্ত ক্যাটাগরির ভিসা দেওয়া হবে বলে চিন মঙ্গলবার জানিয়েছে। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ চিনের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর ২০২০-র মার্চ মাস থেকে চিন সমস্ত ভিসা বাতিল করেছিল। চিন ইতিমধ্যেই, গত ৮ জানুয়ারি ঘরোয়া ভ্রমণকারীদের জন্য কোয়ারেন্টাইন নিয়মগুলি তুলে নিয়েছে। প্রায় তিন বছরের নিষেধাজ্ঞার পরে নিজস্ব সীমানা পুনরায় খোলার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে চিন। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে দেশবাসীর নজিরবিহীন প্রতিবাদের কারণে ইতিমধ্যেই শূন্য-কোভিড নীতি থেকে সরে এসেছে চিন। এবার চিন জানিয়ে দিল, ১৫ মার্চ থেকে বিদেশীদের সমস্ত ক্যাটাগরির ভিসা দেওয়া হবে।

গ্রেফতার লস্কর জঙ্গিদের মদতদাতা

শ্রীনগর, ১৪ মার্চ ঃ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের এক মদতদাতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ দাবি করেছে, তাঁরা সোপোরে শহর থেকে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের এক মদতদাতাকে গ্রেফতার করেছেন। জঙ্গিদের ওই মদতদাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন পুলিশ কর্তারা। উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের এক মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০২৬ সালের মধ্যেই 'অখন্ড হিন্দু রাষ্ট্র' হবে ভারত, বিস্ফোরক দাবি বিজেপি বিধায়কের

মহারাষ্ট্র, ১৪ মার্চ ঃ বরখাস্ত হওয়া ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা এবং বিধায়ক টি. রাজা সিং বলেছেন যে ভারতকে ২০২৬ সালের মধ্যে 'অখন্ড হিন্দু রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার রাহাতায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দ্বারা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সিং বলেন, আহমেদনগর এবং হায়দ্রাবাদ (তেলেঙ্গানার রাজধানী) শহরগুলির নামগুলো বদলে যথাক্রমে অহল্যাবাইনগর এবং ভাগ্যনগর করা হবে। তিনি বলেন, 'হিন্দুরা দেশটিকে 'অখন্ড হিন্দু রাষ্ট্র' করার দাবি করছে। যদি ৫০টির বেশি ইসলামিক দেশ এবং ১৫০ টিরও বেশি খ্রিস্টান দেশ থাকতে পারে তবে কেন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা যাবে না যেখানে হিন্দুরা তার ১০০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ?' 'যাই হয়ে যাক, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে ভারতকে 'অখন্ড হিন্দু রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষণা করা হবে। আমি এটি বলছি না, এটি সমস্ত সাধু-সন্তদের গর্জন এবং এটি তাদের ভবিষ্যতদ্বাণী', বলেছেন সিং। তিনি হায়দ্রাবাদের গোশামহল আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন। জনতার উল্লাসের মধ্যেই এই কথা বলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন যে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করা দিয়ে শুরু হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ঔরঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে 'ছত্রপতি সম্ভাজিনগর' এবং ওসমানাবাদ শহরের 'ধারাশিব' নামকরণের অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, 'কিছু লোক ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ শহরের নাম পরিবর্তনে ব্যথিত। আমি এই লোকদের বলতে চাই এটি কেবল শুরু কারণ আহমেদনগরের নাম পরিবর্তনও ঘটবে। এর নাম পরিবর্তন করে অহিল্যাবাইনগর রাখা হবে এবং আহমেদনগর নামটি মুছে ফেলা হবে'। তিনি বলেন, হায়দ্রাবাদের নামও ভাগ্যনগর হিসাবে পরিবর্তন করা হবে। AIMIM সাংসদ ইমতিয়াজ জলিলের একটি ঔরঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করছেন। তাঁর দাবিকে খণ্ডন করে সিং বলেছেন কিছু লোক বলে যে তারা ঔরঙ্গাবাদে জন্মেছিল এবং তাদের মৃত্যুও ঔরঙ্গাবাদেই হবে। তিনি আরও বলেন, 'আমি তাদের বলতে চাই যে আপনি ঔরঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করলেও, আপনাকে সম্ভাজিনগরে মরতে হবে। হিন্দু রাষ্ট্রে আপনি মারা যাবেন। যাইহোক না কেন, হিন্দুরা জেগে উঠেছে তাই (নতুন) নাম পরিবর্তন করা হবে না'।

অসমে এক লক্ষ বেকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত, বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ

গুয়াহাটি, ১৪ মার্চ ঃ অসমে এক লক্ষ বেকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের ব্যবস্থা করবে সরকার। আজ রাজ্য বিধানসভায় তৃতীয় দিনের বাজেট অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। অসম সরকারের ঘোষিত এক লক্ষ বেকার যুবক- যুবতীর চাকরি সম্পর্কিত রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের এক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, ২০২২ সালের ২৫ মে থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ৩৮,৯৮৭ টি পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিয়মিত পদের সংখ্যা ৩৫,১৮০ এবং চুক্তিভিত্তিক পদ ৩,৮০৭ টি। তবে যে সব বিভাগে চাকরি দেওয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে। তিনি জানান, এছাড়া ২০২১ সালের মে থেকে অসম সরকার বিভিন্ন বিভাগে ২৬,০০০ টি পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করেছে। বাকি পদগুলির নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব শীঘ্র সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। বিভাগ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত পদের স্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক পদের তথ্য তালিকাও বিভিন্ন বিভাগ থেকে দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ১ লক্ষ বেকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত চলছে বলে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অখিল গগৈয়ের প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ আরও জানান, আগামী ১০ মে থেকে ২০ মে-র মধ্যে আরও ৪০ হাজার নিযুক্তি প্রদান করা হবে। বাকিগুলিও শীঘ্র দিয়ে দেবে সরকার। মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করা হবেই। সঙ্গে তিনি বলেন, করোনার কবলে পড়ায় প্রায় ছয় মাস জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল সরকার, তাই খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। অখিল গগৈ যখন সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করছিলেন, তখন বিষয়টির ওপর শাসক দলের বিধায়করাও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এর মধ্যে সিপিআই(এম) বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার চর্চায় অংশগ্রহণ করে নিযুক্তির ক্ষেত্রের সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি বলে অভিযোগ করেন।

সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলা ঃ শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের ৬টি ঠিকানায় অভিযান এনআইএ-এর

শ্রীনগর, ১৪ মার্চ ঃ সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলাই শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের ৬ টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার সকাল থেকে শ্রীনগর, কুলগাম, পুলওয়ামা, অনন্তনাগ ও শোপিয়ানে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে এনআইএ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও অভিযান চলছে। পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের নির্দেশে বিভিন্ন ছদ্ম নামে পরিচালিত বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাডার, ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার ও তাদের সহযোগী দ্বারা পরিচালিত জঙ্গি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সন্দেহভাজনরা জম্মু ও কাশ্মীরে সাইবার-স্পেস ব্যবহার করে সংখ্যালঘু, নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করত। সেই মামলায় এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের ৬ টি ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ।

বিমানসেবিকার আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে

বেঙ্গালুরু, ১৪ মার্চ ঃ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পড়ে মৃত্যু হয় বিমানসেবিকার। নিহতের নাম অর্চনা ধীমান। অর্চনা ধীমান মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একাধিক রহস্য দানা বেঁধেছে। অর্চনার মৃত্যুর পর তাঁর বয়ফ্রেন্ড আদেশকে গ্রেফতার করেছেন বেঙ্গালুরু পুলিস। অর্চনাকে হত্যা করা হয়েছে, আদেশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন নিহতের মা, তাঁর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অর্চনার প্রেমিক আদেশকে গ্রেফতার করেছেন বেঙ্গালুরু পুলিস। অভিযুক্ত যুবক জানায় যে, ঘটনার রাতে সে এবং তাঁর প্রেমিকা দুজনেই রাতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল এবং পরে রাতের খাবার খাওয়ায় পর, তারা মদ্য পান করেছিলেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন অর্চনা, হঠাৎ বারান্দার রেলিং থেকে পিছলে পড়ে যান। এরপরে তাঁকে দ্রুত কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্চনা ও আদেশের মধ্যে প্রায়ই সময়েই ঝগড়া হতো এবং সেই বিষয়ে মৃতা বাবা-মা অবগত ছিলেন। অর্চনা দুবাই ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনে বিমান সেবিকার কাজ করেতেন। সম্প্রতি নিজের প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করবেন বলেই দুবাই থেকে বেঙ্গালুরুতে এসেছিলেন অর্চনা। মনে করা হয়েছে, দুজনের মধ্যে রাতে মধ্যে ঝগড়া হয়, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চারতলা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে বেঙ্গালুরুর একটি আবাসনের চারতলা থেকে পড়ে যান অর্চনা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দু'জনের পরিচয় হয় ডেটিং অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে এবং তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সম্প্রতি ৩মাস ধরে নিহত অর্চনা তাঁর প্রেমিক আদেশকে তাঁকে বিয়ে জন্য চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু অভিযুক্ত কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি, বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যান। দুবাই থেকে বেঙ্গালুরুতে অর্চনা এসেছিলন, তাদের বিয়ে বিষয়ে কথা বলতে। নিহত তাঁর পরিবারকে ও জানিয়েছিলেন এই বিষয়ে। বেঙ্গালুরুতে আসার পর ফের সে এবং তাঁর প্রেমিক আদেশ বিয়ে নিয়ে ঝামেলা জড়ান শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর প্রেমিক বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত আদেশ তার প্রেমিকা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং তাঁকে হত্যা করে। অভিযুক্ত আদেশ নিহতের বাবাকে সেই রাতেই ফোন করে জানায় যে তাঁর মেয়ে মদ্যপ অবস্থায় ব্যালকনি থেকে পড়ে গেছে এবং পুলিসকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানান অভিযুক্ত আদেশ।

Name Change

I, MD SABAHAT HOSSEN SK resident of Vill-Rajakgohalia, PO- Dosatina, PS-Bishnupur, Diamond Harbour-743503 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name MOHAMMED SABIR HOSSAIN SEIKH instead of MD SABIR HOSSEN SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. MOHAMMED SABIR HOSSAIN SEIKH and MD SABIR HOSSEN SK both are same and one identical person.

Name Change

I, NAZIN UDDIN alias MD NIJAMUDDIN (old name) S/o LATE ABDUL GANI RANGREJ resident of 2 NO, BANKRA, KABAR PARA PURBA, PO-BANKRA, PS-DOMJUR HOWRAH-711403 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD NIJAMUDDIN RANGREJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. NAZIN UDDIN, MD NIJAMUDDIN and MOHAMMAD NIJAMUDDIN RANGREJ both are same and one identical person.

Name Change

I, MUSTAQUE ALAM (old name) S/o MUKHTAR ALAM resident of 37, TOPSIA ROAD, KOLKATA- 700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MUSTAK ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. MUSTAQUE ALAM and MUSTAK ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, DILRUBA KHATOON (old name) W/o MD EZZAZUDDIN MOLLA resident of S-75, S.A. FAROOQUI ROAD, PO-BARTAL, PS- METIABURUZ, PIN-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) DILRUBA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. DILRUBA KHATOON and DILRUBA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

YASMIN BEGAM KHAN (old name) W/O AFZAL KHAN Resident of Vill-Rajarampur, PO- Shibram Nagar, Haldia, East Medinipur-721635 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) YASMEEN KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. YASMIN BEGAM KHAN and YASMEEN KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, MUSTAKIM SHAIK (old name) S/o SHAIK MALEK resident of Vill-Barbarya, PO-Chanserpur, PS-Tamluk, East Medinipur, Pin- 721653 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MUSTAKIN SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. MUSTAKIM SHAIK and MUSTAKIN SK both are same and one identical person.

Name Change

LUTFAN NISSA (old name) W/o SEIKH YOUSUF resident of Y-120, Kanthal Beria Road, PO-Bartala, PS-Nadial, Kolkata-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LUTFUNNESSA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. LUTFAN NISSA and LUTFUNNESSA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, MOFUR ALI MOLLA (old name) S/o LATE DAULAT ALI MOLLA resident of 3No. Sekh Para, Nilambarpur, PO-Makhana, PS-Falta, S 24 Pgs-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAFUR ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. MOFUR ALI MOLLA and MAFUR ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, S GHOSH (old name) S/o UDAY SHANKAR GHOSH resident of FLAT-202 SREEJANI, 92 BOSE PUKUR ROAD, KOLKATA- 700042 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANDEEP GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/03/2023. S GHOSH and SANDEEP GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I PRASANTA GHOSH @ PRASANTA KR GHOSH, S/O LATE PRAFULLA GHOSH, R/O 156/83, NORTHAN PARK, DUNLOP, P.O.- ISI, P.S. - BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS PRASANTA KUMAR GHOSH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2023.

Name Change

I, ANIKUL SK is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- NAJRUL ISLAM. Residing at Vill - Gudhia, Post- Gudhia, Ps- Gudhia, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Shall henceforth be known as ANIKUL ISLAM. That my name ANIKUL ISLAM and ANIKUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NAJRUL SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o-SUBAD ALI MONDAL. Residing at Vill - Gudhia, Post- Gudhia, Ps- Gudhia, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Shall henceforth be known as NAJRUL ISLAM. That my name NAJRUL ISLAM and NAJRUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SANOYAR BISWAS is wrongly recorded in my Passport No- K1227158. S/o- ABDUR RASID BISWAS. Residing at Vill - Ruhia Chandpur, Post- Daulatabad, Ps-Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Shall henceforth be known as MD SANOWAR BISWAS. That my name MD SANOWAR BISWAS and SANOYAR BISWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, APLEAN REJUN SK is wrongly recorded in my Passport No- L8610800. S/o-DELOWAR SEIKH. Residing at Vill - Surkhali, Post- Sankarpur, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as REJOYAN SK. That my name REJOYAN SK and APLEAN REJUN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BEDAR SEIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- T3365506. S/o-NIYAMTULLA SK. Residing at Vill - Bagmara, Post- Tikiapara, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as BEDARUDDIN SK. That my name BEDARUDDIN SK and BEDAR SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I RAJIBUL MONDAL S/O MAHAMMAD RAHIM MONDAL R/O VILL- BAGANPARA, PO-BANPUR, NADIA-741503 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIBUL ISLAM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2023

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ১৪ মার্চ ঃ চাষযোগ্য জমি দখল করে মিলন মেলা করার অভিযোগ উঠলো নানুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খানের বিরুদ্ধে। এদিন হাতে দলিলের কাগজপত্র নিয়ে পুরুষ-মহিলারা বাসাপাড়ায় বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, জমিতে জল ঢুকিয়ে ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার নানুর ব্লকের বাসাপাড়ায় জমিদাতা আরোবা বিবি, শেখ নুরজাহান, শেখ সাদ্দাম হোসেনদের অভিযোগ, বাসাপাড়া মিলনমেলা মাঠের নাম করে কেরিম খান জোরপূর্বক তাঁদের জমি দখল করেছে। এরই প্রতিবাদে এদিন বাসাপাড়া এলাকায় হাতে জমির দলিল নিয়ে বিক্ষোভে নামেন জমির মালিকরা। অভিযোগ, নানুর ব্লকের বাসাপাড়া গ্রামে সরকারি ও দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিঘের পর বিঘে জমি দখল করেছেন খোদ বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ আবদুল কেরিম খান। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন জমিদাতারা। তাঁদের অভিযোগ, মিলন মেলা মাঠের নাম করে পূর্ত-পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ দলের দাপট দেখিয়ে একের পর এক জমি হাতিয়েছেন। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। উল্লেখ্য, নানুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দশ দিনের মেলা হয়। এই মিলন মেলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব। যে ট্রাস্টের নামে এই মিলন মেলা সেটাকে কেন্দ্র করে কেরিম খান বনাম কাজল সেখের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাদের দাবি, কেরিম খান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাষের জমিতে মিলন মেলা করতে চাইছেন। তার বাড়িতে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে গেলে কেরিম খান তাদের তাড়িয়ে দেয়। কেরিম খান বলেন, বারো তেরো বিঘা পতিত জমি বাসাপাড়ার কাছে। এখানে বাজারের জল জমা হয়। এক ফসলি এই জমিতে বর্ষায় সামান্য ফসল হতো। বাসাপাড়া মিলন মেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামে বছর দু'য়েক আগে এই জমি ক্রয় করা হয় ন্যাহ্য মূল্যে। কাজল সেখ কোর কমিটির সদস্য হওয়ার পর দলকে বিভিন্নভাবে বিপাকে ফেলতে চাইছে। তার উস্কানিতে এসব হচ্ছে। যারা বিক্ষোভ দেখায় তারা অন্য অঞ্চলের। বালি মাফিয়াদের বালি কাটা নিয়ে কিছু মানুষ প্রতিবাদ করে। সেটা ঢাকতে এসব করা হচ্ছে। এব্যাপারে কাজল সেখের প্রতিক্রিয়া জানতে তাকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, আমি তার বক্তব্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শুনেছি। তিনি আমার নামে কিছু বলেন নি। আমি বলতে পারি, কেউ কারো নামে অভিযোগ করতেই পারে। তবে বলবো সঠিক জায়গাই অভিযোগ করুন। দল ও প্রশাসন নিজ নিজ জায়গাই ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, গরু পাচার কাণ্ডে দিল্লিতে ইডির হেফাজতে রয়েছেন বীরভূমের বাহুবলী নেতা অনুব্রত মণ্ডল। কেরিম খান অনুব্রতর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত, তা নানুরের মাটিতে কান পাতলেই শোনা যায়। এবার এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধেই প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ উঠল। কেরিমের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়াবে বলে মনে করেছে রাজনৈতিক মহল।

অ্যানিমেটেড ফর্মে শিক্ষা প্রদানের স্কুল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ মার্চঃ শিশুরা এখন বই এর থেকেও মোবাইলে বেশী আসক্ত। এই নিয়ে প্রতিটি বাড়িতেই কমবেশী অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় কচিকাঁচাদের বিরুদ্ধে। শিশুদের এই মোবাইল ঘাঁটার প্রবণতাকেই কাজে লাগিয়ে আস্ত একটি হাইটেক নার্সারী স্কুল গড়ে উঠলো শহরের আলিসা বাস স্ট্যান্ডের সম্মুখে। সোমবার সন্ধ্যায় 'অর্কিডস' এর উদ্বোধন হয় মহাসমারোহে। হাইটেক স্কুলটি দেখতে এবং সেখানে পড়ানোর পদ্ধতি সহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত হতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা। অর্কিডস প্লে স্কুলটির কর্ণধার তথা শিক্ষাবিদ বিজয় কুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, জেলায় এই প্রথম কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হল যেখানে অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যানিমেটেড ফর্মে পড়ানো হবে। এটি একটি প্রিমিয়াম পর্যায়ের নার্সারি স্কুল। কলকাতার পর এই প্রথম বর্ধমানে অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যানিমেটেড স্ক্রীনের মাধ্যেমে বাচ্চাদের নালন্দা একাডেমি কোর্স শেখানো হবে, যা স্কুলের পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যেমে অভিভাবকদের মোবাইলে থাকবে। শিশুরা কোনদিন অনুপস্থিত থাকলেও ওই অ্যাপের মাধ্যমে সে ওই দিনের পড়া বাড়িতে থেকেও রিভাইজ করতে পারবে। বর্তমানে নার্সারি থেকে ক্লাসটু পর্যন্ত থাকলেও ভবিষ্যতে ক্লাস ফোর পর্যন্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। বিজয়বাবু আরও জানান, তার সেন্ট পলস অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। বর্তমান সময় অভিভাবকেরা হাইওয়ের ধারে স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন, তাই ছোট্ট ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শহরের আলিসা বাসস্ট্যান্ডের মত একটি প্রিমিয়াম জায়গায় এই প্লে স্কুলটি তৈরী করা হয়েছে। এখানে শিশুদের নিরাপত্তার জন্য আছে ৩২টির বেশী সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীরও। শিশুদের উন্নত মানের পড়াশোনা শেখানোর জন্য রয়েছে প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাগন। দ্বিতল বিশিষ্ট এই প্লে স্কুলে রয়েছে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে প্লে রুম, কম্পিটার রুম, অডিটোরিয়াম, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্রময় খেলার সামগ্রী ও ঝকঝকে ক্লাসরুম। যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়ির সুবন্দোবস্ত করা আছে।

পুরসভা নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলনে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ মার্চ ঃ ভোট কবে? পুরসভার অন্দর থেকে চায়ের দোকান এমনকি শহরের অলিগলিতে এখন এটাই চর্চার বিষয়। তবে সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারছে না। এদিকে নির্বাচিত পুরবোর্ড না হওয়ায় ব্যাহত নাগরিক পরিষেবা বলে অভিযোগ উঠেছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে। আর তাই দ্রুত পুরভোটের দাবীতে সরব হল বিজেপির যুব মোর্চা। ইতিমধ্যে পুরভোটের দাবীতে আন্দোলনে নামছে বিজেপির যুব মোর্চা। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালের ৫ মে দুর্গাপুর পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে দুর্গাপুর পুরসভায় প্রসাশক বসনো হয়েছে। ৫ সদস্যের নিয়ে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার স্থাপন হয়েছে। যার চেয়ারম্যান প্রাক্তন মেয়র অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, এছাড়াও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর লাহা, ধর্মেন্দ্র যাদব ও রাখী তিওয়ারিকে বোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভাইস চেয়ারপারসন অফ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার থাকছেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরই দুর্গাপুর পরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষন তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে পুরভোট নিয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। আবার বিপরিতে বিরোধীরা সঠিক সময়ে ও সুষ্ঠভাবে পুরভোট করানোর দাবীতে সরব হয়েছে। ইতিমধ্যে মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ৬ সেপ্টেম্বর পুরসভার নির্বাচনের পরে বোর্ড গঠন করা হয়েছিলো। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী পুরসভার দখল নেয় দ্বিতীয় বারে। তার আগের পৌরসভার বোর্ড তৃণমূলের দখলে ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে শহরটি জনবহুল হয়ে ওঠে। দুর্গাপুর নোটিফাইড এরিয়া ছিল। পরবর্তী কালে পৌর কর্পোরেশনে পরিবর্তন করলে ১৯৯৭ সালে পুরসভার বোর্ড গঠন করে সিপিএম। প্রথম মেয়র হন রথীন রায়। তার পর থেকে তিনবারই বোর্ড গঠন করে সিপিএম। এবং তিনবারই রথীন রায় মেয়র ছিলেন। এদিকে পুজোর আগে নির্বাচন না করে প্রসাশক নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বিরোধী দলগুলি। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, দুর্গাপুরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অগণতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে দুর্গাপুরের মানুষ সঠিক জবাব দেবেন। তৃণণূল কংগ্রেস দুর্গাপুরবাসীকে আসলে ভয় পাচ্ছে। এদিকে পুরসভা নির্বাচনের দাবীতে সরব হয়েছে বিজেপির যুব মোর্চা। আগামী এপ্রিল মাসের ৫ এপ্রিল পুরসভা নির্বাচনের দাবীতে গণ অবস্থানের ডাক দিয়েছে বিজেপির যুব মোর্চা। আন্দোলনের দেওয়াল লিখনও শুরু হয়েছে। বিজেপির যুব মোর্চার আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বৈরাচারী শাসন ব্যাবস্থা চলছে রাজ্যে। প্রশাসক নিয়োগে দুর্গাপুর শহরের নাগরিক পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সাধারন মানুষ পরিষেবা নিতে গিয়ে বিপাকে পড়ছে। ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। তাই শীঘ্রই নির্বাচন করে স্থায়ী বোর্ড গঠন করার দাবী জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, যেভাবে রাজ্যের দুর্নীতি বেরিয়ে পড়ছে। ইডি, সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা জেলে যাচ্ছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূল। এরকম পরিস্থিতি সময়ে ভোট করতে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। তাই সাধারন মানুষের স্বার্থে শীঘ্রই ভোট করানোর দাবীতে আন্দোলন শুরু করছি। দুর্গাপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। হয়তো পরীক্ষার পর নির্বাচন হবে। বিরোধীদের পায়ের নীচে মাটি নেই। রাজ্যের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে।

শুভেন্দুকে প্রকাশ্য তোপ চন্দ্রিমা-সায়ন্তিকার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ মার্চ ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে 'অমাবস্যার চাঁদ' বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচি উপলক্ষে এক প্রকাশ্য সভায় চন্দ্রিমার সঙ্গে শুভেন্দুবাবুকে তোপ দাগেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা। এদিন কর্মসূচির পর সাংবাদিক সম্মেলন করে চন্দ্রিমা বলেন, উনি সব জানেন। কার ফোনে কী তথ্য রয়েছে তার সবটাই জানেন শুভেন্দু। শহিদ পরিবার নাকি শুভেন্দুর সঙ্গে আছে। এ সব নাটক করে কোনও লাভ নেই। এত বছর ধরে শহিদ দিবস হয়েছে, কিন্তু এ বার নাটক করে শহিদ পরিবারের সদস্যদের পা ধোয়াচ্ছেন। দেখতে হবে তাঁদের জোর করে ভয় দেখিয়ে, না কি পা ধরে টানতে টানতে ধোয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছেন। উনি নাটক করতে ভালোবাসেন। আমরা বিধানসভাতেও দেখি উনি ওয়াকআউট করেন, হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যান। তালি বাজান। এ সব নাটক আমরা প্রায়ই দেখি। বরাবরই 'শহিদ দিবস' হিসাবে পালন করে আসছেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বিজেপিতে যাওয়ার পর নন্দীগ্রামে একই দিনে পৃথক কর্মসূচি পালন করে তৃণমূলও। ওই ব্রিজের কাছে একটি শহিদ বেদি রয়েছে। শুভেন্দুবাবুর তৈরি শহিদ বেদি রয়েছে গোকুলনগরে। মঙ্গলবার সকালে সেখানে কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'একেবারে গ্যারেজ' করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দুবাবু। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় তৃণমূলের অন্য নেতাদেরও। ওই সভার পর সেখান থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে এক কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে এ দিন চন্দ্রিমা বলেন, এখানে এক জন ছিলেন। সেই ছেলেটির নাম যেন কি? শুভ ইন্দু (চাঁদ) নয়, উনি আসলে অমাবস্যার চাঁদ। ওঁর নামে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এক জন ভুঁইফোড় বিজেপি নেতা। যাঁদের হাত শহিদদের রক্তে রাঙা, তাঁদের হাত ধরেই গোকুলনগরে শহিদ দিবস করতে গিয়েছেন। দলনেত্রী মমতা এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে 'গ্যারেজ' করার মন্তব্য নিয়েও শুভেন্দুকে তোপ দাগেন চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, উনি আবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, ১৪ মার্চ ২০২৪ এর আগে পিসি-ভাইপোকে গ্যারেজ করে দেবেন। উনি কি জ্যোতিষী নাকি রে বাবু? গ্যারেজ করে দেবে, না কি নিজেই গ্যারেজ হবে! ওঁকেই গ্যারেজ করে দিতে হবে, এটাই ওঁর কপালে লেখা রয়েছে। এত অহঙ্কার ভাল নয়, এই অহঙ্কার বাংলার মানুষ চূর্ণ করে দেবে। নন্দীগ্রামের মানুষ চূর্ণ করে দেবে। গোকুলনগরে 'শহিদ দিবস' পালনের পর শহিদ পরিবারের সদস্যদের পা জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে। তা নিয়ে শুভেন্দুবাবুকে কটাক্ষ করেন চন্দ্রিমা। অন্য দিকে, শুভেন্দুকে মিরজাফর বলে আক্রমণ করেন সায়ন্তিকা। তিনি বলেন, অনেক মিরজাফরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। তৃণমূল এখন দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা বন্ধ করে দিয়েছে। মুসলিম পরিবারে কেউ জন্মালে যেমন তার নাম মিরজাফর রাখা হয় না, তেমনই হিন্দু পরিবারে পুত্রসন্তান জন্মালে শুভেন্দু রাখা হয় না। নন্দীগ্রামের মানুষ জানেন উনি লোডশেডিং বিধায়ক। এত পাপ করেছেন, সেই পাপ ধোয়া যাবে না।

নির্মীয়মান বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ মার্চ ঃ গোয়ালপোখর থানার ফকির ধারা এলাকায় একটি অসমাপ্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার হল অজস্র আগ্নেয়াস্ত্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাটির তলা খুঁড়ে সেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো উদ্ধার করে বলে জানান ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশপ সরকার। মঙ্গলবার তার দপ্তরেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তাদের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরেন। মোট পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে। সেই সঙ্গে কার্তুজ ও ম্যাগজিন। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এছাড়াও পাটাগোড়া থেকে আরও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার যেটি ইসলামপুর থানার অন্তর্গত। পঞ্চায়েত ভোটের আগে একাধিক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চাওয়া হলো তিনি বলেন, তারা এই বিষয়ে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন। যদি কারো কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে থাকে তারা যেমন তা উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের গ্রেফতারও করা হচ্ছে। পাশাপাশি ইসলামপুর পুলিশ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গাতে ধারাবাহিক ভাবে চলছে নাকা চেকিং। তবে একেক দিন একেক জায়গায় তা করা হচ্ছে। অস্ত্র উদ্ধারে তৎপর জেলা পুলিশ।

বন দফতরের গাড়িতে পরীক্ষা কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ এই গ্রামে কোনও যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করে না। নেই টোটো, রিক্সাও। যাতায়াতের ভরসা একমাত্র বাইক কিংবা সাইকেল। ডায়নার জঙ্গলের ভেতর অবস্থিত খেরকাটা গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এল বন দপ্তর। মঙ্গলবার বন দপ্তরের গাড়িতে উচ্চ মাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হল। বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জার অশেষ পাল জানান, এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। জঙ্গল চেরা রাস্তায় বনকর্মীদেরও মোতায়েন করা হচ্ছে বুনো জন্তুদের আনাগোনার ওপর নজরদারি চালাতে। খেরকাটা গ্রামটি ডুয়ার্সের অন্যতম একটি প্রত্যন্ত এলাকা। জঙ্গলের মাঝের ওই গ্রামের শেষ প্রান্তে ডায়না নদী। নাগরাকাটা থেকে সেখানে যাতায়াতের রাস্তা একটিই। সেটাও বনপথ। হাতি, বাইসনের মতো জন্তুদের চলাচল এই রাস্তায় প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এদিন সেখানে বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের গাড়িতে ৮জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে সুলকাপাড়া ও নাগরাকাটার পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত করানো হয়। অন্যদিকে ব্যবস্থা করে দেওয়া গাড়িতে দুপুরে পরীক্ষা দিতে যায় একাদশ শ্রেণির আরও ১৩ জন। অন্যদিকে আরেকটি জঙ্গল ঘেরা এলাকা বামনডাঙ্গা চা বাগানের রাস্তায় পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা মোতায়েন ছিলেন। নাগরাকাটার পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরের ওই বাগান থেকে পরীক্ষার্থীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা ছিল। এদিন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জঙ্গল ও চা বাগান এলাকার প্রায় সাড়ে চারশো ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিন জলপাইগুড়ির বৈকন্ঠপুরের জঙ্গল সংলগ্ন বেলাকোবা রেঞ্জের মহারাজ ঘাট এলাকার হাতির হামলায় মৃত্যু হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। তার পর থেকেই জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তায় বাড়তি ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি এদিন বানারঘাট ব্লকের খুট্টিমারি সহ বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায় এবং ধুপগুড়ি পুলিশ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পুলিশের গাড়িতে করেও পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ মার্চ ঃ পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে অবশেষে হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দিলো দুই ছাত্রী। মেজিয়া ও বড়জোড়ার ওই দুই ছাত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের প্রথম ভাষার পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হল বাঁকুড়া জেলায়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন সমিতির সূত্রে জানা গেছে কোথাও কোনো গন্ডগোলের খবর নেই। তবে এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেকের মধ্যে দু'জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আধ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হলে দুজন ছাত্রীর জন্য হাসপাতালেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুই ছাত্রীর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়ে বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি তাদের পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হন।, মেজিয়া থানার জপমালী দেশবন্ধু হাইস্কুলের ছাত্রী সুস্মিতা বাউরি ও বড়জোড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রুমা লাই পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রুমার সেন্টার ছিল বড়জোড়া থানার ঘুটগোড়িয়া হাইস্কুল ও রুমার সেন্টার ছিল বড়জোড়া হাইস্কুল। বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, খবর পেলাম ঘুটগোড়িয়া হাইস্কুলে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাই। ফের কিছুক্ষণ পর বড়জোড়া হাইস্কুল থেকেও একই খবর আসে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাসপাতালেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারা ভালোভাবেই পরীক্ষা দিয়েছে বলে জানা গেছে। হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সুস্মিতার প্রচন্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়। গা গোলাতে থাকে। অন্যদিকে রুমা লাই পরীক্ষা দিতে দিতে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা যোগাযোগ করেন বিধায়ক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারপরই তাদের হাসপাতালে এনে চিকিৎসা ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে হাজির হয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানালেন বাকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা। মঙ্গলবার সকালে তিনি বাঁকুড়া জিলা স্কুল, মিশন স্কুল, বঙ্গবিদ্যালয় সহ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হন। নিলাদ্রী বাবু বলেন আমার পুত্র-কন্যাসম পরীক্ষার্থীরা জীবনের একটা বড় পরীক্ষায় অবতীর্ণ। তাদের মনোবল বাড়াতে এই প্রচেষ্টা।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় ৪ ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪মার্চ ঃ বাইকে করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হল চার পরীক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জোৎশ্রীরাম এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত চার পরীক্ষার্থীর নাম হেমন্ত ঘোষ, সায়ন ঘোষ, অরূপ মিদ্যা ও অমরেশ ঘোষ। জামালপুরে জোৎশ্রীরাম হাইস্কুলের এই চার ছাত্রের বাড়ি রায়না ২ ব্লকের আদমপুর এলাকায়। পৃথক দুটি বাইকে করে ছাত্ররা এদিন পরীক্ষাকেন্দ্র জামালপুরের বেরুগ্রামের হাইস্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। পথে জোৎশ্রীরাম সমবায় সমিতির সামনে আলুবোঝাই একটি ট্র্যাক্টরকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছাত্ররা বাইকসহ রাস্তায় ছিটকে পড়ে। স্থানীয় মানুষ তাদের উদ্ধার করে পরীক্ষা কেন্দ্র বেরুগ্রামের হাইস্কুলে পৌঁছে দেয়। পরীক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেই দ্রুত তাদের জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান জামালপুরের বিধায়ক অলক মাঝি সহ অন্যান্যরা। বিএমওএইচ ঋত্বিক ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিএমওএইচ ঋত্বিক ঘোষ জানিয়েছেন, চোট লাগলেও ছাত্রদের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবুও তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এদিন জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে পুলিশ যাতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে সদর্থক ভূমিকা নেয় সেই দাবি এদিন জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

পুলিশের সাহায্যে পরীক্ষায় দুই ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই ঘটলো বিপত্তি। কিন্তু শেষে পুলিশের সহায়তায় পরীক্ষা দিতে পারল দুই পরীক্ষার্থী। যদি না এদিন পুলিশ থাকতো তবে কী যে হতো তা ভেবেই হাত পা কাঁপছিল দুই ছাত্রীর। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শিলিগুড়িতে দুই পরীক্ষার্থী এদিন ভুল করে অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর যখন তাঁরা জানলো যে ভুল পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে এসেছে তখন ঘড়িতে ১০টা বেজে গিয়েছে। জানা গিয়েছে এদিন হিন্দি স্কুলের দুই ছাত্রী শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলে পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা বুঝতে পারে যে ওই স্কুল তাঁদের পরীক্ষাকেন্দ্র নয়। বাবুপাড়ায় জোৎস্নাময়ী স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র। এরপর চিন্তায় পড়ে যায় দুই ছাত্রী। এদিকে স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তায় ছিল পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার এসআই গোপাল মণ্ডল তিনি ডিউটিতে ছিলেন। ঘটনা জানার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের গাড়িতে ওঠান। এরপর গাড়িতে হুটার বাজিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে জোৎস্নাময়ী স্কুলে পৌঁছে দেন দুই ছাত্রীকে। শেষ পর্যন্ত সামান্য দেরী হলেও পরীক্ষায় বসতে পেরেছে ওই দুই ছাত্রী।

Office of The Para Gram Panchayet
Under Para Development Block
PO:Para, PS:Para, Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.
3rd Call of 06/2022-23/15 th FC dated-13/03/2023
2nd Call of 10/2022-23/PBG IBRD dated-13/03/2023
& 2nd Call of 11/2022-23/PBG SFC dated-13/03/2023

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. (i) Date of Sale of tender documents: **13/03/2023 to 21/03/2023.** (ii) Last date of submission of e-tender with documents: on or before **21/03/2023 up to 6.00 pm.** Date of opening of technical bid: **on 23/03/2023.** For further details please contact with the office of the Para Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Para Gram Panchayet

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites tender online item rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/ASPH/PB/SS-11/2022-23
Name of work : **Replacement of picks (cutting tools) for departmental cold milling machines (W-100 & W-50) at Asphaltum Deptt. Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.03.2023 at 01.30 p.m.** Bid opening and date for Technical proposal: **27.03.2023 at 01:30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from: **17.03.2023 from 05:00 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer, Water Supply, (West), KMC invites e-Tender for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/West/W68/T03/R2/2022-23
Name of work : **Development of F.W. supply by providing 150 mm dia D.I. pipe for Kankulia Bustee from 21/1G to 22/4 Fern Rd; 37A Kankulia Rd to 31A Moni Mukherjee Rd & B/38/H/8 Kankulia Rd to Mitra Bahini Club in ward no-68.** Estimated Amount: **Rs. 4,42,834.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/West/W68/T01/R3/2022-23
Name of work : **Development of F.W. supply near 7A, 7B Fern Road and it's surrounding area by laying of 100 mm. dia. new D.I. pipe in ward no-68.** Estimated Amount: **Rs. 2,33,777.00.** Earnest Money: **Rs. 4,700.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **23.03.2023 at 01.00 p.m. / 25.03.2023 at 01:30 p.m.** (for sl.no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/WS/West/W68/T02/R3/2022-23
Name of work : **Installation of over head water storage tank along with G.I. & CPVC pipe works at 2, Ballygunge Place East Bustee, 31, Ballygunge Place etc & others ancillary works in ward no-068.** Estimated Amount: **Rs. 1,32,888.00.** Earnest Money: **Rs. 2,700.00.** Period of Completion: **30 Days.**
4. NIT No. : KMC/WS/West/W68/T04/R1/22-23
Name of work : **Construction of M.S cover on brick masonry chamber for the protection of valve on existing 900mm. dia. filtered water dedicated main with necessary supporting, members near 276/1, R.B Avenue in ward no-68.** Estimated Amount: **Rs. 2,81,965.00.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **35 Days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **27.03.2023 at 01.00 p.m. / 29.03.2023 at 01:30 p.m.** (for sl.no. 3 & 4). The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 4).

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works:
1. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/326
Name of work : **Dewatering, lighting arrangement opposite KOPT gate no. -9 at CGR Road with other allied works during diversion work of 1600mm dia GRP raw water main.** Estimated Amount: **Rs. 2,50,680.00.** Earnest Money: **Rs. 5,014.00.** Period of Completion: **07 Days.**
2. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/360
Name of work : **Manufacture, supply, delivery with fitting-fixing of MS tail pieces, flanges with 450 mm dia sluice valve for installation on 450 mm dia interconnection line behind raw water intake valve chamber of WTP PH-II of GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,63,370.00.** Earnest Money: **Rs. 5,267.00.** Period of Completion: **05 Days.**
3. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/150
Name of work : **Manufacture and supply of M.S fabricated guard railing with related works for GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 1,40,385.00.** Earnest Money: **Rs. 2,808.00.** Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/128
Name of work : **Repairing and restoration of damaged, leaky 150 mm & 100 mm dia filter water pipeline opposite Budge Budge Pumping Station inside Clear Water Campus of GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 1,81,434.00.** Earnest Money: **Rs. 3,629.00.** Period of Completion: **10 Days.**
5. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/203
Name of work : **Supplying, fitting, fixing of 350 mm dia S.V with construction of chamber for interconnection of existing 600 mm dia sludge line to 700 mm dia M.S pipeline at sludge pond area of GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,51,434.00.** Earnest Money: **Rs. 5,029.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **25.03.2023 at 02.00 p.m. / 27.03.2023 at 02:00 p.m.** (for sl.no. 1 to 5). The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

1163/22-23

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED
CIN: L74110RJ2013PLC066946
Registered Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area (extension); Jaipur - 302006, Rajasthan, India
Corporate Office: Unit 708, 7th Floor, ECO Centre, Block- EM-4, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West Bengal.
Tel: 033-46025842, E-Mail id: cs@mehai.co.in,
Website: www.mehaitech.co.in

NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE MEMBERS OF MEHAI TECHNOLOGY LIMITED REGARDING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

1. NOTICE is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting ("**EGM**") of Mehai Technology Limited ("**the Company**") will be held through Video Conferencing / Other Audio-visual Means ("**VC facility**") on Friday, April 07, 2023 at 12.00 P.M. (IST), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**LODR Regulations**"), read with the General Circulars / Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") and SEBI (collectively referred to as "**applicable circulars**"), to transact the business as set out in the Notice calling the EGM. Members will be able to attend the EGM through V/C facility or view the live webcast of the EGM at www.mehaitech.co.in and https://www.evoting.nsdl.com/. Members participating through the VC facility shall be deemed to be present at the EGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum.
2. In compliance, with the relevant circulars, the Notice convening the EGM and other documents required to be attached thereto, have been sent on Tuesday, 14th March 2023 to all the Members of the Company whose email addresses me registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Company at www.mehaitech.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e., www.evoting.nsdl.com.
3. <u>Instructions for remote e-voting and e-voting during EGM:</u>
   a. The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the EGM by electronic means ("**e-voting**"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e., www.evoting.nsdl.com.
   b. Further, the facility for voting through e-voting will also be available at the EGM and the members attending the EGM through VC facility who have not cast their vote(s) by remote e-voting are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned in the 'Notes' forming part of the Notice convening the EGM.
   c. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
   d. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.
   e. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.
   f. Information and instructions including details of user-id and password relating to voting have been sent to the members through email. Members who do not receive email whose email addresses are not registered with the Company/RTA, may generate login credentials by following the instructions given in the 'Notes' forming part of the Notice convening the EGM.
   g. The remote e-voting facility will be available during the following period:
      Commencement of remote e-voting : 09.00 A.M. (IST) on Tuesday, April 04, 2023
      End of remote e-voting : 05.00 P.M. (IST) on Thursday, April 06, 2023
   h. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., Friday, March 31, 2023 may cast their vote electronically.
4. **Manner of registering / updating email id with the Company/ Depositories:**
   In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to www.mehaitech.co.in

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/ or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Mehai Technology Limited
Sd/-
Mr. Md Naim
Company secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: March 14, 2023

হোটেল কর্মী থেকে বাস ড্রাইভার পর্যন্ত!

বিরাটকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি কেউ

আমেদাবাদ, ১৪ মার্চঃ মনের কথা মনে চেপে রাখার অভ্যেস তাঁর কোনওদিনই নেই। সুযোগ পেলেই ভেতরে জমে থাকা কথাগুলো উজাড় করে দেন। সামনে ক্যামেরা থাকলেও সঙ্কোচবোধ করেন না। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জয়ের পর বিসিসিআই টিভির হয়ে বিরাটের সাক্ষাৎকার নিলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। কথোপকথনে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এল সেঞ্চুরি প্রসঙ্গ। ৩ বছর ৩ মাস ১৮ দিন সময়টা কম নয়। বিরাট কোহলি তাঁর পছন্দের ফরম্যাটেই এতদিন ধরে সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের থেকে টিমগেমের উপর বেশি ফোকাস সেঞ্চুরি। ২০১৯ সালের পর, ১২০৫ দিন, ২৪টি টেস্ট ও ৪২টি ইনিংসের অপেক্ষার পর এসেছে সেঞ্চুরি। সচিন তেন্ডুলকরের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার দিকে আরও ধাপে ধাপে এগোচ্ছেন। যদিও বিরাট বলেছেন, তিনি মাইলস্টোনের জন্য খেলেন না। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশ্ন ছিল, আপনি এমন একজন ক্রিকেটার যাঁর কাছে ১০০ রান করাটা জলভাত। করোনার জন্য বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়নি। আপনি কেপটাউনে ৭০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। তখন সেঞ্চুরি নিয়ে মাথার মধ্যে কী ঘুরছিল? উত্তরে বিরাট বলেন, ‘‘আমার লক্ষ্য

থাকে বিরাটের। তাই সেঞ্চুরি হল কী হল না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন না। কিন্তু চাইলেই তো হয় না। বিরাট বলেছেন, উঠতে বসতে তাঁকে সেঞ্চুরি নিয়ে ‘খোঁটা’ শুনতে হয়েছে। কেউ ছাড়েননি। হোটেলের কর্মী থেকে বাস ড্রাইভার, লিফটে দেখা হয়ে যাওয়া অচেনা ছেলেটিও তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, কবে সেঞ্চুরির দেখা পাব? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে ১৮৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি তাঁর ৭৫তম শতরান এবং ২৮তম টেস্ট যতক্ষণ বেশি সম্ভব ব্যাটিং এবং দলের জন্য রান তোলা। এই লক্ষ্যে এগোনোর পথে শতরান এসেছে। আমি মাইলস্টোনের দিকে ফোকাস করি না। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি বলছি যে হোটেল থেকে বাইরে বেরলেই দেখেছি বাস ড্রাইভার থেকে লিফটের ছেলেটি সবাই সেঞ্চুরি নিয়ে কথা বলছে।’’ বিরাট জানান, টেস্টে শতরান হচ্ছে না বলে কোনওদিন মাথা ঘামাননি। বরং ৪০ রানটাকে কেন বড় রানে রূপান্তরিত করতে পারছেন না এই ভাবনা তাঁকে ঘিরে ধরত।

বাদ বিশাল, প্রীতমরা

জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন এটিকে মোহনবাগানের মাত্র ২ ফুটবলার

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চঃ আইএসএলের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন বিশাল কায়েথ। টাইব্রেকারে হায়দরাবাদের পেনাল্টি আটকে এটিকে মোহনবাগানকে ফাইনালে তুলেছেন তিনি। টাইব্রেকারের শেষ পেনাল্টিতে বাগানের হয়ে জয়সূচক গোল করেছেন অধিনায়ক প্রীতম কোটাল। অথচ তাঁরা সুযোগ পেলেন না জাতীয় দলে। ইগর স্টিমাচ যে দল ঘোষণা করেছেন তাতে এটিকে মোহনবাগানের মাত্র দুই ফুটবলার সুযোগ পেয়েছেন। ২২ মার্চ থেকে ইম্ফলে শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় ভারত ছাড়া রয়েছে মায়ানমার ও কিরগিজ রিপাবলিক। তার আগে ১৫ মার্চ থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি শিবির। সেই শিবিরের আগে ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন স্টিমাচ। ২৩ জনের মধ্যে ১৪ জন বুধবার শিবিরে যোগ দেবেন। বেঙ্গালুরু এফসি ও এটিকে

মোহনবাগানের হয়ে খেলা বাকি ন’জন ফুটবলার শিবিরে যোগ দেবেন ১৯ মার্চ। আইএসএলের ফাইনালের পরের দিন জাতীয় দলে যোগ দেবেন তাঁরা। ২৩ ফুটবলারের মধ্যে এটিকে মোহনবাগানের গ্লেন মার্টিন্স ও মনবীর সিংহ রয়েছেন। আইএসএলে ভাল খেলেও বিশালরা মূল দলে সুযোগ পাননি। গত মরসুমে সবুজ-মেরুনের হয়ে ভাল খেলা লিস্টন কোলাসোরও জায়গা হয়নি ২৩ জনের দলে। অথচ আইএসএলের অপর ফাইনালিস্ট বেঙ্গালুরুর সাত ফুটবলার মূল দলে সুযোগ পেয়েছেন। ২৩ ফুটবলারের পাশাপাশি রিজার্ভে আরও ১১ ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেছেন স্টিমাচ। সেই দলে অবশ্য এটিকে মোহনবাগানের পাঁচ ফুটবলার রয়েছেন। বিশাল, প্রীতম ও লিস্টন ছাড়া শুভাশিস বসু ও আশিস রাই সেই দলে রয়েছেন।

ভারতীয় দল। গোলরক্ষক-গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, পূর্বা লাচেংপা, অমরেন্দ্র সিংহ। **ডিফেন্ডার**-সন্দেশ জিঙ্ঘান, রোশন সিংহ, আনোয়ার আলি, আকাশ মিশ্র, চিংলেনসানা, রাহুল ভেকে, মেহতাব সিংহ, গ্লেন মার্টিন্স। **মিডফিল্ডার**- সুরেশ ওয়াংজাম, রোহিত কুমার, অনিরুদ্ধ থাপা, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, ইয়াসির মহম্মদ, ঋত্বিক দাস, জিকসন সিংহ, লালিনজুয়ালা ছাংতে, বিপীন সিংহ। **ফরোয়ার্ড**-মনবীর সিংহ, সুনীল ছেত্রী, শিবশক্তি নারায়ণন।

রিজার্ভ তালিকা। গোলরক্ষক-বিশাল কায়েথ, প্রভসুখন গিল। **ডিফেন্ডার**-শুভাশিস বসু, প্রীতম কোটাল, আশিস রাই, নরেন্দ্র গহলৌত। **মিডফিল্ডার**-লিস্টন কোলাসো, নিখিল পুজারি, সাহাল আব্দুল সামাদ, নাওরেম মহেশ সিংহ। **ফরোয়ার্ড**-ঈশান পণ্ডিতা।

জার্মানিকে হাফডজন গোলে উড়িয়ে শীর্ষে ভারত

রৌরকেল্লা, ১৪ মার্চঃ হকি প্রো লিগে দুরন্ত পারফরমেন্স বজায় রাখল ভারতীয় দল। তিন বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে ৬-৩ গোলে উড়িয়ে দিলেন হরমনপ্রীতরা। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক ভারতীয় হকি দলের। একই সঙ্গে প্রো লিগে জয়ের হ্যাটট্রিকও করল ভারত। গত বছর টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ই বদলে দেয় হকি দলের চেহারা। প্রো লিগে জার্মানিকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষেও হরমনপ্রীতরা। ম্যাচে ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন অভিষেক আর সেলভাম কার্থি। একটি করে গোল করেন যুগরাজ আর হরমনপ্রীত সিং। অন্যদিকে জার্মানির হয়ে গোল করেন টম গ্রামবুশ, গঞ্জালো পেইলাট আর মল্ট হেলউইগ। স্পেনের সঙ্গে ভারতের পয়েন্ট এক থাকলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে হরমনপ্রীতরা। ৭ ম্যাচে ভারতের সংগ্রহ ১৭ পয়েন্ট। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে স্পেনের ঝুলিতে ১৭ পয়েন্ট। ৯ গোলের থ্রিলারে খেলার ৩ মিনিটেই টম গ্রামবুশের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন টম। ২১ থেকে ২৬ মিনিটে ৫ গোলের থ্রিলার দেখা যায় ম্যাচে। ২১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতকে সমতায় ফেরান যুগরাজ সিং। ২২ মিনিটে ২-১ এগিয়ে দেন অভিষেক। এক মিনিট বাদে ২-২ করে জার্মানি। ৩ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সমতায় ফেরান গঞ্জালো পেইলাট। ২৪ মিনিটে ভারতের ব্যবধান ৩-২ করেন সেলভাম কার্থি। দু’মিনিট বাদে ভারতকে ৪-২ এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। ৩১ মিনিটে জার্মানির হয়ে ব্যবধান কমান হেলউইগ। বিরতির পর জার্মানিকে আর খেলায় ফিরতে দেয়নি ভারত। ফাইনাল কোয়ার্টারের এক মিনিট বাদে জার্মানপ্রীত সিংয়ের পাস থেকে ভারতের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন সেলভাম। ৫১ মিনিটে দিলপ্রীত সিংয়ের ক্রস থেকে গোল করে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন অভিষেক। ১৯৩৬ বার্লিন অলিম্পিকে জার্মানিকে ৮-১ হারিয়েছিল ভারত। এরপর জার্মানদের বিরুদ্ধে এটাই বড় জয় ভারতীয় হকি দলের। বুধবার রৌরকেল্লায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রিভার্স লেগের ম্যাচ রয়েছে ভারতের। ৭ ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ৫টায় জিতেছেন হরমনপ্রীতরা। ভারত হেরেছে একটায় আর ড্র করেছে একটা ম্যাচে।

প্রাক্তন ক্রিকেটারের ভবিষ্যদ্বাণী

জাডেজাই হবেন সিএসকে এক্স ফ্যাক্টর

মুম্বই, ১৪ মার্চঃ রবীন্দ্র জাডেজার প্রশংসা করতে কোনও সুযোগ ছাড়েন না হরভজন সিং। জাড্ডুকে বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার বলে মানেন তিনি। সদ্য সমাপ্ত বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারীর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জাডেজা (২২)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ হতেই ভারতীয় দলের সদস্যরা ঢুকে পড়বেন আইপিএল মোডে। ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ করে চলতি বছরে ফের চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে দেখা যাবে জাডেজাকে। এ বারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে জাডেজাই হতে পারেন এক্স ফ্যাক্টর। দৃঢ় বিশ্বাস প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিংয়ের। চোট সারিয়ে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরেছেন জাডেজা। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে জাতীয় দলের হয়ে সমান উৎসাহ নিয়ে পারফর্ম করেছেন। এ বার পালা আইপিএলের। টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েও জাডেজা হতে পারেন মহেন্দ্র সিং ধোনির অন্যতম ভরসার পাত্র। ভবিষ্যদ্বাণী

করছেন ভাজ্জি। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রিকেট লিগের নতুন সংস্করণের সময় ঘনিয়ে আসছে। টুর্নামেন্টের সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি হরভজন সিং জানিয়েছেন যে এ বারের সংস্করণে সিএসকে-র ট্রাম্প কার্ড কে হতে চলেছেন? দলের শক্তি এবং দুর্বলতা। এক্স-ফ্যাক্টর কে হবেন এবং এই বছরের টুর্নামেন্টে দল কেমন হবে? হরভজন বলেন, ‘‘একজন মানুষ যাঁর দিকে সবার নজর থাকা উচিত তিনি হলেন রবীন্দ্র জাডেজা। বিশেষ করে তিনি কীভাবে সিএসকে-এর হয়ে ব্যাট করেন। তাঁকে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে নিয়ে আসা হতে পারে। পাশাপাশি তাঁকে চার ওভার বল করতে হবে। বিশ্ব ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমার মনে হয় না তার চেয়ে ভালো অলরাউন্ডার আর কেউ আছে। তাই আমি রবীন্দ্র জাডেজাকে আইপিএলে দেখার অপেক্ষায় আছি। আমার জন্য দলের এক্স ফ্যাক্টর হবেন জাডেজা। কারণ বোলার এবং ব্যাটার হিসেবে তিনি এই কন্ডিশনে খুবই সফল। এত বছর ধরে খেলছেন। তাই আমার জন্য অবশ্যই দলের ‘এক্স ফ্যাক্টর’ হতে চলেছেন রবীন্দ্র জাডেজা।’’ হরভজন সিএসকে দলের শক্তি এবং তাদের বাড়ির সুবিধা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি এমএস ধোনি। তিনি দলের হৃদস্পন্দন। তিনি দলকে খুব ভালো জানেন এবং দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনার মতো সম্ভবত সেরা ব্যক্তি। ঘরের মাঠে সিএসকে-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সমর্থকদের সমাগম। এই ভিড় দলের মনোবল বাড়ায়। সিএসকে সমর্থকরা এমন যে দল জিতলে তো বটেই, হারলেও তারা সবসময় তাদের সমর্থন করবে।’’

প্রয়াত হাইজাম্পের কিংবদন্তি, ‘ফসবারি ফ্লপ’ তাঁর নামেই

নিউ ইয়র্ক, ১৪ মার্চঃ অলিম্পিক গেমসে হাই জাম্পে এই পদ্ধতি এখন হামেসাই দেখা যায়। আগেও দেখা গিয়েছিল। তবে এই পদ্ধতিকে যিনি পথ দেখিয়েছিলেন তাঁর নাম ডিক ফসবারি। অতীতে ব্রুস কোয়ান্ডে হাই জাম্পের ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে বডি রোটেট করে জাম্প করেছেন। এই পদ্ধতিকে আরও নিখুঁত করেছিলেন ডিক ফসবারি। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে এই পদ্ধতিতেই হাই জাম্প করেন তিনি। সোনার পদকও জেতেন। এরপর তাঁর নামেই প্রচলিত হয়ে ওঠে ‘ফসবারি ফ্লপ’। এই পদ্ধতির শ্রষ্টা না হলেও জনপ্রিয় করেছিলেন এটুকু বলতে অত্যুক্তি হয় না। প্রয়াত হলেন সেই ডিক ফসবারি। দীর্ঘ দিন ধরেই লিম্ফোয়ার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। মৃত্যুকে লাফিয়ে পেরোতে পারলেন না। ৭৬ বছরে প্রয়াত এই অলিম্পিয়ান। হাইজাম্পে নবজাগরণ এনেছিলেন ডিক ফসবারি। তাঁর ব্যতিক্রমী স্টাইল একটা সময় অন্যদের কাছে পাথেয় হয়ে ওঠে। কিছুটা দৌড়ে শরীরে মোচড় দিয়ে জাম্প। তাঁর আগে হাইজাম্পে এই টেকনিক এত নিখুঁত দেখা যায়নি। তখনকার সময়ে যে

পদ্ধতিগুলো ব্যবহার হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ট্র্যাডল, ওয়েস্টার্ন রোল, সিজার কিক। এই পদ্ধতিগুলির ক্ষেত্রে ল্যান্ডিংয়ের সময় জাম্পারের নজর থাকতো সামনের দিকেই। ফসবারি এই টেকনিকের থেকে ব্যতিক্রমী কিছু ভাবেন। কী ভাবে অনেক বেশি লাফানো যায়। তিনি স্রোতের বিপরীতে হেঁটেছিলেন। বডি টার্ন করে বার পেরোতেন, ল্যান্ডিংয়ের সময় নজর ওপরের দিকে। ফসবারি অলিম্পিক রেকর্ড সেট করেছিলেন। ২.২৪ মিটার লাফিয়েছিলেন তিনি। ফসবারির এই রেকর্ডের পরই অন্যান্য হাইজাম্পাররাও তাঁর টেকনিকেই মন দেন। তারপর থেকেই এই পদ্ধতি ‘ফসবারি ফ্লপ’ নামে পরিচিতি পায়। তবে মজার বিষয় হল, এর অনেক আগেই এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছিল। তাঁর নাম ব্রুস কোয়ান্ডে। তিনি অবশ্য পরিচিতি পাননি। কিংবা বলা যায়, তাঁর পদ্ধতি নিয়ে এতটা আলোচনাও হয়নি।

পিএসজিতে একতা নেই, ইঙ্গিত দিলেন প্যারিস ছেড়ে চলে যাওয়া মিডফিল্ডার

লন্ডন, ১৪ মার্চঃ একতা-পিএসজির সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর লিওনেল মেসি-কিলিয়ান এমবাপেরা কি একই সুতোয় এখনো বাঁধা আছেন, নাকি ড্রেসিংরুমে সৃষ্টি হয়েছে অস্বস্তি। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পরই যে এ প্রশ্ন উঠেছে তা নয়, পিএসজির ড্রেসিংরুম ঐক্যবদ্ধ কি না, এ প্রশ্ন আগে থেকেই। এবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন জানুয়ারির দলবদলে পিএসজি ছেড়ে ইংল্যান্ডের ক্লাব উলভসে যোগ দেওয়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার পাবলো সারাবিয়া। সরাসরি কিছু না বললেও পিএসজিতে যে একতা নেই, তা এই মিডফিল্ডারের কথাতেই স্পষ্ট। একতার প্রশ্নে যদিও সব সময় দলকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’র সর্বশেষ ম্যাচে ব্রেস্তের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার পর এ নিয়ে তিনি কথাও বলেছেন। তখন পিএসজি কোচ জানিয়েছেন, দলে একতা আছে এবং দলের একতা নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। পিএসজির হয়ে ১২ গোল ও ৮ গোলে সহায়তা করা সারাবিয়ার কথার সঙ্গে অবশ্য গালতিয়ের কথার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সারাবিয়া যখন দলের সঙ্গে ছিলেন তখনো পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বাদ পড়েনি। পিএসজির চ্যাম্পিয়নস লিগ প্রজেক্ট ব্যর্থ হওয়ার পর পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হওয়ার কথা, সেটাই স্বাভাবিক। একতার প্রশ্নে সারাবিয়া বলেছেন, ‘‘সবাই মিলে একসঙ্গে থাকার যে অনুভূতি, কয়েকজন খেলোয়াড় একসঙ্গে হওয়ার চেয়ে ক্লাব ও পরিবারের সদস্য হয়ে মাঠে নামা-এমন প্রশ্নে পিএসজির চেয়ে আমি অন্য দলকেই পছন্দ করতাম। মেসি, নেইমার, এমবাপের সঙ্গে খেলা দারুণ এক অভিজ্ঞতা। তবে আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলের মধ্যে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা।’’ চ্যাম্পিয়নস লিগে থেকে ছিটকে গেলেও পিএসজি এখনো ইউরোপের শীর্ষ দলগুলোর একটি। এমন একটা দল থেকে উলভসে নাম লেখানো-যে ক্লাব লড়ছে অবনমন এড়াতে। কেন পিএসজি ছাড়লেন সারাবিয়া-এ প্রশ্নে বলেছেন, ‘‘মাঠে নামতে না পেরে আমি খুশি ছিলাম না। এই মানের ফুটবলারদের ভিড়ে আমার খেলাটা কঠিন, সে কারণেই এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’’

হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, কিং খানকেও বিপদে ফেলতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার!

মুম্বই, ১৪ মার্চঃ বছরের প্রথম থেকে চোট আঘাত সঙ্গী হয়েছে আরও এক ক্রিকেটারের। পিঠের পুরনো চোট বেগ দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমেদাবাদ টেস্টের মাঝপথেই মাঠ ছেড়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। জাতীয় দলের এই ভরসাযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার এখন বিসিসিআই ও আইপিএলের টিম কলকাতা নাইট রাইডার্সের বড় মাথাব্যথার কারণ। শ্রেয়সের চোট নিয়ে বোর্ডের তরফে এখনও কোনও আপডেট মেলেনি। তবে সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৭ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা ওডিআই সিরিজে নামতে পারবেন না শ্রেয়স। এমনকী চোটের কারণে চলতি বছরের আইপিএলেও হয়তো খেলা হবে না তাঁর। আগামী জুন মাসে ওভালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। সেই ম্যাচেও শ্রেয়সে খেলা অনিশ্চয়তায় মোড়া। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ২-১ ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর শ্রেয়সের চোট নিয়ে মুখ খুলেছেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাও। তিনি বলেন, ‘‘শ্রেয়সের পিঠের নীচের অংশের ব্যথা বেড়েছে। স্ক্যান রিপোর্টে কী রয়েছে তা সঠিকভাবে বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে চোটের পরিস্থিতি ভালো নয়। যে কারণে ও এখানে নেই।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আইয়ারের সুস্থ হতে কত সময় লাগবে বা কবে দলে কামব্যাক করতে পারবে সেই বিষয়ে আমার ধারণা নেই। আশা করি ও খুব তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে উঠে খেলতে শুরু করবে।’’ বোর্ডের তরফ থেকে স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সার্জারির প্রয়োজন রয়েছে কি না সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে। যদি একান্তই সার্জারি করাতে হয় সেক্ষেত্রে তিনমাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে শ্রেয়সকে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, যন্ত্রণার কারণে শ্রেয়সের হাঁটাচলায় অসুবিধে হচ্ছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরু হওয়ার আগে এনসিএ-তে রিহ্যাব চলছিল তাঁর। এনসিএ ফিট ঘোষণা করার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্ট থেকে দলে ফিরেছিলেন তিনি। তিন নম্বর টেস্ট ম্যাচ খেলতে খেলতেই ফিরে এসেছে পুরনো চোট। জসপ্রীত বুমরা, ঋষভ পন্থ, প্রসিধ কৃষ্ণদের মতো দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি হতে পারে শ্রেয়সের।

টেনিস কোর্টে বারবার ওয়াকওভার, রুশ আগ্রাসনের নীরব প্রতিবাদ?

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৪ মার্চঃ নিজে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইন্ডিয়ান ওয়েলসে। প্রতিযোগিতার একটি ম্যাচে ‘ওয়াকওভার’ দেওয়ার কারণে মাঠে না নেমেও ম্যাচ জিতে নিলেন তিনি। কথা হচ্ছে বেলারুশের অরিনা সাবালেঙ্কারকে নিয়ে। এদিন ইউক্রেনের লেসিয়া সুরেনকোর বিরুদ্ধে কোর্টে নামার কথা ছিল সাবালেঙ্কার। কিন্তু ইউক্রেনের টেনিস তারকার দেওয়া ওয়াকওভার ফলে মাঠেই নামলেন না কেউই। সুতরাং না খেলেও টুর্নামেন্টের পরের পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন তিনি। কিন্তু এই ওয়াকওভার কারণ কী? এর পেছনেও কী লুকিয়ে আছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই ম্যাচে মাঠে নামেননি ৩৩ বছরের লেসিয়া। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কারণের জেরেই ওয়াকওভার দিয়েছেন। এর সঙ্গে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। এদিকে এই ওয়াকওভারের কারণে গত ১৮টি টুর্নামেন্টের মধ্যে ৯টি টুর্নামেন্ট থেকেই মাঝপথে বেরিয়ে গেলেন লেসিয়া। এ বছরই ক্যানবেরাতে একটি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ওয়াকওভার দিয়েছিলেন তিনি। এর আগের বছর স্লোভেনিয়াতেও দুটি কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচেও ওয়াকওভার দিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন খেলার উপরই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিকে রাশিয়া এবং বেলারুশের প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে আপত্তি জানিয়েছেন অনেকেই। এর কারণ হিসেবে অবশ্য ইউক্রেনে রাশিয়ার বেআইনি অনুপ্রবেশকেই মুখ্য করা হয়েছে। এবার টেনিস কোর্টে এই ওয়াকওভার দেখে অনেকে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের নীরব প্রতিবাদ বলেই মনে করছেন। সাবালেঙ্কার পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে চেক প্রজাতন্ত্রের টেনিস তারকা বারবোরা ক্রেজকিকোভার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। ম্যাচে বেলারুশের ক্রীড়াবিদদের প্রতি এ হেন মনোভাব থাকবে কী না সেটা সময় বলবে। প্রসঙ্গত, গত মাসে দুবাইয়ে বিশ্বের সেরা তিন টেনিস প্লেয়ারকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছেন ক্রেজকিকোভা। এই ট্রফি জয়ের পর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬ থেকে ১৪ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি।

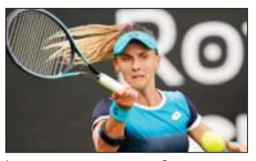

মেসিকে পেতে বড় প্রস্তাব নিয়ে আসছে এমএলএসের ক্লাব

রিয়াধ, ১৪ মার্চঃ লিওনেল মেসির সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে চাওয়ার কথা অনেক দিন ধরেই বলে আসছে পিএসজি। এত দিন শোনা যাচ্ছিল পিএসজির সঙ্গে নতুন চুক্তি করার ইচ্ছা আছে মেসিরও। কিন্তু হঠাৎ আলোচনার মোড় গেছে ঘুরে। পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে ছিটকে পড়ার পর অনেকেই মনে করছেন, মেসি আর প্যারিসে থাকবেন না। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে নাম লেখানোর পর একটা গুঞ্জন উঠেছিল, মেসিকে দলে টানতে চায় আল নাসরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল আল ইত্তিহাদ। তারও আগে থেকে শুরু হওয়া গুঞ্জনের পালে নতুন করে বাতাস লেগেছে এখন। মেসিকে

নিয়ে পুরোনো গুঞ্জন তাঁর এমএলএসে (মেজর লিগ সকার) যাওয়ার খবর। সেই খবর আবার নতুন করে দিয়েছে ফ্রান্সের পত্রিকা লেকিপ। ফ্রান্সের এ পত্রিকার বরাত দিয়ে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্ত লিখেছে, ‘মেসির ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু লেকিপ খবর দিয়েছে যে এমএলএস থেকে অসাধারণ একটি প্রস্তাব আসছে।’ এমএলএসের দলগুলোর মধ্যে মেসিকে পাওয়ার আগ্রহ আগে থেকেই দেখিয়ে আসছে ডেভিড বেকহামের দল ইন্টার মায়ামি। এবারও যে প্রস্তাবটি সেদিক থেকেই আসছে, এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে লেকিপ। তবে এ প্রস্তাবের অর্থের অঙ্কটা কী হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু লেখেনি পত্রিকাটি। ইউরোপের ফুটবল আর এমএলএসের পরিচিত এজেন্ট জেরোম মিয়ারি লেকিপকে বলেন, ‘‘ইন্টার মায়ামির মালিকের কাছে মেসিকে (আগামী মরসুমে) দলে টানার বিষয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কাতার বিশ্বকাপের সময় মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করেছে ক্লাবটি।’’

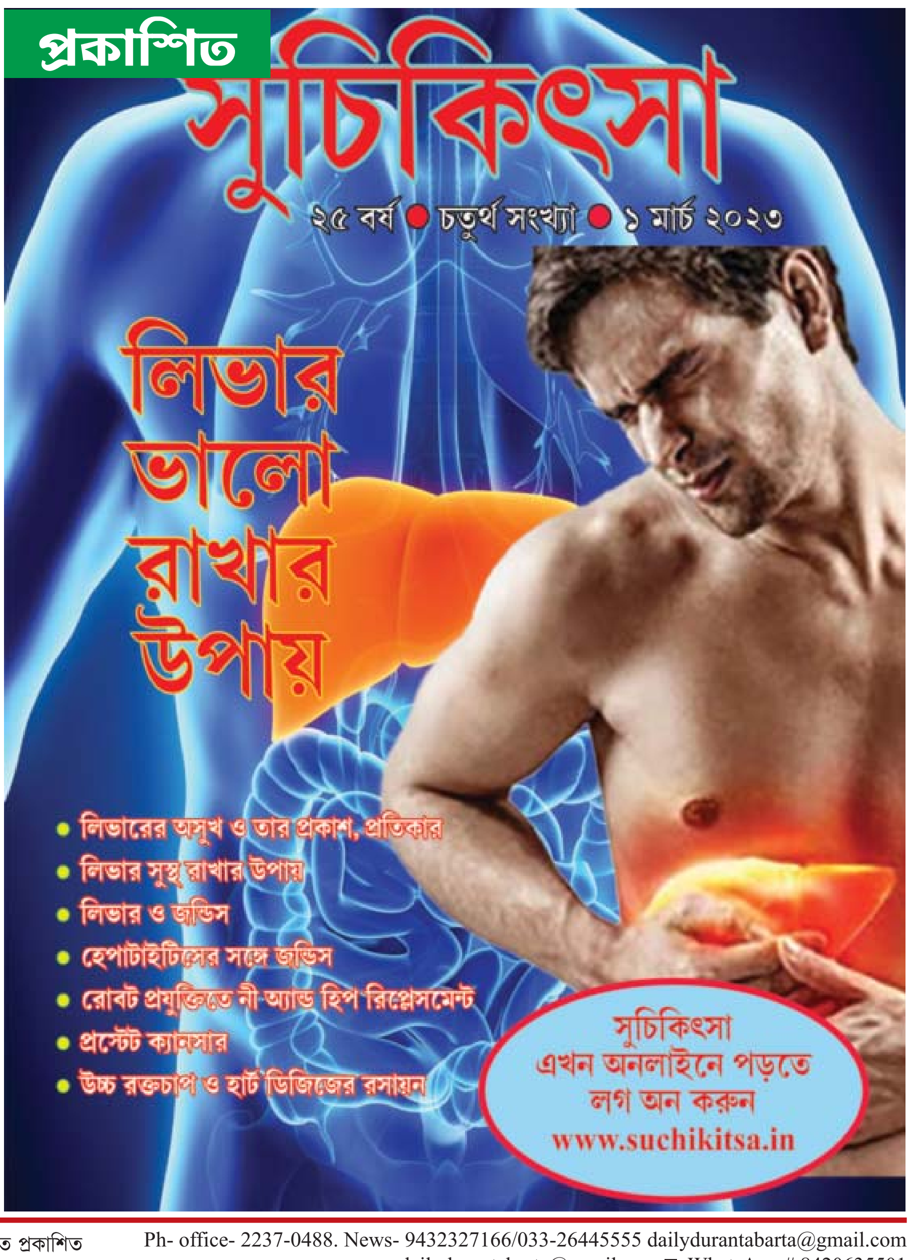

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501